বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৯ সংখ্যা। { বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

বর্ষ	১	চিত্তোবিনোদিনী	১৩
শিক্ষাসংক্রান্ত বিবরণ ..	৩	নূতন সংবাদ	১৯
বামাগণেররচনা	২০		

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ৵০ আনা।

বামাগণের পাঠোপযোগী পুস্তক।

কুমুদিনীচরিত	।৵০
নারী-শিক্ষা ১ম ভাগ ...	॥০
ঐ ২য় ভাগ ...	৸০
নবনারী	১।০
সুশীলার উপাখ্যান ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ	।৵০, ॥০, ॥৵০
শিশুপালন ১ম, ২য় ভাগ	॥০, ॥৵০
বামাচরিত	।০
নারীচরিত (বামাচরিত) ...	১৵০
চরিতমালা	॥০
রত্নসার (৪র্থ বার মুদ্রিত) ...	১৵০
রামারঞ্জিকা	॥০
ধাত্রীশিক্ষা	১৲

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	১।০
মফঃস্বলের জন্য	২৲

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	।৶০
মফঃস্বলের জন্য	১৵০

নূতন পুস্তক।

নারীশিক্ষা।

১ম ভাগ ১৯ ফরমা বাঁধা ..	॥
২য় ভাগ ২৬ ফরমা বাঁধা ..	৸

কুমুদিনী চরিত।

মূল্য ।৵০ আনা।

পাঠিকাগণ! তোমরা সকলেই একবার এই পুস্তকখানি পাঠ কর।

এই পুস্তক দুই খান আমাদিগের কার্য্যালয়ে এবং সংস্কৃতযন্ত্র ডিপজিটরীতে পাওয়া যাইবে।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

নবকান্ত চট্টো (ঢাকা) ১২৭৪।৭৫ সালের	৩৶০*
জগচ্চন্দ্র রায় (ঢাকা) ১২৭৫ সালের	২৲*

* ॥৵০, ॥০, জমা রহিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৯ সংখ্যা। } বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

নববর্ষ।

নববর্ষ মহা হর্ষে করিল প্রবেশ,
ধরিল সংসার এবে নবতর বেশ;
নবোদ্যম নবোৎসাহ করিয়া ধারণ,
জ্ঞান লাভে বামাগণ কর প্রাণপণ।

যাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া ৬ ছয় বৎসর কাল ক্রমাগত কার্য্য-করা যাইতেছে, নববর্ষের প্রথমেই তাঁহাকে বার বার নমস্কার করা যাউক।

বামাবোধিনী পত্রিকা এখন যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাতে এমন আশা ছিল না, যে গত চৈত্র মাসের মধ্যে ৮ খণ্ড পুরাতন বামাবোধিনী এবং এই নব বর্ষের পত্রিকা বর্ষের প্রথম মাসেই প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় সকলি সম্ভব হইয়া থাকে।

এই নূতন বর্ষ হইতে যাহাতে বৎসরে ১২ খণ্ড পত্রিকা প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহার ক্রটী হইবে না। আমরা যেরূপ উৎসাহের সহিত

পত্রিকা প্রকাশ করিব, গ্রাহক মহাশয়গণও যেন মূল্য প্রদানে সেইরূপ উদারতা প্রকাশ করেন। যদি গ্রাহক মহাশয়েরা নিয়মিত সময়ে মূল্য প্রদানে কৃপণতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাদের এত আশা এত উৎসাহ সকলি বৃথা হইবে। এত দিন যে নিয়মিত রূপে পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতে যে কেবল বামাবোধিনী সভা সম্পূর্ণরূপ দোষী এমত বলা যায় না। গ্রাহক মহশয়েরা তাহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেও সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা নিয়মিত রূপে মূল্য প্রদান করিতেন, তাহা হইলে যে তাহারা নিয়মিত রূপে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতেন না এরূপ কখনই সম্ভবপর নহে। তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, নিয়মিত রূপে পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? আপনারা যেমন তখন মূল্য প্রদানে কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না, পত্রিকা প্রাপ্ত হইতেও আবার বিলম্ব হইত না। এক্ষণে আবার মূল্য প্রদানে নিয়মিত হউন, পত্রিকাও নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত হইবেন।

গত মাঘ মাসে কোন্নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব এবং "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় দ্বয়ের যত্নে, বামাবোধিনী পত্রিকার উন্নতির জন্য দুই ভাগ "নারী-শিক্ষা" নামক পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণের সমুদয় ব্যয় (৫০০ টাকা) "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড" হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পুস্তক বিক্রয়ের অর্থ বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পত্তি হইবে।

অনেকে, বামাবোধিনী পত্রিকার অর্থাভাবে ক্ষয়শীল দেখিয়া, জীবিত রাখিবার জন্য এককালে, আপন আপন অবস্থা ও ইচ্ছানুরূপ অর্থসাহায্যও করিতেছেন। এমন অবস্থায় গ্রাহক মহাশয়দিগের মূল্য প্রদানে কৃপণতা প্রদর্শন করা কখনই যুক্তি সঙ্গত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। বামাবোধিনীর প্রতি যাঁহারা প্রীতিচক্ষে দেখেন, তাঁহারা ইহার জীবন-স্বরূপ-মূল্য যে শীঘ্র প্রদান করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি!!

শিক্ষাসংক্রান্ত বিবরণ।

(১৮৬৭—৬৮ সাল।)

বাঙ্গালা দেশের মধ্য বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক (ইন্‌স্পেক্টর) শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেব মহাশয়ের ১৮৬৮ সালের স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া গেল যে—

"১৮৬০ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। ১৮৬৩ সালের, বেথুন বালিকা বিদ্যালয় ও কৃষ্ণ নগরের বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া, মধ্য-বিভাগস্থ বিদ্যালয় সকলে ৯৯৯ জন বালিকা অধ্যয়ন করিত।

১৮৬৬ হইতে ৬৭ সালের ৩১ শে মার্চ (১৫ চৈত্র) পর্য্যন্ত ৩৩০৭ টী বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৩৭৪৬ টী বালিকা হইয়াছিল। এবং ১৮৬৮ সালের ৩১ শে মার্চ (১৬ চৈত্র) পর্য্যন্ত ২৬৫ টী বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে ৪০১১ টী বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। ফলতঃ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বালিকা সংখ্যা ত্রিগুণীত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বালিকা সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, শিক্ষার তাদৃশ উন্নতি হইতেছে না, এমন কি অধিক সংখ্যক বালিকা বর্ণ পরিচয় মাত্রও শিক্ষা করিতে পারে নাই, তথাপি বিদ্যালয়ের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এবং অধ্যক্ষ মহাশয়গণ কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন না।"

শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেব আরো বলেন— "উত্তর পাড়ার হিতকরী সভা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ উন্নতি হইতেছে। উক্ত সভার সভ্যেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিমাসে ১৬ টাকা করিয়া সাহায্য প্রাপ্ত হন, এবং নিজেও ১৬৲ টাকা দিয়া থাকেন। সভ্যেরা প্রতি বৎসর ফালগুন মাসের শেষে, সভার শিক্ষাধীন বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত বালিকাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। গত বৎসর ৬ ছয় টী বালিকাবিদ্যালয় তাঁহাদের পরীক্ষাধীন

থাকিয়া—বালিকারা পরীক্ষা দেয়। গণিত ভিন্ন বালিকারা সকল বিষয়ে সন্তোষ-কর উত্তর প্রদান করিয়াছে।

" প্রথম বৎসরের পরীক্ষোত্তীর্ণা ৯টী বালিকা ১ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—তন্মধ্যে ২টী বালি, ৫টী উত্তর-পাড়া, ১টী কোন্নগর ও ১টী শ্রীরামপুরের বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ইহাদিগের মধ্যে বালি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী দেবী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

" দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষোর্ত্তীর্ণা ৬টী বালিকা ২ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২টী শ্রীরামপুর, ৩টী উত্তরপাড়া ও ১টী কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ইহাদিগের মধ্যে শ্রীরামপুরের বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী শ্যামা সুন্দরী দেবী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

" তৃতীয় বা শেষ বৎসরের পরীক্ষোর্ত্তীর্ণা ৩টী বালিকার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টটী ৩৲ টাকা এবং অপর দুইটী ২ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২টী বালি ও ১টী উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ইহাদিগের মধ্যে বালি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী ভুবন কালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

" অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ১টী মাত্র ছাত্রী শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবী ৪৲ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

" এই সকল বালিকাদিগের বয়ঃক্রম ৮ বৎসর হইতে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত। ইহাদের মধ্যে ৪টী মাত্র বিবাহিতা।"

শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেবের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (ইনিস্পেক্টর) মহাশয়েরা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম ও নিম্নে প্রকাশ করা গেল—

হাবড়া বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বলেন—" বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার দুইটী প্রধান প্রতিবন্ধক লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ দেশীয় লোকের শিক্ষা বিষয়ে যত্নের অভাব। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট-বালিকাবিদ্যালয়ের অভাব।

অধিকাংশ দেশীয় লোক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য যত্ন করেন না; যে অল্প সংখ্যক লোক যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন অর্থাভাবে তাহাদের

সে যত্ন অল্পই কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার কারণ গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় লোকদিগের নিকট হইতে বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে, অর্থ সাহায্য করেন না। এটী বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক।

যদি গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে স্থানে স্থানে অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা।"

হুগলী বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল পাল মহাশয় বলেন—" আমার তত্ত্বাবধানের মধ্যে ৪টী মাত্র বালিকা বিদ্যালয় আছে এবং ইহাতে ৮০ জন মাত্র বালিকা অধ্যয়ন করে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন যে বালিকাদিগের শিক্ষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন লোকে বালিকাদিগের শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছেন। এ সময় হইতে যদি গবর্ণমেণ্ট বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকে বৃত্তি প্রদান বা অন্য কোন রূপে উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে দিন দিন অধিকতর উন্নতির আশা হয়। কিন্তু অন্তঃপুর স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার কিছুই হইতেছে না; তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক শিক্ষয়িত্রীর অভাব। যত দিন শিক্ষয়িত্রী প্রাপ্ত হওয়া না যাইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সম্যক্ রূপে উন্নতি হইবার অল্পই সম্ভাবনা।"

বারাসত বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন—অল্প দিন মাত্র বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করাই বালিকাদিগের শিক্ষার অসুন্নতির প্রধান কারণ। ৬ বৎসর বয়ঃক্রমের ন্যূনে কোন বালিকাই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না, এবং ১০।১১ বৎসর না হইতে হইতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে; এত অল্পকাল মধ্যে কি প্রকারে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।"

জয়নগর বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বলেন—

"কুসংস্কার বশতঃ যে দেশীয় লোকেরা বালিকাদিগের শিক্ষা প্রদান করেন না, এরূপ বোধ হয় না, তবে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে তাহাদের ভ্রম আছে বলিয়া শিক্ষার অনুন্নতি হইতেছে।

"মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে যদি পুরস্কার এবং উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ন্যায় বৃত্তি দেওয়া হয়, শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।"

বিদ্যালয় ও বালিকার সংখ্যার স্থূল তালিকা।

কলিকাতা বিভাগে ..	১১ টী	বিদ্যালয়ে ..	৪১৬ জন বালিকা
২৪ পরগণা বিভাগে ..	৪৩ টী	,, ...	৯৮১ জন ,,
ঐ (বারাসতের অন্তর্গত)	২ টী	,, ...	৬৬ জন ,,
হুগলী বিভাগে ...	৮ টী	,, ...	১৭৭ জন ,,
হাবড়া বিভাগে ...	৮ টী	,, ...	২৯১ জন ,,
নদীয়া বিভাগে ...	১১ টী	,, ...	৩৪৮ জন ,,
মুরশিদাবাদ বিভাগে	৩ টী	,, ...	৭১ জন ,,

৮৩ টী বালিকাবিদ্যালয়ে ২৩৫০ জন বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে—এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গুলি বালিকাবিদ্যালয় আছে এবং অনেক বালিকাও শিক্ষা লাভ করিতেছে। সমুদয়ে ৪০১১ জন বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। নিম্নে তাহার বিশেষ তালিকা দেওয়া গেল।

দেশীয় বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য মধ্য বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তালিকা।

বিভাগ	সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকলের নাম।	ছাত্রী সংখ্যা	সমষ্টি
কলিকাতা	বহুবাজার বালিকাবিদ্যালয়	৫২	
ঐ	মধ্য কলিকাতা ,,	৩৬	
ঐ	কলিকাতা হিন্দু ,,	৪২	
ঐ	কলিঙ্গা ,,	২০	
ঐ	ডাক্তার ডব সাহেবের ,,	৪৫	
ঐ	ডল সাহেবেরে ,,	৫৫	
ঐ	পিতৃ-মাতৃ হীন বালিকাদিগের বিদ্যালয়	৫১	
ঐ	ইটালী* ,,	১৫	
ঐ	মির্জাপুর ,,	৩২	
ঐ	শ্যাম বাজার ,,	৪২	
ঐ	সিমুলিয়া ,,	২৬	
		৪১৬	৪১৬
২৪ পরং	আগোরপাড়া বালিকাবিদ্যালয়	৪৬	
ঐ	আড়িয়াদহা ,,	৩১	
ঐ	বরাহনগর ,,	৩৯	
ঐ	বারুইপুর ,,	৪০	
ঐ	বেলঘোরিয়া ,,	২০	
ঐ	বোয়াল ,,	২১	
ঐ	মলরানপুর ,,	২০	
ঐ	বনহুগলী ,,	২১	
ঐ	বৈকুণ্ঠপুর (১) ,,	৩০	
		২৬৮	

বিভাগ	সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকলের নাম।	ছাত্রী সংখ্যা	সমষ্টি
		২৬৮	৪১৬
২৪ পরং	বৈকুণ্ঠপুর (২) ,,	১৫	
ঐ	চাঙ্গিড়ী পোঁতা* ,,	২৫	
ঐ	দক্ষিণ বারাসত ,,	২৭	
ঐ	গানগ্রিয়ালস্ ,,	১৭	
ঐ	গাজিপুর (১)* ,,	২০	
ঐ	গাজিপুর (২)* ,,	১৬	
ঐ	গাজিপুর (৩)* ,,	১০	
ঐ	হরিনাভি (১)* ,,	২০	
ঐ	হরিনাভি (২)* ,,	৩০	
ঐ	ঝাজরা ,,	২০	
ঐ	কাসিয়া বাগান ,,	২৯	
ঐ	শ্রীমতী কালীর বালিকাবিদ্যালয় *	১৫	
ঐ	খরদহা ,,	২৮	
ঐ	কোদালিয়া* ,,	২০	
ঐ	করপুখুর ,,	১২	
ঐ	মান্দার হাট ,,	২৭	
ঐ	শ্রীমতী মোহিনীর বালিকা বিদ্যালয় *	১৬	
ঐ	মজিলপুর ,,	৫০	
ঐ	নাটাগড় ,,	১৪	
ঐ	শ্রীমতী নিস্তারিণীর বালিকাবিদ্যালয় *	২৫	
ঐ	নিবাধৈ ,,	৩০	
ঐ	নৈহাটী ,,	২৭	
		৭৬১	

* কুমারী ব্রিটেন দ্বারা সংস্থাপিত।

বিভাগ	সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকলের নাম।	ছাত্রী সংখ্যা	সমষ্টি
		৭৬১	৪১৬
২৪ পরং	পানিহাটী বালিকাবিদ্যালয়	৩০	
ঐ	রাঘবপুর ,,	১৩	
ঐ	রাজপুর ,,	৩৪	
ঐ	রাজপুর * ,,	১৭	
ঐ	রাজঘাট ,,	৩০	
ঐ	রামনগর ,,	২৩	
ঐ	সরস্থনা ,,	৩৮	
ঐ	দক্ষিণ জগৎদল ,,	১৫	
ঐ	সালপুখুর ,,	২০	
		৯৮১	৯৮১
(বারাসতের অন্তর্গত)	শ্রীপুর বালিকাবিদ্যালয়	৩৪	
ঐ	টাকী ,,	২৮	
		৫৬	৬৬
হুগলী	আঁকনা বালিকাবিদ্যালয়	১৭	
ঐ	চন্দননগর ,,	২৫	
ঐ	ডাটরা ,,	২৯	
ঐ	ধামাসিন ,,	১৪	
ঐ	ঘুটিয়া বাজার ,,	৪৮	
ঐ	রমানাথপুর ,,	১৪	
ঐ	শ্রীনগর ,,	১৮	
ঐ	ত্রিবেণী ,,	১২	
		১৭৭	১৭৭

বিভাগ	সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকলের নাম।	ছাত্রী সংখ্যা	সমষ্টি
		১২৭	১৬৪০
হাবড়া	বালি বালিকাবিদ্যালয়	৪৩	
ঐ	জোয়াননগর ,,	৩৩	
ঐ	কোন্নগর ,,	৩৭	
ঐ	উত্তরপাড়া ,,	৫৫	
ঐ	রিসড়া ,,	৩১	
ঐ	সাঁতরাগাছী ,,	৩৭	
ঐ	শ্রীরামপুর ,,	৪৮	
ঐ	সালখিয়া ,,	৭	
		২৯১	২৯১
নদীয়া	মধ্য কৃষ্ণনগর বালিকাবিদ্যালয়	২৫	
ঐ	চাঁদ সড়ক ,,	২৮	
ঐ	দোগেছে ,,	১৫	
ঐ	গোয়াটালী ,,	২০	
ঐ	গোঁসাই দুর্গাপুর ,,	২৫	
ঐ	কেশে ডাঙ্গা ,,	১৯	
ঐ	কৃষ্ণনগর (রোমান কাথলিক)	৬২	
ঐ	লাখুরিয়া ,,	১৩	
ঐ	মুড়গাছা ,,	১৪	
ঐ	শান্তিপুর লক্ষ্মীতলা ,,	৬০	
ঐ	শান্তিপুর রামনগর ,,	৬৭	
		৩৪৮	৩৪৮

বিভাগ	সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকলের নাম।	ছাত্রী সংখ্যা	সমষ্টি
			২২৭৯
মুরশিদা-	বহরমপুর বালিকাবিদ্যালয়	২৫	
ঐ	চোয়া ,,	১৫	
ঐ	লালবাগ ,,	৩১	
		৭১	৭১
			২৩১০
	খৃষ্টানদিগের বিদ্যালয়।		
	(বিবিস্কারের তত্ত্বাধীন।)		
নদীয়া	কাপাসডাঙ্গা বালিকাবিদ্যালয়	৫৫	
ঐ	রতনপুর ,,	৫০	
ঐ	বালাবপুর ,,	৫৬	
ঐ	ছাপরা ,,	৫৩	
ঐ	সোলো ,,	৬৫	
ঐ	বাহাবা পাড়া ,,	২৯	
ঐ	যগেন্দ্র ,,	২৬	
ঐ	নূতন গ্রাম ,,	১৭	
ঐ	লাজিরকুনা ,,	১২	
		৩৬১	৩৬১
কলিকাতা	কলিকাতা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সমাজ।		
ঐ	(বিবি সনডের তত্ত্বাধীন।)	১৩৮	
ঐ	(ফ্রিচার্চের তত্ত্বাধীন)	১৫০	
ঐ	(কুমারী ব্রিটেনের তত্ত্বাধীন)	৫৫০	
		৮৩৮	৮৩৮

বিভাগ	সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকলের নাম।	ছাত্রী সংখ্যা	সমষ্টি
২৪ পর-	রাজপুর অন্তঃপুর শিক্ষা (কুমারী ব্রিটন)	২০	৩৫৪৯
		২০	২০
	নিম্নলিখিত বিদ্যালয় দুইটী সাধারণ নিয়মাধীন নহে।		
ঐ	বেলঘরিয়া বালিকাবিদ্যালয়	৩০	
ঐ	মান্দার ছাট ,,	২৭	
		৫৭	৫৭
	নিম্নলিখিত বালিকাবিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য নাই।		
হাবড়া	মাহেশ বালিকাবিদ্যালয়	২২	
ঐ	পটল ,,	৬০	
ঐ	শ্যাখালা ,,	৪৩	
ঐ	শিবপুর ,,	৫৬	
		১৮১	১৮১
মুরশিদা-	মহুলা বালিকাবিদ্যালয়	১৬	১৬
কলিকাতা	তালতলা বালিকাবিদ্যালয়	৩০	
ঐ	বেথুন সাহেবের ,,	২৫	
ঐ	মিশ্র (অর্থাৎ বালক ও বালিকা) বিদ্যালয়	১৩৩	
		১৮৮	১৮৮
	(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।		৪০১১

চিত্তবিনোদিনী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই অল্প দিনের পরিচয়েই পাঠক বর্গ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, হেলেনা বিজয়ানুরাগিণী; তাঁহার নির্ম্মল সরল হৃদয় স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিজয়কে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই যৌবনসুলভ বদান্যতা সুপাত্রে পতিত ও গুরুজনানুমোদিত। কিন্তু বিজয় কি প্রণয় রূপ কর প্রসারণে হেলেনার কোমল হৃদয় আনন্দান্তঃকরণে আলিঙ্গন করেন? পূর্ব্বে বলা গিয়াছে বিজয়ের বিবাহে মত নাই—তাহার মর্ম্ম কি? বিজয় হেলেনাকে ঘৃণা বা অবহেলা করেন না। প্রত্যুত কখন কখন হেলেনার সৌন্দর্য্য, যৌবন, প্রেম দৃষ্টি ও মধুর ভাবে আকৃষ্ট হইয়া বিজয়ের মনে যুবাজন-প্রার্থনীয় রমণীরত্ন লাভে ঔৎসুক্য জন্মে। হেলেনার বিদ্যা বুদ্ধি, বাঙ্-নৈপুণ্য ও অকপট প্রেম দেখিয়া বিজয়ের মন কি অচল থাকিতে পারে? তাঁহার হৃদয় রক্তমাংসময়, পাষাণ নির্ম্মিত নহে! বিশুদ্ধ প্রেম উদাসীনের নীরস হৃদয়েও প্রেমরস সঞ্চার করিতে পারে। অতএব বিজয়ের মনে কখন যে প্রণয়েচ্ছা উদয় হইত না তাহা বলা যায় না। কিন্তু উদয় হইবা মাত্র পুরুষোচিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সে ইচ্ছাকে নিলীন করিয়া ফেলিত।

বিজয়ের হৃদয় মানেচ্ছায় পূর্ণ; উচ্চাশা করা তাঁহার স্বাধীন মনের নিত্য অলঙ্কার। অদ্বিতীয় প্রশংসা পাত্র হইবেন নচেৎ তাঁহার জীবন বৃথা! যাহাতে মান বৃদ্ধি হয় তাহাই শ্রেয়ঃ—যাহাতে খর্ব্ব হয় তাহা হেয়। বিজয় সুবিবেচক, সাহসিক, সরল ও সদয় পুরুষ। কিন্তু তাঁহার মানের পথে কেহ কণ্টক প্রদান করিলে, তিনি অভীষ্ট সাধনার্থ রাভসিক, ভীরু, খল ও নির্দ্দয় কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহারেও ঘৃণা বোধ করেন না। মানেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জেদও বিলক্ষণ আছে। রেমণ্ড বংশীয় অহঙ্কার, হিন্দুস্থানীর সাহস ও জেদ এবং বাঙ্গালীর চাতুরী ও বুদ্ধি কৌশল তাঁহাতে একত্র বাস করে। মনুষ্যের হৃদয়ে একটি ভাবের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইলে অন্যান্য ভাবচয় স্থান পায় না। তদ্দ্বারা হৃদয় এরূপ

আবৃত থাকে যে অন্য ভাবোত্তেজক অবস্থার সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎ সংঘটন হয় না। বিজয়ের প্রেম-প্রবণ তরুণ হৃদয়, অভিমানে কোমল শঙ্খ শম্বুকের ন্যায় এরূপ কঠিন আবরণে আবৃত, যে তীক্ষ্ণ ভেদী প্রেমও তাহা ভেদ করিতে পারে না। অন্যমনস্কে অসাবধানে হেলেনার প্রণয় বাণে বিদ্ধ হইলে অমনি সচেতন হইয়া সে বাণ উৎক্ষেপ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকবচ পরিধান করেন। প্রণয় তাঁহাকে পরিণয়ে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। বিবাহে যদি মান বৃদ্ধি হয় তবে বিবাহ করিতে পারেন। জারজা, পরান্নভোগিনী বাঙ্গালী কন্যা প্রভাবতী, সহস্র গুণবতী হইলেও, তৎসম্মিলনে অহঙ্কারী বিজয়ের মানহানি বোধ হয়। স্নিগ্ধ স্বভাব অথবা যুবাজনোচিত ন্যায্যানুরাগ প্রযুক্ত হেলেনাকে স্পষ্টতঃ নিরাশ করিতে চাহেন না। বিজয়ের ইচ্ছা এমিকে বিবাহ করেন। হেলেনা তাঁহার চক্ষে অধিক সুন্দরী, কিন্তু এমি সদ্বংশসম্ভূতা। প্রণয়ার্থ হেলেনা প্রার্থনীয়া, বিবাহার্থ এমি প্রার্থনীয়া।

বিজয়ের ন্যায় ব্যক্তির জাত্যভিমানী রেমণ্ড বংশে বিবাহেচ্ছা দুরাশা মাত্র। কিন্তু তিনি মানার্জ্জন জন্য অসম্ভব আশাও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন এবং তাহা সম্ভব করণার্থ আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও অধ্যবসায় প্রকাশে ত্রুটি করেন না। তিনি ভাবিলেন সরল নির্ব্বোধ বালিকা এমিকে কৌশলে প্রেম জালে বদ্ধ করিতে পারিলে, হয়ত একমাত্র কন্যার সুখার্থে, সদয়া এলের অনুরোধে, রেমণ্ডের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে পারে। ইউরোপীয় বেশ ধারণে তাঁহার বর্ণ ও আকার প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং বিদেশে নাম ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিলে এ বিবাহ অসংলগ্ন বোধ হইবেক না। অতএব এমির হৃদয়ে প্রণয় উদ্ভাবন অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট সুখ্যাতি ও সম্মান ভাজন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধে প্রণয় মান হইতে উৎপন্ন—কারণ মানই সকল ভাবের মূল, সকল কার্য্যের উত্তেজক। এই অদ্ভুত দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে তিনি এমির মনে চারুর প্রতি অনুরাগ আবিষ্কার করিলেন। এমি চারুর গুণানুবাদ ও সমাদর করেন ইহাতেই প্রণয় লক্ষণ বুঝিয়া তিনি ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার সহিত চারুকে দেখিতে লাগিলেন। একেত চারুর প্রতি

বিষদৃষ্টি, আবার এমির হৃদয়াকর্ষণ জন্য তাঁহাকে অসূয়া দৃষ্টিতে দেখিলেন। চারুর একটি ভ্রম, একটি দোষ দেখিবা মাত্র, এক খানিকে সাত খানি করিয়া এমির নিকট পরিচয় দিতেন, যে চারুর প্রতি অসম্ভ্রম ও অশ্রদ্ধা জন্মে। এমি বিশ্বাস না করিলে তর্কের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে যাইতেন। ইহাতে অনর্থ ঘটিয়া উঠিল। তর্কে পড়িয়া তর্কের অনুরোধেই এমি চারুর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার দোষ ব্যাখ্যা ও গুণানুবাদ করিতেন। ক্রমে চারুর পক্ষাবলম্বন প্রযুক্ত এমি যথার্থই তাঁহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। আর তিনি চারুর দোষ মাত্রও দেখিতে পান না, বাঙ্গালী বলিয়াও ঘৃণা করেন না। এখনও এমি জানেন না চারুর প্রতি তাঁহার কোন প্রকার অনুরাগ আছে, তিনি কেবল গুণেরই উচিত সমাদর প্রকাশ করেন। একদা বিজয় ঐ বিষয় তর্ক করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া এমিকে চারুপ্রেমিকা বলিয়া গালি দিলেন। ইহাতে আরও অনর্থ ঘটিল।

অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় এমি চারুচন্দ্রকে ভাল বাসিতেন। তাঁহাকে দেখিতে বা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে আনন্দ বোধ করিতেন। চারুও এমির স্নিগ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। কর্ম্মোপলক্ষে এমির সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথন করিতে পাইলে বড়ই প্রীত হইতেন। বস্তুতঃ উভয়েরই মনে অল্প অল্প অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুরাগ ভ্রাতৃস্নেহও নহে, সৌহৃদ্যও নহে, প্রণয়ও নহে। এক ভাবাপন্ন আত্মাদ্বয়ের পরস্পর স্বাভাবিক আকর্ষণে যে ঐক্য, যে অনুরাগ জন্মে, উহা তাহাই। এ অনুরাগ অতি সাধারণ, অতি মৃদু। উভয়ের বংশ-মর্য্যাদায় ঐক্য থাকিলে ভ্রাতৃস্নেহ বলা যাইতে পারিত, অবস্থার ঐক্য থাকিলে ইহা সৌহৃদ্যে পরিণত হইত, এবং সম্মিলনের সম্ভাবনা থাকিলে ইহা হইতে প্রণয়ও উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু এমি ধনী, মানী, ইংরাজী বিবি ও প্রভু কন্যা—চারু দরিদ্র বাঙ্গালী ও সামান্য কর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, সৌহৃদ্য বা প্রণয় কিছুই সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহাদের সে অনুরাগ সামান্য

অনুরাগ মাত্র রহিল। উভয়ের অজ্ঞাতসারে এই অনুরাগ ছিল, তাহার কারণ কেহই জানেন না।

এক্ষণে বিজয় 'চারু প্রেমিকা' বলিয়া কটূক্তি করাতে এমি ভাবিলেন এ কথায় তাঁহার বিরক্তি না হইয়া বরং সন্তোষ জন্মিল। তখন তিনি পূর্ব্ব-অনুরাগের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। দেখিলেন চারুকে তিনি ভ্রাতা বিজয় অপেক্ষা স্নেহ করেন, বন্ধু হেলেনা অপেক্ষাও ভাল বাসেন, এমন কি, পিতা মাতা অপেক্ষাও সমাদর করেন। ঐ কথায় যেন তাঁহার চক্ষু ফুটিল। তিনি কি চারু প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী? এই জন্যই কি তিনি চারুকে এত ভাল বাসেন? আবার ভাবিলেন না, ইহা প্রণয় নহে! যে স্থলে বিবাহ বা সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই তথায় কি প্রণয় জন্মিতে পারে? প্রণয় হইলে উভয়েরি মনে জন্মিত, কিন্তু এ অনুরাগ তাঁহারই মনে রহিয়াছে—চারুচন্দ্র কদাপি এরূপ প্রণয়ে সাহসী হইবেন না। ভাবিলেন যদি তিনি জাতি ও বংশমর্য্যাদায় সমতুল হইতেন তাঁহাকে জীবনের সমাংশী করিতে পারিতেন। যাহা হউক এ অনুরাগ সামান্য বন্ধুতা মাত্র বুঝিলেন। হায়! মনুষ্যের কি অদূর দৃষ্টি, ঘটনা স্রোতের কি অনিবার্য্য প্রভাব! বিজয় দিন দিন এমির অনুরাগ বৃদ্ধি দেখিয়া প্রভেদ করিবার জন্য কৌশলে চারুকে দূর দেশে পাঠাইলেন! তৎকালে নৈনিতালে এক দল পীড়িত সেনাকে পাঠান হইতেছিল, তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু আয়োজনার্থ এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তির আবশ্যক। বিজয়ের পরামর্শে চারুকেই পাঠান হইল। সেনার সহিত দূরে যাইতে হইল, পিতৃ তুল্য বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত, কোমলা এমি ও অন্যান্য বন্ধুগণকে ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া চারু দুঃখিত হইলেন। অল্প দিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এই আশায় এবং প্রভুকার্য্য অবহেলা অনুচিত বোধে মনকে শান্ত করিলেন। কিন্তু চারুচন্দ্র মীরট হইতে চলিয়া যাইবেন, এই কথায় এমির হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। বিদায় কালে সমাদরসূচক চারুর করপীড়ন করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; মুকুলিত অক্ষিদ্বয় হইতে দুইটি প্রকাণ্ড অশ্রুবিন্দু স্ফীত বক্ষঃস্থলে পড়িল;

অমনি কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া তাহা গোপন করিতে শিখাইল! এ ভাব কেন? বালিকা হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ করিয়াছে!

বিচ্ছেদ প্রণয়কে পরিণত করিল। চারুবিরহে এমি হৃদয় শূন্য দেখিলেন; কিছুতেই তাঁহার স্ফূর্ত্তি নাই; নয়নদ্বয় সর্ব্বদাই মুকুলিত। স্বতঃই তাঁহার চিন্তিত ভাব সুতরাং কেহই বিরহ চিন্তা বুঝিতে পারিল না। এমি তখন ভাবিলেন একি? সামান্য কর্ম্মচারীর অদর্শনে আমার এরূপ দশা কেন? বিবাহিতা হইলে ত সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত যাইতে হইবে তখন কি হইবে? বিবাহ নামে হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। চারু ব্যতীত কিরূপে সুখী হইবেন? তখন, চারু কেন ইংরাজ হইলেন না, তাহা হইলে তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়া চিরসহবাস সুখ লাভ করিতে পারিতেন! একবার এই বলিয়া অনুতাপ করেন। আবার ভাবেন, ইংরাজ হইলে কি চারুর রূপ গুণ বৃদ্ধি হইত? বিধাতা তাঁহাকে যথা স্থানে নিবেশিত করিয়াছেন; পূর্ণচন্দ্র রজনীতেই শোভা পায়। আমি কেন বাঙ্গালী হইলাম না, তাহা হইলে ত কোন গোল ঘটিত না। ইউরোপীয় বংশ ও বেশ প্রযুক্ত চারুচন্দ্র তাঁহাকে প্রণয় করেন না, করিতে পারেন না; এই জন্য তাহাও ঘৃণা করিতে লাগিলেন। অতএব যে স্থলে পরিণয় সম্ভাবনা নাই সে স্থলে প্রণয় পোষণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, এই ভাবিয়া তাহা দূরীকরণার্থ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ধর্ম্ম যাজিকাগণের সদুপদেশে এমি বিনয়ী ও ধর্ম্মভীতা ছিলেন; কিন্তু এতদ্রূপ দৃঢ় অনুরাগ হৃদয় হইতে উন্মূলন করিতে অক্ষম হইলেন না। যাহা হউক চারু অথবা অন্য ব্যক্তি এ অনুরাগের বিষয় অবগত না হইতে পারে এরূপ যত্নে রহিলেন। দুই মাস গতে চারু প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এমির নয়ন-দ্বয় উন্মীলিত হইল, বদনে মৃদুহাস্য শোভিল; তথাপি তাঁহার প্রণয় অব্যক্ত রহিল। চারুও এমিকে দেখিয়া সুখী হইলেন; কিন্তু আর এক উৎপাত ঘটিল। আসিবা মাত্র বসুজ মহাশয় চারুচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেশে যাইবেন বলিলেন।

তৎকালে মীরট প্রদেশের সিপাহীগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ ও গোলোযোগ জন্মিয়াছিল। কয়েক মাস হইল "রাইফেল" নামক নূতন প্রকার বন্দুক এবং তদুপযোগী "কারট্রিজ্" (অর্থাৎ বারুদের মোড়ক) ব্যবহার শিক্ষা জন্য দমদমা, এবং অম্বালাতে এক একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। উক্ত কারট্রিজ্ এক প্রকার চিক্কণ কাগজে প্রস্তুত এবং চর্ব্বীদ্বারা সংলগ্ন। ব্যবহার কালে তাহা দন্ত দ্বারা কর্ত্তন করিতে হইবেক। অনেক দিন অবধি সিপাহীরা কোম্পানীর উপর বিরক্ত ছিল। ইংরাজেরা বলে ও কৌশলে হিন্দু জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবেন এই ভয় তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিয়াছিল। কর্ণেল্ হুইলার প্রভৃতি ধর্ম্ম যাজক সেনাপতিরা স্পষ্টই সিপাহীদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে হিন্দু বিধবাবিবাহ নীতিবদ্ধ হইল। ১৮৫৬ সালে সিপাহীগণকে ভারত ত্যাগ করিয়া সমুদ্র পার হইতে হইবেক আজ্ঞা হইল। ইহাতে বল পূর্ব্বক ভারতের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা গোরা লোকের অভিপ্রায় যেন স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। এক্ষণকার দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ ও তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ সংস্থাপনে, নির্ব্বোধ সিপাহীরা উক্ত অভিপ্রায়ের উপায় বলিয়া স্থির করিল। তাহারা ভাবিল পাছে সিপাহীরা বাধক হয়, এ জন্য অল্প দিন হইল বিধর্ম্মী শিখগণকে ইংরাজেরা সেনাভুক্ত করিয়াছে। অতএব শীঘ্রই এক জনরব হইয়া উঠিল, যে উক্ত কারট্রিজ কাগজে গো এবং শূকরের বসা ইচ্ছা পূর্ব্বক দেওয়া আছে, যে দন্তদ্বারা টোটা কাটিলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীর জাতি নষ্ট হইবে। গৃহে স্থান না পাইয়া জাত্যন্তর হইয়া তাহারা খৃষ্টান হইবে এবং তাহাদের সাহায্যে তাবৎ হিন্দু মুসলমানগণকে বলদ্বারা খৃষ্টান করা হইবেক। বারাকপুরে সর্ব্বদাই রজনীতে বারাকে (সৈনাগারে) অগ্নি লাগিতে লাগিল, সিপাহীরা গোপনে দলবদ্ধ হইয়া নিশাকালে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ২২এ জানুয়ারি দমদমার রাইট্ সাহেব এই অসোন্তোষের বিষয় বারাকপুরের সেনাপতি "হিয়ারসে" দ্বারা গবর্ণমেন্টে সংবাদ দিলেন। ২৭এ জানুয়ারি গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিলেন, বসার পরিবর্ত্তে সিপাহীরা

নিজে নিজে যে কোনরূপ আটা ব্যবহার করুক এবং শিক্ষাকালে টোটা দন্তদ্বারা কর্ত্তন না করিয়া হস্তদ্বারা ছিঁড়িবার অনুমতি দেওয়া হইল। তথাপি অসন্তোষ গেল না।

হিন্দুদিগের এই কুসংস্কার দেখিয়া মুসলমানেরা পুনর্ব্বার রাজত্ব পাইবার আশা করিতে লাগিলেন। এক জনরব তুলিয়া দিলেন যে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা সিরাজ উদ্দৌলার রাজ্যাপহরণ করে, ১৮৫৭ সালে একশত বৎসর হইল;—এইবারে তাহাদের রাজত্ব নাশ হইবে; কারণ ভারতবর্ষে একশত বর্ষের অধিক কোন জাতিই রাজ্য করিতে পারে না। অন্যান্য দুষ্টলোকের চেষ্টায় সিপাহীর অসন্তোষ বদ্ধমূল হইল। বারাকপুর হইতে সকল সিপাহীদিগের জ্ঞাপনার্থ ভিতর ভিতর দূত প্রেরিত হইল। পশ্চিমে প্রতি পল্লীতে পাঁচ ছয় খানি করিয়া চপাটী চৌকীদারগণ দ্বারা চালিত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সিপাহীদের পরামর্শ চলিতে লাগিল। ইংরাজেরা ব্যতীত সকলেই বুঝিলেন কোন এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিবেক। আবার মীরটে এক জনরব উঠিল, যে সিপাহীদের খাদ্য আটাতে মৃত দেহের হাড়গুঁড়া মিশ্রিত করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কর্ম্মচারীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া একে একে বিদায় লইল। কাশীনাথও ভীত হইয়া দেশে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তদভাবে কর্ম্মালয়ের গোল ঘটিবে বলিয়া রেমণ্ড সাহেব ছুটি দিলেন না। চারু নিষ্কৃতি পাইলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

নূতন সংবাদ।

১। সহজে অনুবীক্ষণের কার্য্য হয়। দুইটা শ্বেত বর্ণ গোল শিশিতে জল পুরিয়া আড়াআড়ি (টিকার মত) করিয়া ধর। যে স্থানে শিশি মিলিত হইবে, তাহার অনুবীক্ষণের শক্তি উৎপন্ন হইবে।

২। সুমাত্রা দ্বীপে এক রকম ফুল হয় তাহার পরিধি ৬ হাত। বীজকোষ এত বৃহৎ যে তন্মধ্যে /৪॥ সের দ্রব্য ধরে। কেশর গুলি গরুর শৃঙ্গের মত বড়। মুকুলের ওজন /৭॥ সের।

৩। কয়লার তৈল বা তারপিন তৈল ছারপোকার মহৌষধ। যে স্থানে অধিক পরিমাণে ছারপোকা থাকে, তাহাতে উহা লেপিয়া দিলে এ জন্মে আর ছারপোকা হয় না।

বামাগণের রচনা।

পদ্য।

হায় রে! অবোধ মন নাহি তব জ্ঞান।
নিত্য সত্য নিরঞ্জনে নাহি কর ধ্যান॥
কি হবে অন্তিমে গতি নাহি ভাব মনে।
কে তোমারে উদ্ধারিবে শমন ভবনে?
তাঁহার প্রেমেতে যদি নাহি হও লীন,
কে তোমারে উদ্ধারিবে দেখি দীন হীন॥
অতএব বলি শুন ওরে মূঢ় মন!
এখন ঈশ্বর নাম করয়ে স্মরণ॥
যাহাতে হইবে তব জ্ঞানের উদয়,
সর্ব্বদা থাকিবে যাহে প্রফুল্ল হৃদয়।
না থাকিবে রোগ শোক অন্য যত ভয়!
এমনি নামের গুণ জানিহ নিশ্চয়॥
মায়া জালে বদ্ধ হয়ে রবে আর কত।
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে না হইয়া রত॥
সকল তেজিয়া স্বর নিত্য নিরঞ্জন।
যাহাতে হইবে তব বিপদ ভঞ্জন॥
শমন আসিয়া যবে করিবে তাড়না।
কি বলে উত্তর দিবে বল না বল না॥
কত দিন রবে আর এদেহ ভবনে।
অবশ্য যাইতে হবে শমন সদনে॥
অতএব মন তুমি দেখনা চাহিয়া।
সাধনের দিন তব যেতেছে বহিয়া॥
আর মন সাধনা করিবে তুমি কবে।
বুঝি কাল চক্রে নিপাতিত হবে যবে?
যাঁহার কৃপাতে কর এদেহ ধারণ।
ইচ্ছামত করিতেছ গমনাগমন॥
যাঁহার কৃপাতে পেয়ে কোমল রসনা।
নানামত রসাস্বাদে পুরাও বাসনা॥
যাঁহার কৃপাতে পেয়ে যুগল নয়ন।
নানামত শোভা তাহে কর দরশন॥

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, No. 34, Amherst Street.

দান।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ বামাবোধিনী পত্রিকার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত অর্থ দান করিয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত বাবু	ক্ষেত্রমোহন দত্ত	,,	খাঁটুরা	১০৲
২।	,,	শিবচন্দ্র দেব	,,	কোন্নগর	২৫৲
৩।	,,	কালীনাথ দত্ত	,,	মজিলপুর	১০৲
৪।	,,	বিজয়কৃষ্ণ মুখো	,,	উত্তরপাড়া	৮৲
৫।	,,	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	,,	বেলুড়	৫৲
৬।	,,	রাধিকানারায়ণ ঘোষ		মণ্ডলা	৫৲
৭।	,,	চন্দ্রনাথ চৌধুরী	,,	বরাহনগর	৫৲
৮।	,,	শশিপদ বন্দ্যো	,,	ঐ	২৲
৯।	,,	৩ জন স্ত্রীলোক		ঐ	৩৲
১০।	,,	কুমারী পিগট		কলিকাতা	৫৲

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে যে ব্যক্তি এতকাল বামাবোধিনী পত্রিকা বণ্টন এবং ইহার মূল্য আদায় করিত, তাহার প্রতি আর ঐ কার্য্যের ভার রহিল না। "গোপালরাম" নামক এই নূতন লোক তৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অতএব এখন হইতে মাধব সরকারের হস্তে কেহ মূল্যাদি দিবেন না। যদি কেহ দেন তাহা আমাদের গ্রাহ্য হইবেক না।

কলিকাতা
বামাবোধিনী সভা
১।১।৭৬ সাল।

সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭০ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। | ৫ম ভাগ।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিবরণ।

(১৮৬৭—৬৮ সাল।)

(১২ পৃষ্ঠার পর।)

দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক (ইন্‌স্পেক্টর) শ্রীযুক্ত মার্টিন সাহেবের স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল—"মার্টিন সাহেবের বিভাগে ২০টী মাত্র বালিকা বিদ্যালয় আছে, এবং তাহাতে ৫৩৭ জন বালিকা অধ্যয়ন করে। ঐ ২০টী বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টী বিদ্যালয় খৃষ্টানদিগের এবং ১৪টী স্থানীয় লোকদিগের দ্বারা সংস্থাপিত। প্রথমোক্ত বিদ্যালয় ৬ টীতে ১৫৯ জন বালিকা এবং শেষোক্ত বিদ্যালয় ১৪ টীতে ৩৭৮ জন বালিকা অধ্যয়ন করে।

বিদ্যালয়ের তালিকা।

বাঁকুড়াতে	৪টী ,	বর্দ্ধমানে	৮টী ,
জাহানাবাদে	৩টী ,	মেদিনীপুরে	২টী ,
বীরভূমে	১টী ,	কটকে	১টী ,
বালেশ্বরে ..	১টী		

তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বলেন তিনি যত গুলি বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষোন্নতি দেখিতে পান নাই। অধিকাংশ বালিকা শিশুশিক্ষা, বর্ণপরিচয় পাঠ করে, দুই একটী বালিকা সহজ সহজ গল্প পড়িতে পারে এবং অতি অল্প সংখ্যক বালিকা প্রথম ভাগ চারুপাঠ, ভূগোল, ও ইতিহাস শিক্ষা করিয়াছে। ফলতঃ শিক্ষার উন্নতি কিছুই হয় নাই।

দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেবের স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল—

অত্র প্রদেশে স্ত্রী শিক্ষার কিছুই উন্নতি নাই। অতি যৎসামান্য দুই চারিটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহাতে আবার দেশীয় লোকের যত্ন ও উৎসাহ দেখা যায় না। কমিল্লা ও ফরিদপুরের বালিকা বিদ্যালয়-দ্বয় অপেক্ষাকৃত উন্নত।

তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আরো বলেন, যদি গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে অত্র বিভাগে বালিকা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিয়া মধ্যে মধ্যে বালিকা দিগকে অর্থ বা অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে দেশীয় লোকের স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও যত্ন হইতে পারে।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত ঢাকা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ২২টী ছাত্রী অধ্যয়ন করিত। তন্মধ্যে ১২ জন দেশীয় খৃষ্টান, ২ জন ক্ষত্রিয়, ১ জন সাইতী, এবং ৭ জন বৈষ্ণবী। প্রথম শ্রেণীতে সাহিত্য ও ব্যাকরণ যেরূপ শিক্ষা হয়, গণিত ও ভূগোলের শিক্ষা তদ্রূপ হয় না।

নিম্নলিখিত শিক্ষয়িত্রী সকল নিম্নলিখিত বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নাম।	বিদ্যালয়।	বেতন
শ্রীমতী ফুলমণি	ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা	১৭৲টাকা
,, বিশখা	রাজসাহী বালিকা বিদ্যালয়ে	২৫৲টাকা
,, হরিপ্রিয়া	কমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়	২০৲টাকা
,, ঈশ্বরী	ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা	১৭৲ টা
,, রাধামণি দেবী..	ঢাকা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়	১০৲ টা
,, ভগবতী	ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয়	২০৲ টা

তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আরো বলেন যে, ঢাকা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়েও শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে না। ২০ টাকা বেতনের শিক্ষয়িত্রী অপেক্ষা ১০৲ টাকা বেতনের শিক্ষক অনেক অংশে সুন্দর রূপে শিক্ষা প্রদান করিতে পারে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে স্ত্রী-শিক্ষানুরাগী মহাশয়েরা যেরূপ অর্থ ব্যয় ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তদনুরূপ ফল লাভ হইতেছে না।

দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এইরূপ অবনতির প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে, এটী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অনুন্নতির আরও কয়েকটী কারণ লক্ষিত হয়।

১ম। গবর্ণমেণ্টের যত্নের অভাব।

বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য কৃপালু গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অর্থ ব্যয় এবং যত্ন ও পরিশ্রম প্রকাশ করেন বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য সেরূপ কিছুই করেন না। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দৃষ্টান্ত, সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে স্থানীয় লোকদিগের দ্বারা এককালে মহৎ ব্যাপার সংসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন।

এতকাল এদেশে দেশীয় বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সংস্থা-

পিত হইয়াছে, তথাপি গবর্ণমেন্টের নিজের একটীও বালিকা বিদ্যালয় নাই।

ইউরোপীয় বালিকা ও বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য এবং এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের কত গুলি বিদ্যালয় রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দেশীয় বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য আজও পর্য্যন্ত একটী মাত্রও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় নাই। সাহায্য প্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয় সকলের এমনি দশা, যে অর্থাভাবে বিদ্যালয় সকল সুনিয়মে চালিত হয় না। স্থানীয় লোকদিগের দ্বারা অর্দ্ধেক সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে, গবর্ণমেন্ট বাকী অর্দ্ধেক টাকা সাহায্য করেন না, সুতরাং অর্থাভাবে সুপ্রণালীগত বালিকা বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হয় না। এই তো সাহায্য দানের অবস্থা, তাহাতে আবার গবর্ণমেন্ট বৎসরে একবারও বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য (কেবল বালিকাদিগের নহে, তাহাদের পিতা মাতার জন্য বলিলেও অন্যায় হয় না) এক কপর্দ্দক মাত্রও প্রদান করেন না—ইহাতে কি প্রকারে বিদ্যালয়ের সম্যক উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? দেশীয় লোকদিগের পক্ষে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য দ্বারা বিদ্যালয় রক্ষা করাই দুষ্কর হইয়া উঠে, আবার তাহাদের দ্বারা উৎসাহ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র—একেতো দেশীয় সাধারণ লোক স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, যে অল্প সংখ্যক উৎসাহী, তাহাদের দ্বারা এককালে সকল কার্য্য সংসিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে।

বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিয়া সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। স্থানে স্থানে কত অবৈতনিক বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়াছে—কৈ বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য এমন বিদ্যালয় সকল কোথায় সংস্থাপিত হইয়াছে?

বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে গবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে যেরূপ পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান করেন—কৈ বালিকাদিগের শিক্ষার উৎসাহের জন্য সেরূপ কোথায় হইতেছে?

গবর্ণমেন্ট যদি নিজ ব্যয়ে স্থানে স্থানে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিয়া পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ক্রমশঃই এরূপ অনুন্নতির কথা আর কাহারও শ্রুতি গোচর হইবে না।

২য়। শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে দোষ।

যে প্রকার প্রণালীতে বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে উন্নতির অল্পই আশা হইতে পারে।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক মহাশয়দিগের সর্ব্ব প্রথমে এইটী বিবেচনা করা উচিত, যে বালকদিগের শিক্ষা প্রণালীর ন্যায় বালিকাদিগের শিক্ষা প্রণালী নহে। তাহাদের প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার এবং তাহাদের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণীয় বিষয় সকলও বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু দেখা যায় বালকেরা যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং যে সকল পুস্তক পাঠ করে, বালিকাদিগকেও সেইরূপ প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় ও সেই সমুদয় পুস্তকও পাঠ করান হইয়া থাকে। এইরূপ শিক্ষা প্রদানে তাহাদের যথার্থ শিক্ষা না হইয়া কেবল তাহাদের কোমল হৃদয়, কঠিন করিয়া দেওয়া হয় এবং পুরুষদিগের কতকগুলি ভাব তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত করা হয় মাত্র। তাহাদের স্বভাব, তাহাদের হৃদয়, তাহাদের শরীর যে পুরুষদিগের অপেক্ষা বিভিন্ন এবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এরূপ প্রণালীগত শিক্ষা দিবার প্রধান কারণ।

যতদিন পর্য্যন্ত বালিকাদিগের পাঠের উপযোগী পুস্তক সকল প্রকাশিত না হইতেছে, যত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের স্বভাব উপযোগী বিষয় সকল শিক্ষা প্রদত্ত না হইতেছে, তত দিন ভাবী উন্নতির পথ কখনই পরিষ্কৃত হইবে না।

একেতো পুরুষদিগের দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, আবার পাঠ্যপুস্তক সকলও তাহাদের স্বভাবের বিপরীত;

বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা, বোধোদয় এই প্রকার কয়েক খণ্ড পুস্তক বালিকাদিগের এক প্রকার পাঠ্য হইতে পারে। কিন্তু ভাষা শিক্ষার জন্য তাহারা সে সকল পুস্তক পাঠ করেন, তন্মধ্যে অতি অল্প পুস্তকই তাহাদের পাঠোপযোগী। ৫।৬ বৎসর বয়ক্রম কালে বালিকারা বিদ্যালয়

প্রবেশ করে এবং ১০।১১শ বৎসর ঊর্দ্ধ সংখ্যা, ১২শ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে; এই অল্প বয়সে তাহাদের বিবেচনা শক্তির তীক্ষ্ণতা হয় না; সুতরাং সীতার বনবাস, ৩য় ভাগ চারুপাঠ, ৩য় ভাগ পদ্য পাঠ ইত্যাদি পুস্তকেরও মর্ম্ম হৃদ্‌গত করিতেও পারে না এবং পুস্তকের মধ্যে এরূপ অনেক স্থল আছে, যাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত বোধ হয়। এই সকল বিষয় শিক্ষা প্রদানে উপকার না হইয়া বরং তাহাদের শরীর ও মনের ভাব সকলকে অসময়ে পরিপক্ক করিয়া দেওয়া হয়।

পিতা মাতার সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই তাহাদিগের অসময়ে পরিপক্কতা লাভ করার প্রধান কারণ হইয়া উঠে। এমন অনেক বালিকার কথা শ্রুত হওয়া এবং দেখাও গিয়াছে, যে একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গর্ভবতী হইয়া দ্বাদশ বৎসরে সন্তানবতী হইয়াছে—আবার এমন অনেক বালিকা আছে, যাহারা একাদশ, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহের ভাবও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। স্ত্রী ও স্বামীর প্রণয়ের কথা শুনিলে অবাক হইয়া থাকে, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। বালিকা বিদ্যালয়ে এইরূপ ছাত্রীর সংখ্যাই অধিক, তবে তাহারা কি প্রকারে প্রণয় সূচক বিষয় সকল পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম বা ধারণা করিতে সমর্থ হইতে পারে।

কোন একটী বালিকা বিদ্যালয়ের একজন দ্বাদশ বর্ষীয়া ছাত্রীর* এইরূপ সংস্কার দেখা গিয়াছে, যে গাছের ফল যেরূপে জন্মায়. স্ত্রীলোকদের সন্তান সেই রূপে জন্মায়, গাছে ফল জন্মাইতে যেরূপ অন্য গাছ বা লোকের আবশ্যক হয় না স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইতেও সেইরূপ কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষের আবশ্যক হয় না। তাহার এই সংস্কার যে, স্ত্রীলোক হইলেই অবশ্যই সন্তান জন্মিবে।

এখন দেখা যাইতেছে যাহাদের এরূপ সংস্কার তাহারা কি প্রকারে

* যাঁহার পাঠ্য পুস্তক—তৃতীয় ভাগ চারুপাঠ, পদ্য পাঠ ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, গণিত।

সীতার বনবাস, শকুন্তলা, বাসন্তিকা প্রভৃতি স্ত্রী ও স্বামীর প্রণয় সূচক গল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়? কখনই নহে। তবে অল্প বয়সে এই সকল পুস্তক পাঠ করান এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র সুতরাং বালিকাদিগের উন্নতিও হয় না। অপর ব্যাকরণ ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, যদিও শিক্ষণীয় তথাপি যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার দ্বারা কখনই উন্নতির আশা হইতে পারে না। কারণ পণ্ডিতদিগের দ্বারাই শিক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে—অর্থাভাব প্রযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষক প্রায় বালিকা বিদ্যালয়ের ভাগ্যে জোঠে না। ১০।১৫ টাকা বেতনের শিক্ষক স্বজাতীদিগকে (বালক) সুপ্রণালীতে শিক্ষা দিতে পারে না; তবে যাহাদের শরীর, মন, চিন্তা সকল বিষয় ভিন্ন প্রকার তাহাদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন? পণ্ডিত মহাশয় প্রীতির স্থানে ভয় বিস্তার এবং উপদেশ স্থলে যষ্টি প্রদান করেন। তিনি ভয় ও যষ্টিকে সহায় করিয়া শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হন। শিক্ষক মহাশয় এই ভাবে শিক্ষা প্রদান করেন, যেন তাহার ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া "চাকরী" করিতে যাইবে। তিনি ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সকল বালিকাদিগের কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য বিশেষ রূপ যত্ন প্রকাশ করেন। সুতরাং তাহারা পণ্ডিতমহাশয়ের ভয়ে এক প্রকার কণ্ঠস্থ করে—পরিণামে সেই কণ্ঠস্থ শিক্ষার যে কি ফল ফলিবে তাহা পণ্ডিত মহাশয় একবারও বিবেচনা করেন না।

আবার যে দুই চারিটী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহার বিবরণ আরও চমৎকার। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যে কি কারণে ঐরূপ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন তাহার কিছু কারণ পাওয়া যায় না—বোধ হয় যশলিপ্সাই ইহার প্রধান কারণ হইতে পারে। ঐ সকল শিক্ষয়িত্রী অধিকাংশই নীচ বংশজাত (ডুলে, বাগদী কৈবর্ত্ত ইত্যাদি) তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, সুতরাং ইহারও খৃষ্টান হইয়া যৎসামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নিজের জাতীয় আচার ব্যবহারও পরিত্যাগ করিতে পারে না; এবং শিক্ষা কার্য্য বিষয়েও নিতান্ত অজ্ঞ; যে দুই একটী 'কারপেটের" বুনান শিক্ষা

প্রদান করেন, সেরূপ শিক্ষা দেওয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অনায়াসে হইতে পারে, এরূপ শিক্ষয়িত্রীদিগের দ্বারা কি প্রকারে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। শিক্ষকদিগের অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীদিগের দ্বারা যে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য সুন্দর রূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে, বর্ত্তমান দেশীয় খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী সকল দেখিলে সে সংস্কার চলিয়া যায়। কেবল মাত্র সামান্য সামান্য শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য ১০।১৫।২০ ২৫ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা এককালে অর্থকে অপব্যয় করা মাত্র। ঐ টাকার অর্দ্ধেক টাকা পণ্ডিত মহাশয়কে প্রদান করিলে পণ্ডিত মহাশয় দ্বীগুণ বল, উৎসাহ ও যত্নের সহিত পাঠ ও শিল্প সকল বিষয়ই শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র শিল্প শিক্ষা নহে। এটী আনুসঙ্গিক উদ্দেশ্য মাত্র, ইহার উদ্দেশ্য মহৎ।

সাহেবদিগের বালিকা বিদ্যালয়ে উত্তমরূপ শিক্ষা হইতেছে এবং দেশীয় বিদ্যালয়েই বা হইতেছে না কেন—এবিষয়ে একটু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, অবনতির কারণ সহজেই বোধ গোম্য হইবে। সকল সময় বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করাই বালিকাদিগের শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে বিশেষ রূপ সহায়তা করিতেছে। কিন্তু এদেশে এখন সেরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ঐ সমুদয় কারণই বালিকা বিদ্যালয়ের আশানুরূপ ফল ভাল হইতেছে না, অবনতির কারণ দূরীকরণ করিলে উন্নতির পথ দিন দিন পরিষ্কার হইতে থাকিবে।

চিত্তবিনোদিনী।

সপ্তম অধ্যায়।

এই টোটা কাটার বিষম ব্যাপারটি প্রথমে বারাকপুরেই উত্থিত হয়। কথিত আছে, একদা এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিকট এক চামার উপস্থিত হইয়া কূপ হইতে জলোত্তোলন করিতে যাওয়াতে, নীচ জাতি বলিয়া

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭০ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। | ৫ম ভাগ।

স্থূচীপত্র।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিবরণ ...	২১	নূতন সংবাদ	৩৭
চিত্তোবিনোদিনী	২৯	বামাগণেররচনা	৩৮
পদ্য	৩৬	বিজ্ঞাপন	৪৩

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

☞ বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ৵০ আনা।

(অকূল যাহার নাম) করি আরোহণ—
বণিক সকল যায় বাণিজ্য কারণ ?
কেন চাষা আষাঢ়ের বৃষ্টি বরষণ,
অকাতরে মস্তকেতে করয়ে ধারণ ?
কাদায় পড়িয়া করে ধান্যের রোপণ ?
' পরেতে সুফল আশা ' সবার কারণ।
সকলে সচেষ্ট যদি ভবিষ্য আশায়,
তোমাদের উপযুক্ত রত থাকা তায়।
যাহাতে হইবে ভাল ভবিষ্য সময়,
কষ্টকর বলে কেহ বিমুখ না হয়,
অতএব যাহে পরে হইবে মঙ্গল,
এই বেলা হতে হও, তাহাতে অটল।
তোমরা সময়ে যত্ন করিয়া সকলে
বাল্য ভূমি কুটকর জ্ঞানরূপ হলে।
কর্ত্তব্যতা বীজ তাহে করহ রোপণ,
যৌবনে সুফল তার করিবে গ্রহণ।
যে ভূমি যেমন কৃষ্ট তাহাতে তেমন,
রোপিত শস্যের ফল হয় উৎপাদন।

নূতন সংবাদ।

১ম। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কুমারী মেরিকারপেনটার স্বদেশ গমন করিয়াছেন। কিন্তু আগামী কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে এ অঞ্চলে তাঁহার আসিবার অধিক সম্ভাবনা।

২য়। আলওয়ার প্রদেশের মহারাজা সিওদাননিংহ নিজ পুত্রের জন্ম দিবসে দরিদ্রদিগকে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং অনেক কয়েদীকেও কারামুক্ত করিয়াছেন।

৩য়। শান্তিপুরে গাঁজা ও গুলির এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে সেখান কার "মানব" পর্য্যন্তও গুলি খাইতে শিখিয়াছে।

৪র্থ। বিগত ২২ শে বৈশাখ সোমবার রাত্র ৯ ঘন্টার সময় কলি-

কাতা চাঁপাতলায় শ্রীযুক্ত বাবু গুরু চরণ মহলানবিশ মহাশয়ের বাসা-বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাবস্থানুসারে একটী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ দাস। (সেলাইদ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) বয়ঃক্রম প্রায় ২৮ বৎসর। কন্যা, মালদহ নিবাসী শ্রীমতী আদ্যেশ্বরী, বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর। উভয়েরই এই প্রথম বিবাহ।

বামাগণের রচনা।

হে প্রিয় ভগিনীগণ! তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ যে দয়ার তুল্য গুণ এ ভারতে আর কিছুই নাই। জগদীশ্বর আমাদের শরীরে দয়া প্রদান করিয়া পৃথিবীর কত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহার দেহে দয়া নাই তিনি পশুর তুল্য জীবন ধারণ করিতেছেন। আহা! ধর্ম্মের যে রমণীয় ভাব তাহা বুঝিতে না পারিয়া তোমরা অকুতোভয়ে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছ কেন। অতএব এস, আমরা সকলে দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতির প্রতি দয়া করিতে সম্যক্ প্রকারে যত্নবতী হই, যিনি যতই পুণ্য কর্ম্ম করুন না কেন, দয়া না থাকিলে তাঁহাদের সে সকলই অলীক আড়ম্বর মাত্র হইয়া থাকে; কারণ যাগযজ্ঞ ব্রত হোম ইত্যাদি সকল কর্ম্মের অপেক্ষা দয়া যে প্রধান ধর্ম্ম তাহার আর সন্দেহ নাই নির্দ্দয় ব্যক্তির জীব... ...রণ অপেক্ষা মৃত্যু যে শত শত গুণে শ্রেয়স্কর তাহাতে কেহই সংশয় করেন না; তাহারা এক প্রকার হিংস্র পশুর তুল্য অনিষ্ট করিতে পারে ও অকুণ্ঠিত হৃদয়ে অন্যায়াচরণে সদা প্রবৃত্ত হয়। আরও দেখ দয়াতে সাধু লোকে কত উৎকট উৎকট কর্ম্ম সাধন করিতে যত্নবান্ হইতেছেন। ফলতঃ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় এবং ধর্ম্মের উন্নতি জন্য কত স্থানে সমাজ সংস্থাপন ও দীন দুঃখী আতুরদিগকে অন্ন দান করিয়া সকল লোকের সুখোৎপাদন করিতেছেন। অতএব আমরা স্ত্রীজাতি আমাদের কোন মহৎ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু দীন দুঃখীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। অতএব ভগিনীগণ! এস আমরা সকলে জগৎ কর্ত্তার নিয়ম প্রতিপালন করিয়া তাঁহার প্রীতি ভাজন হই। ইতি শ্রীমতি ——

প্রভাত বর্ণন।

পয়ার।

হায় কি প্রভাত কাল, হয় মনোহর।
হায় কিবা বালাতপ, দেখিতে সুন্দর।
কি আশ্চর্য্য সুমধুর, বিহঙ্গের রব,
শুনিলে আনন্দে জীব, হয় হে নীরব।
বুঝি জাগাইতে নরে, করেছে বাসনা,
তাই বুঝি গান ... , জানায় বাসনা।
প্রভাত কালের ... মলয়া পবনে,
মোহিত করয়ে তায়, যত জীবগণে।
কাহার বা আছে হেন, পাষাণ হৃদয়,
প্রভাতের শোভা ...খি, মোহিত না হয়।
বিবিধ বর্ণের পুষ্প, দেখিলে কাননে,
আনন্দ উদয় নাহি, হয় ... মনে।
পূর্ব্বদিক্ আলোহিত, দেখিলে কাহার,
মনেতে না হয় ওহে, আনন্দ সঞ্চার।
সৃজন কর্ত্তারে আর, ধন্যবাদ দিতে,
কাহার না ইচ্ছা হয়, এই ধরণীতে।
সকলেরি মনে হয় ভক্তির সঞ্চার,
মহিমা দেখিয়া সেই, পরম পিতার।
অতএব যেই নর, এ সব দেখিয়ে,
তথাপি ঈশ্বরে ভুলে, আমোদে মাতিয়ে।
তা হলে মনুষ্য নামে, কিবা, প্রয়োজন,
" বৃথাই জীবন তার, বৃথাই জীবন "।

শ্রী, বু, স্থ, ঘো

Page - 28-36 Damaged

বিজ্ঞাপন।

।সী

যাঁহারা, বামাবোধিনী সভার অন্তর্গত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অধীন থাকিয়া এই বৎসর পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা স্ব স্ব নাম ধাম প্রভৃতি নিম্নের তালিকা পুরণ করিয়া তাঁহা পাঠাইবেন।

নাম শ্রীমতী— তাহা
বয়ঃক্রম— তুল্য
স্বামী বা পিতার
নাম শ্রী—
শিক্ষক—
ঠিকানা—
পাঠ্য পুস্তক—

কলিকাতা
বামাবোধিনী সভা
১।২।৭৬ সাল।

সম্পাদক।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press. No. 34, Amherst Street.

বিজ্ঞাপন।

১২৭৫ সালের পত্রিকা এককালে প্রকাশিত হওয়াতে, অনেকে যথা সময়ে অগ্রিম মূল্য দিতে পারেন নাই, এজন্য এই সুবিধা করা যাইতেছে যে যাঁহারা এই জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে গত বৎসরের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অগ্রিম হিসাবে (অর্থাৎ কলিকাতায় ১।৹ এবং মফঃস্বলে ২৲ টাকা) গ্রহণ করা যাইবে, অন্যথা দুই আনার হিসাবে গৃহীত হইবে।

১২৭৪।৭৫ সালের মূল্য প্রাপ্ত হইতে আরও অসঙ্গত বিলম্ব হইলে, আপাততঃ পত্রিকা বন্ধ করা যাইবে; পরে মূল্য প্রাপ্ত হইলেই পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

সম্পাদক।

PAGE CONTAINING THE CO

বিজ্ঞাপন

শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে যে ব্যক্তি এতকাল বামাবোধিনী পত্রিকা বণ্টন এবং ইহার মূল্য আদায় করিত, তাহার প্রতি আর ঐ কার্য্যের ভার রহিল না। "গোপালরাম" নামক এই নূতন লোক তৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অতএব এখন হইতে মাধব সরকারের হস্তে কেহ মূল্যাদি দিবেন না। যদি কেহ দেন তাহা আমাদের গ্রাহ্য হইবেক না।

কলিকাতা
বামাবোধিনীসভা
১।১।৭৬ সাল।

সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭১ সংখ্যা। | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৬। | ৫ম ভাগ।

স্ত্রী-জাতি।

কমনীয় কামিনীর কুল!
চিরকাল পুরুষের সম-অনুকূল।
কাঁদে শিশু উচ্চ রোলে, তোমাদের মৃদু বোলে,
লভে শান্তিসুখ সে অতুল॥

তোমাদের সতৃষ্ণ নয়ন,
বৃদ্ধ অবস্থায় করে সুধা বরিষণ।
ঘুচায় চিন্তার ভার, ক্ষীণতা না থাকে আর,
শোক তাপ হয় বিমোচন॥

বিপদেতে বন্ধু চিরকাল,
প্রণয়ে কপোতী সম না ভাব জঞ্জাল।
দুঃখ ঘোর অন্ধকারে, উজল তারকাকারে,
আশাপথ হেরে নর পাল।

তোমাদের হৃদয় ভাণ্ডার,
অনুপম নিরমল প্রেমের আধার।
ভূতলে স্বর্গের শোভা, তোমারই মনোলোভা,
মরি কিবা সৃষ্টি বিধাতার॥

স্ত্রীলোকের প্রণয় ও স্নেহ কি রমণীয় পদার্থ! যখন ঘোরতর বিপদ্-ঝঞ্ঝা উত্থিত হয়, তখন পুরুষেরা নিরাশ হইয়া পড়েন, তাঁহারা উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া সকল বিষয়ে তাচ্ছীল্য প্রকাশ করেন, অথবা হিত করিতে বিপরীত করিয়া ফেলেন; কিন্তু তখন রমণীগণ দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশ পান, তাঁহাদের হাস্য আস্য দেখিয়া আত্মা বিমল শান্তি লাভ করে, তাঁহাদের মধুর স্বর প্রাণ শীতল করিয়া দেয়। বর্ষাকালের জলধারা বনস্থলীতে পতিত হইয়া যেমন তাহাকে সরস ও ফল পুষ্পবান্ করে, তাঁহাদের স্বর সেইরূপ নীরস হৃদয়কে আনন্দ রসার্দ্র করিয়া দেয়; এবং অর্দ্ধেক দুঃখের অবসান করে।

একজন কবি কামিনী-কুলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

প্রাতের শিশির, রজনীর তারাদল!
সংসার কণ্টক-বন করিছ উজ্জ্বল;
রজনী নিষ্প্রভ, প্রাতঃ অকল্যাণ ময়
তোমাদের প্রেমে যদি না ভাসে হৃদয়;
দুঃখের দারুণ শেলে মর্ম্ম ভেদি যায়,
কে উদ্ধারে না হইলে রমণী সহায়?
তাপিতে দুঃখিতে সদা কে হয় কৃপাল?
কাহার বন্ধুতা প্রেম সম চিরকাল?
সম্পদের শোভা আর তার আস্বাদন,
স্ত্রীলোক ব্যতীত ভোগ না হয় কখন;
জয় পরজয় আর জীবন মরণে,
বিরাম শান্তির স্থল জানিবে স্ত্রীগণে।

অট্ওয়ে বলেন :—

রমণি প্রিয়দর্শন! বিধির সৃজন
পুরুষের সাম্যভাব করিতে রক্ষণ।
স্বর্গবাসিগণে চিত্র করিতে সুন্দর
তোমাদের আকৃতি নেহালে চিত্রকর।
সত্য, পবিত্রতা, উজ্জ্বলতা চমৎকার,
সদানন্দ, অনশ্বর প্রীতির ভাণ্ডার,
যে কিছু স্বর্গীয় ভাব মর্ত্ত্যের অতীত,
তোমাদের প্রকৃতিতে আছে প্রকাশিত।

মহাকবি মিল্টন ইভের রূপ বর্ণনা স্থলে লিখিয়াছেন :—

স্বর্গের মর্ত্ত্যের শোভা করি একস্থান,
অপরূপ নারীরূপ হয়েছে নির্ম্মাণ,
প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সৌন্দর্য্য অপার,
নয়ন উজ্জ্বল শুভ্র ত্রিদিবের দ্বার,
আকৃতি প্রকৃতি তাঁর করিলে দর্শন,
মহত্ত্ব প্রণয় গুণ হয় বিলোকন।

লর্ড লিটলটন স্বীয় পত্নীর গুণ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

ছিল বামা ভাগ্যবতী, সকলের প্রিয় অতি,
আনন্দিত সবার বয়ান।
বিনম্র উদারাশয়, চতুরা বিজ্ঞতাময়,
বিপরীত গুণের নিধান॥
তেজীয়ান্ ছিল মন, অথচ নারী শোভন,
সুকোমল ভাব ছিল তায়,
সুমধুর স্বর তাঁর, বর্ষিত প্রেমের ধার,
পুলকিত প্রাণ মন কায়।
যবে করিতেন গান, কোথা বসন্তের তান,
সুধামাখা বিহঙ্গ কূজন?

বাগ্মিতা মধুর তর, হৃদয় প্রেম আকর,
বুদ্ধি তার ছিল বিচক্ষণ।
মনের সৌন্দর্য্য তাঁর, দেখিলে বাহ্য আকার,
প্রকাশ হইতে ততক্ষণ;
চিত্ত ছিল ধর্ম্মময়, সদা সন্তোষ নিলয়,
ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রধান কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় সহজ নহে। আমরা সামান্যতঃ এদেশের রীতি দেখিয়া মনে করিতে পারি যে পুরুষ-জাতির সহিত নারীর তুলনা কোথায়? পুরুষেরা বিদ্বান্, সভ্য, যশস্বী ও সকল বিষয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা, স্ত্রীজাতি অজ্ঞান, হীন, জঘন্য, দাস্যবৃত্তি-পরায়ণ ও ইতর পশু-স্বরূপ। এরূপ স্থলে ঠাকুরের সহিত কুকুরের এবং ঐরাবতের সহিত মশকের তুলনা যেরূপ হাস্যকর অবশ্যই সেইরূপ বোধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ বিবেচনা করিলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-জাতির অনেক বিষয়ে প্রাধান্য আছে এবং অনেক দেশ ও জাতিতে অবলাদিগকে প্রবলা দেখা যায়। সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু প্রভৃতির পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীরাই পরাক্রমবিশিষ্ট। যাঁহারা বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মতে নারী সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। বাইবেল অনুসারে পরমেশ্বর প্রথমে জল, বায়ু, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নিকৃষ্ট অচেতন পদার্থ সৃজন করেন, পরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থ নির্ম্মাণ করেন, তৎপরে ইতর জন্তু এবং শেষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যের সৃষ্টি করেন। সেই প্রথম মনুষ্যের (আদমের) পঞ্জরের অস্থি লইয়া প্রথম নারী ইভ্‌কে উৎপন্ন করিলেন। এস্থলে পুরুষের পর স্ত্রীর সৃষ্টি হওয়াতে স্ত্রী-জাতি পুরুষ জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার পুরুষের দেহ জড়পদার্থ মৃত্তিকা-দ্বারা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু নারী শরীর মনুষ্য দেহোদ্ধৃত উৎকৃষ্টতর পদার্থ-দ্বারা গঠিত। পুরুষে যে গুণ আছে, নারীতে তাহা আরও উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরের গুণ রূপ। রমণীর রূপের নিকট পুরুষের রূপ কি

স্থান পাইতে পারে? স্ত্রীলোকের মানসিক বৃত্তি সকলও যেরূপ তেজস্বিনী ও আশু উন্নতিশীলা, পুরুষেরা সেরূপ নয়। পুরুষদিগের অপেক্ষা ধর্ম্মব্রত তাহারা অধিক পালন করে এবং কতদূর ধর্ম্মবল প্রকাশ করিয়া অসংখ্য আপদের মধ্যে সতীত্ব গুণ রক্ষা করিয়া থাকে! তাহারা যে সমধিক দয়ালু, বিশ্বাসী এবং বদান্য ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের ঈশ্বর-প্রীতি অকপট ও অতি আশ্চর্য্য। ঈশ্বর যখন তাহাদের উপরে দশ মাস ধরিয়া সন্তান বহন ও প্রসব যন্ত্রণা গ্রহণের ভারার্পণ করিয়াছেন, তখন তাহাদের ধৈর্য্যের কথা বলা বাহুল্য। এমত বিদ্যা, কৌশল বা ব্যবসায় নাই, যে তাহাতে স্ত্রী-জাতির অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় নাই। আবিগ্নন্ নগর বাসিনী জুলিয়ানা মোরেল নাম্নী এক নারী চৌদ্দটী ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ১৩ বৎসর বয়সের সময় মনোবিজ্ঞানের তর্কবিতর্ক করিতেন। প্রাচীনকালে আমাদের দেশের লীলাবতী প্রভৃতির ন্যায় ইউরোপখণ্ডে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যার নিমিত্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ডায়মিটা ও আস্পেসিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে এরূপ পারদর্শিনী ছিলেন যে, মহাত্মা সক্রেটিস্ তাহাদের প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণে লজ্জা বোধ করিতেন না। বাগ্মিতা বিষয়ে রোমের অদ্বিতীয় বক্তা শিশিরোর কন্যা টলিয়া এবং গ্রাকাই দিগের মাতা ও শিক্ষাদাত্রী কর্ণিলিয়ার খ্যাতি প্রসিদ্ধ আছে। কবিত্বে সাফো নাম্নী এক নারী সাফিক ছন্দের আবিষ্ক্রিয়া করেন: করিণা নামে তিনটী স্ত্রীলোক বিখ্যাত কবি ছিলেন, তাঁহাদের একজন থিব্‌স নগরের কবিগুরু পিণ্ডারকে পাঁচবার পরাস্ত করিয়া দেন। চিত্র বিদ্যায় আইরিন, এবং কালিপসোর যশ দিগন্তব্যাপী। পূর্ব্বকালে যেমন ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যৎ বাদিনীও ছিলেন। গ্রীসের প্রসিদ্ধ ডেলফাই দেব মন্দিরে যে ভবিষ্যৎ বাণী হইত, তাহা কুমারীদিগের মুখ হইতে ছন্দোবদ্ধ হইয়া বিনির্গত হইত। যুদ্ধ বিদ্যায় কেবল পুরুষ জাতির একাধিপত্য নয়, আমেজন নামে একজাতি নারীযোদ্ধা ছিল, তাহাদিগকে কেহই পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের ভারতবর্ষে দুর্গাবতী, চাঁদবিবী ও কত রাজপুত কামিনী অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন

করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্ত তত প্রসিদ্ধ নয় কেন? কেহ কেহ ইহার এই কারণ বিবেচনা করেন যে পুরুষেরা হিংসা করিয়া এরূপ করিতে দেন নাই এবং স্ত্রীগণকে নীচ বলিয়া বর্ণন করিয়া আপনাদের স্বার্থ-সাধনের সুবিধা করিয়াছেন। কিন্তু ঈষপের উপন্যাসে* সিংহ যেমন চিত্রকরকে বলিয়াছিল, সেইরূপ যোষিদ্‌গণ পুরুষদিগকে বলিতে পারেন যে নিয়মসংস্থাপন ও ইতিহাস রচনা যদি স্ত্রীজাতির হাতে পড়িত তাহা হইলে পুরুষদিগের অপেক্ষা নারীদিগের সদ্গুণের উদাহরণ অধিক দেখিতে পাইতে।

যুক্তি ও তর্ক ধরিয়া যিনি যেরূপ বলুন, কিন্তু বাস্তবিক উদাহরণ দেখিলে এবং মানব প্রকৃতি স্থির চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে করুণাময় পরমেশ্বর মহত্ত্ব-লাভে পুরুষদিগকে যেরূপ অধিকারী করিয়াছেন, স্ত্রীদিগকেও সেইরূপ করিয়াছেন। কোন বিশেষ পুরুষ মূর্খ বা অসৎ হইলে যেমন সমুদায় পুরুষ জাতিকে মূর্খ বা অসৎ বলা যায় না, তেমনি কোন বিশেষ স্ত্রীলোক মূর্খ বা অসতী বলিয়া সমুদায় স্ত্রী জাতিকে দোষী করা যায় না। ওয়েন্ ফেলপনের মত হইতে এবিষয়ের উপযোগী একটী অংশ পশ্চাতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

"কতকগুলি লোক এরূপ নিষ্ঠুর যে তাঁহারা সমুদায় স্ত্রীজাতিকে দুশ্চরিত্র বলেন, আবার কতকগুলি লোক এরূপ ভ্রান্ত যে তাঁহারা সমুদায় স্ত্রীজাতিকে সৎ প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। এ প্রকার লোকে দুই একটীকে যেরূপ দেখেন, সকলকে সেইরূপ ভাবেন; তাঁহাদের মত কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষ রূপে বিবেচনা করিলে স্ত্রীজাতি পুরুষ-জাতির ন্যায় শিক্ষা ও সংসর্গের গুণ বা দোষে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইয়া থাকেন। স্বভাবতঃ তাঁহারা পুরুষদের অপেক্ষা স্নিগ্ধ প্রকৃতি।

* কোন সময়ে এক চিত্রকর 'একজন মনুষ্য একটা সিংহের গলা টিপিয়া মারিতেছে, এইরূপ চিত্র করিয়া হাসিতে হাসিতে এক সিংহকে বলিল যে দেখ, মনুষ্যের কত পরাক্রম। তাহাতে পশুরাজ উত্তর করিল যে সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে মানুষ সিংহের গলা না টিপিয়া সিংহ মানুষকে নিপাত করিতেছে দেখিতে।

পুরুষেরা সমধিক উগ্র-স্বভাব। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ নম্র এবং নম্রতাই ধর্ম্মের মূল। আমরা পরমেশ্বরকে প্রীতি-স্বরূপ বলি; এই প্রীতিভাব স্ত্রীজাতিতে যে অধিক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহাদের একটু দোষ হইলেই তাহাদিগকে যে যার পর নাই অপকৃষ্ট দেখায় তাহার কারণ এই যে তাহারা অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। কে না জানে, ধৌত বস্ত্রে একবিন্দু মলা লাগিলে তাহা চক্ষুর নিতান্ত অতৃপ্তিকর হয়, কিন্তু মলিন বস্ত্রে আরও অধিক মলিনতা দেখিলেও সেরূপ অসুখ হয় না?

প্রসিদ্ধ দেশ ভ্রমণকারী লেডইয়ার্ড রমণীদিগের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন:—

"আমি অনেক রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছি এবং সকল স্থানেই বামাগণকে সুশীল, দয়ালু, কোমল ও ভদ্র-প্রকৃতি দেখিয়াছি। তাঁহারা সর্ব্বত্রই প্রফুল্লচিত্ত ও হাস্যবদন। একটী পরোপকার করিতে হইলে পুরুষেরা যেরূপ সঙ্কুচিত হন, তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহারা গর্ব্বিত, অহঙ্কারী ও অনধিকার চর্চ্চা পরায়ণ নহেন। তাঁহারা দশ জনের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসেন এবং কিরূপে ভদ্রতা রক্ষা করিতে হয় বিলক্ষণ জানেন। পুরুষ অপেক্ষা তাঁরা ভ্রমে অধিক পতিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পুরুষদের অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মশীল। সভ্য বা অসভ্য হউক যখন আমি যে রমণীকে বন্ধুভাবে ভদ্রতার সহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তখনই তিনি সেইরূপ ভাবে উত্তর দিয়াছেন; পুরুষদের নিকট এরূপ সদাচরণ দেখিতে পাই নাই। আমি কৃতজ্ঞতা-শূন্য ডেন্মার্কের মরু প্রদেশ, বদান্য সুইডেন দেশ, বরফাচ্ছন্ন লাপলণ্ড, অসভ্য নিষ্ঠুর ফিন্‌লণ্ড, উদ্দেশ্য-হীন রুসিয়া এবং পর্য্যটক তাতারদিগের সুবিস্তৃত রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই শীতার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত, পীড়িত বা বিপন্ন হইয়াছি, তখনই স্ত্রীলোকদিগের বন্ধুতা লাভ করিয়াছি। তাঁহারা আবার এই দয়া এ প্রকার নিঃস্বার্থ ও উদার ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাঁহাদের প্রদত্ত তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার অন্ন আমার দ্বিগুণ মধুর ও সুস্বাদু বোধ হইয়াছে।

বহু দেশ দেশান্তরে করিতে ভ্রমণ,
পেয়েছি যতেক ক্লেশ না যায় বর্ণন ;
শ্রান্ত ক্লান্ত একাকী বিদেশী নিরাশ্রয়,
ভুগিয়াছি বিদেশীর ক্লেশ সমুদয়।
এইরূপে বহুকাল করেছি যাপন ;
দেখিয়াছি যথা যথা করেছি গমন,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবপূর্ণ পুরুষ-হৃদয়,
সদত দয়াল কিন্তু রমণী-হৃদয়।
যত কোমলতা গুণ তাহাদের কাছে,
উপকারে তাহাদের সমান কে আছে ?
মধুর কোমল হস্ত করি প্রসারণ,
শোক যন্ত্রণার শেল কে করে হরণ ?
গর্ব্ব কি সংশয়জাল হইয়া উদিত,
না করে তাঁদের দয়া কভু সঙ্কুচিত,
করুণ প্রার্থনা নারী করিলে শ্রবণ
আনন্দে সাহায্য দানে করে প্রাণপণ।
দয়াতে তাদের চিত্ত হয়েছে নির্ম্মিত,
বিনয়ী সুশীল শান্ত সদা প্রফুল্লিত,
ঘোরতর বন্যদেশ, সুসভ্য নগর ;
সর্ব্বত্রে রমণীজাতি সম-মনোহর।
তৃষ্ণায় তালুকা-শুষ্ক, ক্ষুধায় কাতর
হয়েছি, পেয়েছি নারী প্রিয় বন্ধুবর,
কত না দিয়াছে সুখ সামান্য আহার,—
রমণীর হৃদয়ের প্রীতি উপহার !
সকরুণ দৃষ্টি তাঁর কোমল সম্ভাষ,
মৃত হৃদয়েতে দেছে জীবন প্রয়াস,
পৃথিবীর এক দিক্ হতে দিগন্তরে,
বিদেশীর বন্ধু নারী জেনেছি অন্তরে।

পর্য্যটক মঙ্গোপার্কের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও নারীগণের এই সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।*

চিত্তবিনোদিনী।

অষ্টম অধ্যায়।

রেমণ্ড সাহেবের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া চারুচন্দ্র একাকী নিজ আবাসাভিমুখে গমন করিলেন। কুমারীদ্বয়ের রূপ গুণের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। ভাবিলেন ইন্দ্রিয়-সুখ পরায়ণ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা ইউরোপে যে এক ভার্য্যাগত হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন তাহার প্রধান কারণ স্ত্রী-শিক্ষা। ভাবিতে ভাবিতে ছাউনির (ক্যান্টনমেণ্ট) মাঠে উপস্থিত হইলেন। রজনী প্রায় এক প্রহর গত। সৈনিক নিয়মানুসারে এক প্রহর যামিনীতেই সমস্ত সৈন্যাবাস সুষুপ্ত, নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র সৈন্যাগারের নিকটে শান্তিরক্ষকগণ ভ্রমণ করিতেছে। পাছে শান্তিরক্ষক সৈনিক পুরুষের পরুষ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনর্থক ক্লেশ ভোগ ও কালহরণ করিতে হয়, চারু তাহাদিগের দৃষ্টিবহির্ভূত মাঠ দিয়া চলিলেন। চারু চিন্তায় অভিভূত; রেমণ্ড পরিবার, কর্ম্মালয়, জ্যেষ্ঠতাতের পলায়ন ইত্যাদি বিষয় মানস ক্ষেত্রে চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে। সৈন্যগার সমূহের নিস্পন্দ ভাব দৃষ্টে জ্যেষ্ঠতাতের আশঙ্কা নিতান্ত উপহাস জনক বোধ করিতেছেন। কখন বা বালচন্দ্রের মনোহর ক্ষীণাঙ্গ দৃষ্টে নয়ন তৃপ্ত করিতেছেন। নভোমণ্ডলের পশ্চিমাংশে অসম্পূর্ণ চন্দ্রিকাভাগ আসীন থাকিয়া ধবল সৈন্যাগার মালা ও বিস্তীর্ণ হরিত ক্ষেত্রকে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় সুশোভিত করিয়াছে। না আলোক না অন্ধকার। এইরূপ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতেই যেন ভূতযোনির আবির্ভাব হয়। বৃক্ষলতার বিটপীদল, হর্ম্ম্যছাদের ভগ্নাংশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বত্থ

* বামাবোধিনী ১১ সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

বৃক্ষ ভূতাদির অবয়ব ধারণ করত প্রাকৃত জনের মনে ভয় সঞ্চার করে। চারু কুসংস্কারাপন্ন ও হীন সাহস নহেন; নতুবা একাকী এই জনহীন ক্ষেত্রে চঞ্চল রাত্রিঞ্চরের দূরে পর্য্যটন ও তরুশাখাসীন শাখীগণের বিটপী বিলোড়নে প্রত্যক্ষ ভূত দেখিতে পাইতেন!

নির্বাত, নিস্তব্ধ; একটি পল্লবও কম্পিত হইতেছে না। সহসা দেখিলেন আকাশ মণ্ডলের নিম্নভাগে একখানি ঘনশ্যাম মেঘ যেন ভ্রূকুটী করিতেছে—আবার তাহার ক্রোড় হইতে প্রগল্‌ভা সৌদামিনী পথিকের নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া যেন অল্প অল্প হাসিতেছেন, তাহার উপেক্ষা দেখিয়া উপহাস করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে উক্ত মেঘকণা বিশাল হইয়া ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল। নির্বাত ও বিদ্যুল্লতালঙ্কৃত ঘনাবলী দৃষ্টে উপস্থিত ঝটিকাশঙ্কায় চারু দ্রুতপদ হইলেন। মাঠ পার হইতে না হইতে ঘনাবলীতে গগণ আচ্ছাদিত হইল, মনোহর বালচন্দ্র বিলুপ্ত হইল; চতুর্দ্দিক অন্ধকার, দুই হস্ত দূরে ও দেখা ভার। প্রিয়তমের দিগ্বিজয় দেখিয়া চঞ্চলা চপলা যেন বিকট আস্যে হাস্য করত ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে। জলধর প্রিয়ার আনন্দোন্মত্ত আলুলায়িত ভাব পথিক দেখিতেছে ভাবিয়া যেন ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বজ্রনিনাদে অম্বর পূর্ণ করিল। মধ্যে মধ্যে পথিকের ভয়-চকিত নেত্রের সম্মুখে প্রাণ সংহারক প্রদীপ্ত অশনি নিপতিত হইয়া তাহাকে চিত্রার্পিতের ন্যায় করিতেছে। স্বাভাবিক সংস্কার প্রভাবে ভাবী উৎপাত আশঙ্কায় বিহগ-কুল কলরব করিয়া উঠিল। শীঘ্র বাটী যাইবার জন্য, চারু মাঠ পার হইয়া, একটি বৃক্ষবাটিকার মধ্য দিয়া চলিলেন। সহসা বায়ু কোণ হইতে প্রচণ্ড বায়ু উত্থিত হইয়া একেবারে ভয়ানক আঁদি উপস্থিত করিল। এতক্ষণ অম্বরবাসী পবনদেব গর্ব্বিত ইন্দ্রচরের বল প্রকাশ গোপনে দেখিবার জন্য, তাহার স্পর্দ্ধা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় অনুচর উগ্র বায়ু বৃন্দকে যেন কারাবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সৌদামিনীর অহঙ্কার ও তদুৎসাহিত জলধরের কর্কশ গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া, বায়ুগণের কারাদ্বার যেন মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা ধূলিকঙ্করে শূন্য পূর্ণ করিয়া, তরুশাখাদি চূর্ণ করিয়া, ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার রবে যেন রণস্থলে

উপনীত হইল। শূন্য পথে ইন্দ্রচর ও পবনচরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। একদিকে রোষকষায়িত অসিত মেঘাসুরের বিকট ভ্রূকুটী,——একদিকে প্রলয়প্রতিম ঘন ধূলিকঙ্করজাল ঘন ঘনাবলীকে পরাজয় করিল! একদিকে গভীর মেঘ গর্জ্জন,——একদিকে প্রবল মারুতের কর্ণ-বধিরকারী কঙ্কর বৃষ্টির কিন্‌কিনী, দ্বার জানালার ঝন্‌ঝনী বৃক্ষাদি ভঙ্গের হুড়মাড় ও বায়ুর অনবরত ভোঁ ভোঁ শব্দ বজ্র-নিনাদকে ঢাকিয়া ফেলিল। পথিকের কর্ণ বধির, চক্ষু অন্ধ।

চারু যে উপবনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন উহাতে পূর্ব্বে এক সুরম্য হর্ম্ম্য সংস্থাপিত ছিল। সৈনিক পুরুষদিগের অত্যাচারে উহার অধিকারী বাটী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিছুকাল জনশূন্য পরিত্যক্ত থাকিয়া বন জঙ্গলে ঐ বৃক্ষবাটিকা শ্রীভ্রষ্ট হইল। কুসংস্কারাপন্ন দেশীয়েরা অমঙ্গলকারক স্থানা বাটী বলিয়া কেহ উহাতে বাস করিতে চাহে না। উহা ভূতপ্রেতের আবাস স্থল বলিয়া পরিত্যাগ করিত। অধুনা অসন্তুষ্ট সিপাহীরা নিশাকালে এই নির্জন পুরীকে আপনাদের গোপনীয় মন্ত্রণালয় করিয়া তুলিয়াছে। ছাউনি হইতে সহরে যাইতে হইলে সুগম হেতু পথিকেরা এই বনাকীর্ণ বৃক্ষবাটিকা দিয়াই যাতায়াত করিত। পথ হইতে বাটীর কিয়দংশ মাত্র দেখা যায়। রৌদ্র পীড়িত হইয়া চারুচন্দ্র ঐ বাটীর ছায়াতে কখন কখন বিশ্রাম করিতেন। এক্ষণে প্রবল ঝটিকাগমনে ত্রস্ত হইয়া তিনি ঐ বাটীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঝঞ্ঝাবাতের বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, কর্ণবধিরকারী শব্দ কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে, সেই নির্জ্জন ভবন হইতে মনুষ্যের অপরিস্ফুট আর্ত্তনাদ শ্রবণ গোচর হইল। চারু সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তৎপ্রতি মনোযোগ দিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। এক এক বার যেন শুনিলেন কেহ আঃ! উঃ! ইত্যাদি ক্লেশ প্রকাশক শব্দ করিতেছে। তাদৃশ সময়ে, তাদৃশ স্থলে মনুষ্যের অস্তিত্ব সম্ভাবনা না দেখিয়া আরও চমকিত হইলেন। সত্যই কি ইহা প্রেতপুরী? না কোন জন্তু বিশেষ হয় ত কোন প্রকার শব্দ করিতেছে? এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে আর কিছু কর্ণগোচর হইল না। নানা প্রকার চিন্তা

করিয়া শেষ স্থির হইল পশ্বাদির গোঁ গোঁ শব্দ হইবে। আবার পূর্ব্ববৎ আর্ত্তনাদ শুনা গেল। এবার স্পষ্ট প্রতীত হইল, কেহ যেন নিতান্ত ক্লেশে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, যেন মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছে। চারু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তদুদ্দেশে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি প্রকোষ্ঠের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সতর্ক ভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন; ঘোর অন্ধকার। গৃহ মধ্য হইতে যথার্থ মনুষ্যের আর্ত্তনাদ শুনিলেন। কেহ কি কাহার প্রাণ বিনাশ করিতেছে? সম্যক্ সাহসী হইয়াও চারু নিরস্ত্র, অসহায়, অজ্ঞাত বিপদের মুখে সহসা প্রবেশ করিতে পারিলেন না। গম্ভীর স্বরে গৃহ মধ্যে কে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর নাই। ভাবিলেন হয় ত কোন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ অপর্য্যাপ্ত মদ্যপানে হতচেতন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; অতএব ইংরাজীতে প্রশ্ন করিলেন, তথাপি উত্তর নাই। কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দ শুনিলেন। আবার সাহস করিয়া হিন্দু-স্থানী ভাষায় কহিলেন, "যে কেহ গৃহ মধ্যে থাক, বোধ হয় কোন ক্লেশে পড়িয়া থাকিবে; ভয় নাই, উত্তর প্রদান কর; আমি সাধ্যমত উপকার করিতে, যে কোন বিপদ হউক না কেন তাহার প্রতীকার করিতে, প্রস্তুত। যদি কোন নৃশংস দস্যু বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কাহার উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে থাক, সাবধান হও; আমার প্রাণ থাকিতে সম্মুখে নরহত্যা করিতে দিব না। যে হও শীঘ্র উত্তর দাও, নচেৎ এই দ্বার রুদ্ধ করি ও পুলিসের লোক আনয়ন করিয়া যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব, বলিয়া দ্বার বন্ধ করিতে না করিতে এই উত্তর পাইলেন "আপনি যিনি হউন, বোধ হয় পীড়িত ব্যক্তির অপকার করিবেন না; আর ভয়ই বা কি? যম ত আমাকে কর কবলিত করিয়াছে। আমি বিদেশীয়, সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগে একাকী যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।"

চারু উত্তর পাইয়া বুঝিতে পারিলেন কোন এক হিন্দুস্থানী মোসলমান হইবে, সত্যই পীড়িত হইয়াছে। যাহা হউক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ স্থলে, কিরূপে আসিলে? বিদেশীয় ব্যক্তি এ গোপনীয় স্থল কিরূপে পাইলে?" বিদেশীয় কহিল "আমার এক সঙ্গী

ছিলেন, তিনি আমাকে এইখানে রাখিয়া দুই তিন ঘণ্টা হইল আমাদিগের গম্যস্থানে গিয়াছেন, তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

চারু—"তোমাকে পীড়িত দেখিয়া একাকী ফেলিয়া গিয়াছেন কেন?

বিদে—"আমি তখন পীড়িত হয় নাই। আমার অধিক উত্তর দিবার শক্তি নাই। কাতর ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার্থে পাত্রাপাত্র শত্রুমিত্র বিবেচনা নাই। যদি কোন উপকার করিবার মানস থাকে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" এত গুলি কথা একেবারে কহিতে পীড়িত ব্যক্তির অত্যন্ত ক্লেশ হইল, নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল এবং অতি কাতর স্বরে "পানি পানি, ইয়া আল্লা! জান্ নিকাল্‌তা হায়! পানি" বলিয়া উঠিল। চারু দৌড়িয়া গিয়া একাঞ্জলি বৃষ্টি বারি আনয়ন পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করিয়া 'কোথায় কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলেন। রোগীর নির্দ্দেশ না পাইয়া আস্তে আস্তে কয়েক পদ গিয়া আলোকাভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রোগী কিঞ্চিৎকাল দুর্ব্বলতায় মুহ্যমান ছিল। মুহূর্ত্তেক পরে চৈতন্য পাইয়া, চারুর মুখ হইতে আলোকের নাম শুনিয়া সঙ্কেত করিল, দ্বারদেশের বাম পার্শ্বে তাহার দ্রব্যাদির মধ্যে একটি দিয়াসেলাই বাক্স ও একটুকরা বাতি আছে। তদ্দ্বারা গৃহ আলোকিত করিবা মাত্র, একটি ভদ্র মোসলমান রোগে শীর্ণ ও ভয়ে ম্লান, শয়নে রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন দুই তিন বার বমন ও দুই বার ভেদ হইয়াছে। চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে ও রক্ত বর্ণ, ওষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়াছে, গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। একবার বমন হইল, চারু পূর্ব্ববৎ করপুটে বৃষ্টি ধারা আনিয়া রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিলেন। এই সময় আর একটি উপসর্গ বাড়িল, হাতে পায় খিল ধরিতে লাগিল। চারু মাতার ন্যায় যত্নে গাত্র মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বাটী হইতে ঔষধ আনয়ন করিতে পারিলে ভাল হয় বলাতে রোগী হস্ত দ্বারা নিবারণ করিল। চারু কি করেন ভাবিতেছেন, এমন সময় একটি সিপাহী উলঙ্গ অসি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কম্পিত স্বরে কহিল "খাঁ সাহেব, এ কি অবস্থা

আর এই ব্যক্তিই বা কে? বন্ধু বা শত্রু? যে আপনার এই শোচনীয় অবস্থা করিয়াছে এখনও তাহার শরীরে মস্তক রহিয়াছে? বলেন ত এখনি ইহার শিরশ্ছেদন করি।" খাঁ সাহেব "তোবা তোবা" বলিয়া উঠিলেন।

তখন চারু আপন বৃত্তান্ত বলিয়া সিপাহীকে শান্ত করিলেন; কিন্তু তচ্ছ্রবণে তাহার আরও ভয় হইল। চারুকে কহিল "ভ্রাতঃ আপনি আমাদের পরম উপকার করিয়াছেন, এখন যদি কোন উপায়ে ইঁহাকে বাঁচাইতে পারেন আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে নিশ্চয়। ইঁহার জীবনের উপর মহৎকার্য্য নির্ভর করিতেছে। অন্ততঃ এ রাত্রি রক্ষা পাইলেও ভারতবর্ষ রক্ষা পায়।" চারু কহিলেন 'ভয় নাই, নাড়ী বেশ রহিয়াছে এবং রোগীও সচেতন, এখন ইঁহাকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে পারিলে নিঃসন্দেহ আরোগ্য লাভ হইবে।" সিপাহী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কোন গোপনীয় কারণ বশতঃ তাহা অসম্ভব।"

চারু—তবে একজন চিকিৎসককে এখানে আনয়ন করি?

সিপাহী—তাহাও অসম্ভব!

চারু—তবে আমার বাসায় যে যৎসামান্য ঔষধ আছে তাহা দ্বারা চেষ্টা করা যাউক?

সিপাহী—ভাল। আপনি শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন (এবং কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে কহিল) কল্য আমাদের আর একটি সহচর এই রোগে ধ্বংস হইয়াছে।

চারু গৃহ হইতে নির্গত হইতে না হইতে সিপাহী তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল "ভ্রাতঃ আপনি ফিরিয়া আসুন বা না আসুন, এই ব্যাপারটি কাহাকে বলিবেন না প্রতিজ্ঞা করুন, নচেৎ আত্মরক্ষার্থ আপনাকে বিনষ্ট বা অবরুদ্ধ করিতে বাধিত হইব।"

এই কথায় চারু কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইয়া, এরূপ লোকের সাহায্য দানের ঔচিত্যানুচিত্য ভাবিতেছেন; সচতুর সিপাহী তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল "আমরা দস্যু নহি, দুষ্কর্ম্মান্বিতও নহি। আর আমরা যাহা

হই না কেন, আপনি দোষে লিপ্ত হইবেন না। যদি অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তাবৎ পরিচয় পাইবেন।"

চারু স্বীয় আবাস হইতে সামান্য কতিপয় ঔষধ লইয়া শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেখিলেন রোগীর অবস্থা কিঞ্চিৎ উত্তম। ভয়েতেই অধিকতর অভিভূত। অতএব তাহাকে কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডী খাওয়াইয়া নিদ্রিত করিলেন। ইত্যবসরে সিপাহী চারুর পরিচয় লইয়া আপন বক্তব্য বিষয় কৌশল ক্রমে আরম্ভ করিল। সিপাহী প্রথমতঃ বাঙ্গালীকে সুবুদ্ধি, চতুর, ফিরিঙ্গীদিগের দক্ষিণ হস্ত ইত্যাদি প্রশংসাবাদ করিয়া বর্ত্তমান সিপাহীগণের ধর্ম্ম-নাশ ও জাতি-নাশ আশঙ্কার বিষয় উত্থাপন করিল, যে চারুকে আপনাদের মতে আনিবে। কিন্তু সুবিজ্ঞ রাজভক্ত চারু উহা অমূলক ও ভ্রমমাত্র বলাতে সিপাহী বাঙ্গালী জাতিকে বিদেশীয়ের দাস, স্বদেশের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম নাশের সহকারী, কাপুরুষ আত্মসার ও নীচ প্রকৃতি বলিয়া বিস্তর নিন্দাবাদ করিল। জাত্যভিমান সকল ব্যক্তিরই আছে। চারু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত স্বপক্ষ সমর্থন করিলেন। বলিলেন সিপাহীরা এই বৃথা গোলযোগ করিয়া আপনাদের ও ভারতবর্ষের অপকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসীরা এক্ষণে স্বাধীনতার উপযোগী নহে, ইংরাজ-রাজ্য যদি কোনরূপে তিরোহিত হয়, মোসলমান, নয় ইউরোপীয় কোন জাতি ইহা অধিকার করিয়া লইবে। যাহার হস্তে পড়ুক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সুখ রাজ্য আর কোন গবর্ণমেণ্ট দিতে পারিবেক না। আর হিন্দুরাজ্য হইলেই বা সুখ কি? মহারাষ্ট্র শিখ ইত্যাদি রাজ্যে কি সুখ তাহা জানা আছে! সিপাহী ব্যবহারশাস্ত্রীয় তর্কে আপনাকে কিঞ্চিৎ ন্যূন দেখিয়া বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও কৌশলে দেশীয় সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম নাশের কথা তুলিল। চারু তাহা অস্বীকার করাতে কর্ণেল হুইলারের সৈন্য মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত সিপাহীদিগের উচ্চপদ প্রদান, সৈন্য মধ্যে কেবল খৃষ্টীয় ধর্ম্মালয় সংস্থাপন, কানিং বাহাদুরের পাদ্রি ডফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান ও উপস্থিত টোটার ব্যাপার ইত্যাদি প্রমাণ

সংঘটিত হইল। চারু এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিয়া, বলিলেন যদি সামান্য মোসলমান বলে মথুরা, সোমনাথ, নগর কোট, কাশী ইত্যাদি স্থলের দেবালয় ধ্বংস করিতে পারিয়াছিল, প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে তাবৎ তীর্থ স্থল বিনষ্ট করিতে পারিত না? দিল্লীর বাদসাহ যদি অবিশ্বাসী হিন্দু সমূহের উপর জেজিয়া করিতে পারিতেন, ইংরাজেরা স্বধর্ম্মাগত কতিপয় জনের কিঞ্চিৎ পুরস্কার করিলে কি বহু দোষ হয়?

সিপাহী কহিল, "আর এই টোটার ব্যাপার?" চারু কহিলেন "উহাতে গোও শূকরের বসা আছে কি না সন্দেহ, থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা মাত্রে এরূপ হইয়াছে। সিপাহীগণের আপত্তি শ্রবণ মাত্র গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকার করিয়াছেন।" সিপাহী কহিল, "আমরা সৈনিক পুরুষ, বহু ভাষী নহি; বাগাড়ম্বর জানি না, যাহা সত্য, স্বচক্ষে দেখিয়াছি বা কর্ণে শুনিয়াছি, তাহাতে সিপাহীদিগকে দোষী করিতে পারি না। আপনারা ইংরাজী সংবাদ পত্রে ও ইংরাজ মুখে তাবৎ বিবরণ প্রাপ্ত হন, তাহা ভ্রম-মূলক। যাহা হউক আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও রাজ-ভক্তি আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অল্প দিন পরেই আপনি বুঝিবেন ইংরাজদের নিকট উহার যথার্থ সমাদর নাই। এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা পতিপালনার্থ ও আপনার প্রত্যুপকার কারণাভিলাষে আত্ম পরিচয় দিব। আপনার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সরকারী কাগজ পত্রোল্লিখিত ব্যাপার মাত্র উল্লেখ করিব এবং তাহাতেও সিপাহী নির্দ্দোষী ও প্রপীড়িত বোধ হইবে। আত্ম পরিচয়ে এক অভূত পূর্ব্ব আশ্চর্য্য ব্যাপারের সূত্রপাত জানিতে পারিবেন তজ্জন্য প্রস্তুত হউন। তর্ক না করিয়া ধীর ভাবে আমার কথা শুনুন। অগ্রে দেখুন খাঁ সাহেব কেমন আছেন।"

এমন সময় একটি তুরীধ্বনি হইল। অমনি সিপাহী কহিল "মহাশয় অধিক রাত্রি হইয়াছে, আপনি আমাদিগের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। আপনার ক্ষমতায় ও যত্নে আমরা যার পর নাই উপকৃত হইলাম। প্রাণ, এবং প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় উদ্দেশ্যও রক্ষা করিতে

পারিলাম। আশীর্ব্বাদ করি আপনি সুখে থাকুন; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এক্ষণে চলুন আপনার আবাসে রখিয়া আসি। কল্য প্রাতেঃ এখানে আসিলে আমাদের পরিচয় পাইবেন।" এই কথা বলিয়া সত্বর চারুকে লইয়া চারুর আবাসাভিমুখে চলিল। চারু অবাক্ রহিলেন। যন্ত্রের ন্যায় সিপাহীর অনুসরণ করিলেন। ভবন দ্বারে আসিয়া সিপাহী বিদায় লইল, ও রজনীতে শয্যা ত্যাগ না করিয়া সুখে নিদ্রা যান, এরূপ অনুরোধ করিল। নিদ্রা যাইবেন কি, চারুর মনে চিন্তার ঝটিকা বহিতেছে। এ বিদেশীয় ব্যক্তিরা কে? ইহাদের মহৎ উদ্দেশ্যই বা কি? তুরীধ্বনির কি সঙ্কেত? উহারা কি বিদ্রোহী? চারু ভয়ে কম্পমান হইলেন। তবে ত রাজনীতি অনুসারে পুলিষে সংবাদ দিয়া উহাদিগকে ধরান উচিত! আবার ভাবিলেন উহারা বিদ্রোহী কি না তাহার প্রমাণ কি! অনর্থক নির্দ্দোষী লোককে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে বিশেষতঃ তাহাদের সহিত এক প্রকার সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। কিন্তু তাবৎ ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন কোন ভয়ানক ব্যাপারের সূত্রপাত হইবে। যাহা হউক এখনি গিয়া রেমণ্ড সাহেবের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করা উচিত। দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন বহির্ভাগে বদ্ধ। পাছে রজনীতেই বাহির হয়েন এই আশঙ্কায় সুচতুর সিপাহী আপন উত্তরীয় বস্ত্রের এক টুকরা ছিন্ন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছে! অগত্যা বাটী মধ্যে রহিলেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সাবিত্রীচরিত কাব্য।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তি

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য এক টাকা।

পুস্তক খানি ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১৫ ফরমায় ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

এই কাব্য-গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কিন্তু পদ মিলন অনুরোধে মিত্রাক্ষর ছন্দে বাক্যের যেরূপ অসম্পূর্ণতা দোষ লক্ষিত হয় ইহাতে সে দোষ স্পর্শ করে নাই। ইহাতে মিত্রাক্ষরের শ্রুতি সুখকর গুণ এবং অমিত্রাক্ষরের বাক্যের পূর্ণভাব উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানিতে

প্রণেতার কবিতা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা স্ত্রীলোকদিগের এক খানি বিশেষ উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। আমরা পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করি সকলেই এই কাব্য খানি পাঠ করিবেন। সাবিত্রীর সতীত্ব ভূষণ স্বভাবতঃ মনোহর, তাহাতে আবার কাব্যালঙ্কারের শোভা সংযুক্ত হওয়ায় সাবিত্রী সতী অতীব রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমাদিগের অল্পজ্ঞ পাঠিকাগণ হয়ত সুসজ্জিতা সাবিত্রীকে দুর্ব্বোধ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন এবং অধিকতর প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন।

শব্দ বিশেষে অভিধানের সাহায্য লইলে আপনাপনি পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন। পাঠিকাগণের গোচরার্থে নিম্নে কয়েক পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আসন্ন-মৃত্যু সত্যবান্‌কে কন্যা দান করা উচিত নহে, নারদ ঋষি সাবিত্রীর পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতিকে এই কথা বলিলে, সাবিত্রী তাঁহাদের সমক্ষে এই রূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন—

"শুন সভাসদ জন!
পিতঃ গুরুতম! পূজ্য-পদ তপোধন!
আজি বহু দিন আমি সেই সত্যবানে
করিয়াছি দৃঢ়পণ মম পাণি-দানে।
মানসে সে জন মম হয়েছে বরিত,
সত্যবান বিনা অন্যে, সাবিত্রীর চিত
কদাচ আসক্ত নহে। সংক্ষিপ্ত-জীবন
যদ্যপি সে সত্যবান, তথাপি কখন
বরিব না অন্যে। সত্যবান মোর পতি,
সত্যবান ধ্যান মম, সত্যবান গতি,
সত্যবানে প্রাণ মন করিনু প্রদান,
পাইব পরম প্রীতি, সেবি সত্যবান।
সাবিত্রীর চিত নাহি চায় রাজ্যধন,

সদা অভিলাষী সত্যবানের চরণ।
অভাগিনী-ভাগ্য দোষে বিধাতা নিদয়
যদি মোর পতিধন বলে কাড়ি লয়,
সহিব সে জ্বালা আমি স্থির করি মন;
তপস্বিনী ভাবে সুখে যাপিব জীবন
পতি দেব-আরাধনে। সেই সাধু-মতি
সত্যবান ধর্ম্মমত হইয়াছে পতি।
মনে মনে মনোদান যথার্থ বিধান,
সামাজিক রীতি মাত্র প্রকাশ্যে প্রদান!
তারে তেজি, এবে যদি বরি অন্য জন,
পতিত হইব, মম নরকে গমন।
ধর্ম্ম! দেবগণ! সাক্ষী সবে অন্তর্যামী—
সত্যবানে ছাড়ি, যদি বরি অন্যে আমি,
কিম্বা মন্দ ভাবে যদি হেরি অন্য জনে,
মানসে অথবা কভু অজ্ঞান স্বপনে
সাবিত্রী পুরুষ-পরে করে অভিলাষ—
দিও মোরে চির ঘোর নরকে নিবাস!
অসতী বলিয়া যেন ঘোষে ত্রিসংসার,
পাপীয়সী-মুখ কেহ নাহি দেখে আর!
মোর ভার ধরা যেন না করে ধারণ,
আর যেন শ্বাস বায়ু না দেয় পবন।
সর্ব্ব-দাহী বহ্নি যেন প্রচণ্ড জ্বলনে,
অধমারে ভস্ম শেষ করে সেই ক্ষণে!"

নূতন সংবাদ।

১ম। আমাদিগের পাঠিকাগণ জাপান দেশের অদ্ভুত যমক ভ্রাতার কথা বোধ করি জ্ঞান নহেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জাপানের অন্তর্গত শ্যাম নগরে দুই ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাদের উভয়ের শরীর পরস্পর এক খণ্ড চর্ম্ম দ্বারা সংলগ্ন। আমেরিকায় ইহারা প্রতিপালিত হন।

এক্ষণে ইহাদিগের বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর। এডুকেশন গেজেট সংবাদ পত্রে ইহাদিগের বিবরণ এইরূপ জানা গেল;—"ইংরাজী ভাষায় ইহাদের একরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। দুটী ভগ্নীকে ইহারা বিবাহ করিয়াছেন। এক জনের নয়টী পুত্র ও তিনটী কন্যা ও আর একজনের ছয়টী পুত্র। উভয়ের শরীরে এক রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং মনের ভাব ও স্বাভাবিক অবস্থাও একবিধ। সম্প্রতি ইহারা ইংলণ্ডে নীত হইয়াছে। সেখানকার ডাক্তরেরা সংযুক্ত মাংসখণ্ড চ্ছেদ করিয়া উভয়কে পৃথক করিবার পরামর্শ দেখিতেছেন। অনেকে ইহাতে বিপদ আশঙ্কা করিতেছেন, আবার কেহ কেহ বলিতেছেন নিরাপদে উহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগের পৃথক্ হইবার বড় ইচ্ছা নয় তাহারা একত্র থাকে। ডাক্তার সারউয়িলিয়াম ফারগাছান অনুমান করেন, ইহাদের উভয়ের মৃত্যু এক সময়ে হইবে।"

২য়। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত নবস্কোসিয়া হইতে ইংলণ্ডে একটী দীর্ঘকায় স্ত্রীলোক আসিয়াছে। "তাহার নাম মিস্‌সেওয়ান সে এখনও বাড়িতেছে। তাহার উচ্চতা ৮ ফীট অর্থাৎ পাঁচ হাত, আট আঙ্গুল হইবে। কিন্তু অত উচ্চ বলিয়া তাহার গঠন কদাকার নহে এবং সে উত্তম লেখা পাড়াও জানে।"

৩য়। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণ বাড়িয়া নামক গ্রামে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থ একত্রিত হইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যভিচার দোষের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, ভ্রূণহত্যায় ও শুল্ক বিক্রয়ে দেশ কলঙ্কিত ও পতিত হইতেছে এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় বিবাহের ব্যয় অভাবে অনেক ব্রাহ্মণের বিবাহ হইতেছে না, সুতরাং তাহাদিগের বংশ লোপ হইতেছে; এই সমস্ত অনিষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারা এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত গ্রামে অনেক ধনাঢ্য তন্তুবায়ের বাস, তাহাদিগের মধ্যে পাত্র-পাত্রী স্থির করিয়া গত ১১ই ফাল্গুন অতি সমারোহ পূর্ব্বক তাহারা একটী বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ সমাজস্থ সমুদয় তন্তুবায় সম্মিলিত হইয়া এই বিবাহ দিয়াছেন এবং বিবাহ সভায় সকলই উপস্থিত ছিলেন। পাত্রের নাম জন্মেজয় কবিরাজ, বয়ঃক্রম প্রায় ৪০ বৎসর, পাত্রীর নাম হরমণি দাসী, বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর*। ইহার পিতা মাতা উভয়ই বর্ত্তমান এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ হইয়াছে।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press No. 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭২ সংখ্যা } শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১২৭৬ { ৫ম ভাগ

সূচীপত্র।

১। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ৬১
২। স্ত্রীলোকের গুণে রোমনগরের পরিত্রাণ ৬২
৩। চিত্তবিনোদিনী ৬৫
৪। স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী ৭১
৫। অবলাবান্ধব ৭৩
৬। নূতন সংবাদ ৭৪
৭। বামাগণের রচনা ৭৭
৮। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা উপযোগী পরীক্ষা পুস্তক ৭৮

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ৵০

বামাবোধনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহক দিগের নিকট হইতে ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে প্রায় পত্রিকা প্রেরিত হয় না।

২। বাঁকী মূল্য প্রদান করিতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে প্রায় পত্রিকা বন্ধ হইয়া থাকে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে মাসিক মূল্য ৵০ আনা হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

অতএব যদি তাঁহারা বাঁকী মূল্য প্রদানে আরও দীর্ঘকাল কৃপণতা করেন; তাহা হইলে আপাততঃ পত্রিকা বন্ধ করা যাইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন শীঘ্র শীঘ্র মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন যে, যাহাদিগের নিকট ১২৭৪। ৭৫ সালের মূল্য অদ্যাপি প্রাপ্য রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে এমাসেও পত্রিকা প্রদান করা গেল।

দুই বৎসর কাল ক্রমাগত পত্রিকা প্রদান করিয়াও যদি মূল্য প্রাপ্ত হওয়া না গেল, তবে তাহাদিগের নিকট আর পত্রিকা প্রেরণ করা যুক্তি যুক্ত বোধ হয় না।

দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ বামাবোধিনী পত্রিকার উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত অর্থ দান করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত বাবু নিলমণি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ... ১১৲
২। শ্রীমতী কিরণ কুমারী দেবী বসু ... ... ৫৲
৩। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু কলিকাতা ... ৩৲
৪। ,, গঙ্গাধর দাস ঐ ১৲

নারীশিক্ষা।

১ম ভাগ ১৯ ফরমা বাঁধা ... ॥৹
২য় ভাগ ২৬ ফরমা বাঁধা ... ৸০
কুমুদিনী চরিত ... ... ।৵০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭২ সংখ্যা | শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১২৭৬ | ৫ম ভাগ

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা।

অস্মদ্দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশে বালিকা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া এক প্রকার শিক্ষালাভ হইতেছে। কিন্তু বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন সুযোগই হয় নাই; এজন্য বামাবোধিনী সভা ১২৭২ সাল হইতে তাঁহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রতিবৎসর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন, এবং যাঁহারা ঐ পরীক্ষার অধীন থাকিয়া নিয়মিত রূপ শিক্ষা করেন, বৎসরের শেষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকেও উপযুক্তরূপ পুরস্কারও প্রদত্ত হইয়া থাকে। অর্থাভাব প্রযুক্ত গত বৎসর কেবল ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয় নাই। এ বৎসর তাঁহারা আবার এ বিষয়ে সযত্ন হইয়াছেন। পত্রিকার শেষে এ বৎসরের পরীক্ষা পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইল। অন্যান্য বৎসরে কঠিন তালিকা বলিয়া লোকে যে আপত্তি করিয়াছিলেন এবৎসর আর সেই রূপ করিবার যো নাই। অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইয়াছে, সুতরাং এবার অধিক ছাত্রী

PAGE CONTAINS TWO COLOUR

আশা করা যাইতে পারে। যাঁহারা সময় অভাব বা কঠিন তালিকা বলিয়া অন্যান্য বৎসর পরীক্ষা দিতে সাহসী হন নাই, এবৎসর তাঁহারা উৎসাহের সহিত পরীক্ষা দেন আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা; কারণ এ বৎসরের পরীক্ষার বিষয় গুলি এত সহজ যে অল্প পরিশ্রম ও অল্প সময় মধ্যে শিক্ষা লাভ হইতে পারিবে।

ছাত্রীদিগের প্রতি বিশেষ বক্তব্য যে তাঁহারা যেন এ বৎসর অধিকতর উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা লাভ করেন। যাঁহারা যেরূপ শিক্ষা লাভ করিবেন তাঁহারা তদনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। তাহারা যে পুরুষদিগের মত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের নিজের যত্ন ও চেষ্টা না থাকিলে কোন কালেই তাঁহাদের অবস্থান্তর হইবে না।

পাঠিকাগণ! তোমরা আর জড়পিণ্ডের ন্যায় অলস হইয়া সময় ক্ষেপণ করিও না। উন্নত ভগ্নীদিগের অনুগামিনী হইয়া চলিতে শিক্ষা-কর। তোমরা যদি নিজের অধিকার নিজেই পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা অলস হইয়া নিজেই আপনাদের উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ কর, তাহা হইলে পুরুষে যত কেন তোমাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন না কখনই তাঁহারা সফলমনোরথ হইতে পারিবেন না। পুরুষেরা তোমা-দের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, এখন কেবল তোমাদের যত্ন চাই, চেষ্টা চাই।

স্ত্রীলোকের গুণে রোমনগরের পরিত্রাণ।

খৃষ্টের জন্মের ৭১৩ বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ রোমনগরের সংস্থাপন হয়। নূতন নগর কেবল পুরুষে পূর্ণ হইয়াছিল, তথায় একটী মাত্র স্ত্রীলোক ছিল না। পুরুষদিগের অধিকাংশ দস্যু, তস্কর ও অসৎ লোক হইতে গৃহীত হওয়াতে চতুর্দ্দিকস্থ জাতিরা তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার করিত না। রোমের সংস্থাপক রমনস স্ত্রীলোক

সংগ্রহের জন্য একটী কৌশল করিলেন। রোমে একটী ক্রীড়া দর্শনের জন্য চারিদিকের লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতিবাসী সেবাইন জাতি স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যা সকল লইয়া ক্রীড়া দর্শনার্থ উপস্থিত ছিল। রোমীয় যুবকদিগের ক্রীড়া দর্শনে যখন সকলে মুগ্ধ হইয়াছে, এমত সময়ে রমনস একটী ইঙ্গিত করিলেন রোমীয়েরা তৎক্ষণাৎ সেবাইন কুমারীদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইল এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিল। সেবাইনেরা অপমানিত ও ভীত হইয়া গৃহে প্রতি-গমন করিল। কিছুদিন পরে তাহারা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রোমীয়দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত উভয় দল তুল্য পরাক্রমে সংগ্রাম করিল। অবশেষে সেবাই-নেরা রোমের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এককালে রোমের সমূলচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে রোমীয় স্ত্রীলোকেরা মধ্যস্থ হইয়া উভয়জনের মধ্যে সন্ধি বন্ধন করিয়া দিলেন।

রমুলশনের পত্নী হার্সিলিয়া এই কার্য্য সাধনের জন্য রোমীয় সভায় প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্ত্রীলোকেরা আপনা-দিগের প্রত্যাগমনের প্রতিভূ স্বরূপ এক একটী সন্তান রাখিয়া সেবাই-নদিগের নিকট চলিলেন। তাঁহারা অলঙ্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া শোকপরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণতলে পতিত হইলেন। হার্সিলিয়া সকলের হইয়া এই সুমধুর হৃদয়াকর্ষিকারী বক্তৃতা করিলেন।

"আমরা আপনাদিগের নিকট কি অপরাধে অপরাধী যে আমরা এত ক্লেশ বহন করিয়াছি ও করিতেছি। এখন আমরা যাহাদের অধীন তাহারা বলপূর্ব্বক ও অন্যায়রূপে আমাদিগকে হরণ করিয়াছিল, তৎপরে এতদিন আমাদের পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়েরা আমাদিগের তত্ত্ব লইলেন না, তাহাতেই আমাদিগের অত্যাচারীদিগের সহিত আমরা চিরপ্রণয় বন্ধন করিতে বাধ্য হইলাম। যাহারা আমাদিগের প্রতি এত শত্রুতা করিয়াছে এখন তাহাদিগের বিপদ দেখিয়া ভয়ে আমাদিগের হৃদয় কম্পমান হইতেছে এবং তাহাদিগের পতন আশ-

ক্ষায় আমাদিগের শোক উথলিয়া উঠিতেছে। আমরা যখন কুমারী ছিলাম, তখন অত্যাচারীদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে আপনারা আসিতে পারিলেন না; এখন পতির পার্শ্ব হইতে পত্নীদিগকে এবং সন্তানদিগের স্নেহপাশ হইতে মাতাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে আপনারা আসিয়াছেন; আপনারা আমাদিগের প্রতি অবহেলা করিয়া যত অপকার করিয়াছেন এই স্নেহ প্রকাশ দ্বারা তদপেক্ষা অধিক করিতেছেন। আমাদিগের ভাগ্যে আপনাদের হইতে এইরূপ দয়া লাভ করিলাম। যদি আপনাদের যুদ্ধ করিবার জন্য কোন অভিসন্ধি থাকে, তথাপি আমাদিগের অনুরোধ অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত হউন। আপনারা যাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছেন, আমরা আপনাদিগকে তাহাদিগের শ্বশুর, মাতামহ অথবা অন্য প্রকার নিকট সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়াছি। যদি আমাদিগের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়া থাকেন তবে আমাদিগকে এবং আপনাদিগের জামতা ও দৌহিত্রিদিগকে গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই আমরা পিতা মাতা ও আত্মীয়দিগের সামগ্রী হইয়া থাকিব, নতুবা অপরের হস্তগত হইতে হইবে।"

হার্সিলিয়ার অশ্রুপাত ও কাতরোক্তি এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য স্ত্রীগণের রোদন ও প্রার্থনায় সেবাইনেরা রোমীয়দিগের সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল। পরে উভয়জাতি বিবাদ ভঙ্গ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিল।

রোমীয় রমণীগণের এই কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের পিতৃভক্তি ও পতিব্রতা এই দুই মহৎগুণ এককালে প্রতিপন্ন হইল। রোমীয় সভা এই নিমিত্ত স্ত্রীজাতির অনেক সম্মানসূচক অধিকার প্রদান করিলেন। তাহাদিগের স্মরণার্থে মাতৃনালিয়া নামে একটী ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিবর্ষে সেই উপলক্ষে রোমীয় গৃহিণীগণ স্ব স্ব স্বামীর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিতেন।

চিত্তবিনোদিনী।

নবম অধ্যায়।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে চারুচন্দ্র গবাক্ষদ্বার হইতে বহিঃস্থ কোন ব্যক্তির অপেক্ষা করিতেছেন যে দ্বার উন্মোচন করে। ক্রমে অরুণোদয় হইল। কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। ব্যগ্রতা প্রযুক্ত দ্বারদেশে গিয়া জোরে দ্বারমোচনে সচেষ্ট হইলেন; দেখিলেন দ্বার বদ্ধ নহে, আকর্ষণ মাত্রেই মুক্ত হইল। তখন চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন, একি! কল্য ভূয়োভূয়ঃ সবল চেষ্টায় যাহা হইল না, অদ্য স্পর্শমাত্রে সে দ্বার উন্মুক্ত হইল। যাহা হউক দ্রুতপদে সেই নির্জ্জন পুরী মধ্যে গেলেন। জনমানবের চিহ্নও নাই। তবে রজনীর ব্যাপারটি কি স্বপ্ন? চারু নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। প্রবল ঝটিকা, পীড়িত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ, সিপাহীর উৎসাহপূর্ণ বাদানুবাদ, অজ্ঞাত তূরীধ্বনি, আবাস দ্বার মোচনের বিফল চেষ্টা এখনও স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যদি এসকলকে স্বপ্ন বলিতে হয়, তাবৎ জীবনই স্বপ্নময়। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করাতে দ্বারদেশে একখানি পত্র পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। গত রজনীর সিপাহী স্বীকৃত আত্মপরিচয় বিবরণ বোধে অসন্দিগ্ধচিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। যে ভাবে ও যতক্ষণ ধরিয়া পড়িতেছিলেন তাহাতে বোধ হয় পত্রখানি সুদীর্ঘ এবং কোন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সূচক।

পত্রপাঠে চারুচন্দ্র কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া যেন অন্যমনস্ক হইলেন। চিন্তার অভাবে যেরূপ, বহুচিন্তায়ও তদ্রূপ অন্যমনস্কতা জন্মে। কিয়ৎকাল এরূপ অবস্থায় থাকিয়া পত্রের শেষভাগটি প্রকাশ্যে পড়িতে লাগিলেন। চক্ষুর প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া যেন স্বীয় কণ্ঠোচ্চারিত শব্দাকর্ণনে শ্রোত্রের প্রমাণে উহা দৃঢ়ীভূত হইবে মনে করিলেন।——

PAGE CONTAINS TWO COLOUR

আমি নিরুপায়ে আপনাকে তাবৎ কথা বলিলাম, বন্ধুভাবে বা শত্রুভাবে যে উপকারে আইসে লউন। এখন আমি আপনাকে ভয় করি না, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকেও ভয় করি না।"

এই পত্রাংশ পড়িলেন, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ঐ গম্ভীর শব্দচয় প্রতিধ্বনিত করিল। চারু লোমাঞ্চিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, এ সকলই মিথ্যা। ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করে, এরূপ নির্ব্বোধ কে আছে? পরক্ষণেই পত্রোল্লিখিত বিবরণের সম্ভবপরতা, সুপরিজ্ঞাত সংবাদের সহিত একতা এবং রচনার সরলতায়, উহার সত্যতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। সিপাহীর আকার, গাম্ভীর্য্য ও সোৎসাহ বাদানুবাদ স্মরণে আর কণামাত্র সন্দেহ রহিল না। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। একবার ছাউনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন;—শান্ত, নিস্তব্ধ! অদ্য প্রাতেই না বিদ্রোহ হইবে লিখিত আছে? পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাহাইত। প্রত্যয়ার্থ তদংশ আবৃত্তি করিলেন;——

পারিষদ কুদরত খাঁর প্রমুখাৎ দিল্লীর মহামান্য বাদশাহের আজ্ঞা পাইয়া এখানকার সিপাহীরা অদ্যই বিদ্রোহে প্রস্তুত। অদ্য প্রাতে মীরটের তাবৎ সিপাহী সেনা সমস্ত ফিরিঙ্গী ও খৃষ্টান আবালবৃদ্ধবনিতা ধ্বংস করিয়া দিল্লী চলিয়া যাইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সফল করুন ও ভারতবর্ষ স্বধর্ম্মে রক্ষা করুন।

উক্ত খাঁসাহেব আপনার গৃহে সুস্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আছেন।"

চারু ভাবিলেন, কৈ, বিদ্রোহের কোন চিহ্নত নাই। তবে কি এ প্রবঞ্চনামাত্র? কোন দুষ্ট লোককর্ত্তৃক তাঁহার রাজভক্তি পরীক্ষা করণোদ্যম? না, তাদৃশ স্থলে তাঁহার দর্শন অপেক্ষণীয় ছিল না। তবে কি বৃথা গোলোযোগ তুলিয়া মীরটস্থ সিপাহীগণের মন পরীক্ষা? না, তাহা হইলে, তাঁহাকে জানাইবার প্রয়োজন কি? বোধ হয় কোন ঘটনাবশতঃ বিদ্রোহের ব্যাঘাত হইয়াছে। যাহাহউক শীঘ্র ইহার সংবাদ দেওয়া উচিত। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে চারু অমনি রেমণ্ড সাহেবের ভবনাভিমুখে চলিলেন।

দ্বারে বিজয় সিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন, চারুর বিষণ্ণ বদন ও ব্যগ্রতা দৃষ্টে তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হইলেন। চারুর ইচ্ছা নাই বিজয়কে এরূপ কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিজয় সতেজ প্রশ্নাবলীদ্বারা

ত্যক্ত করিয়া, অনিচ্ছার মধ্য হইতে বিবরণের কতকটা মর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন। উপহাসচ্ছলে কহিলেন "উঃ! ছাউনিতে কি গোলোযোগ উঠিয়াছে! বাঙ্গালীর ভীরু মস্তিষ্কে এরূপ কল্পনা অসম্ভব নহে।" অনবধানতা প্রযুক্ত চারুর হস্ত জেবের মধ্যে প্রবেশ করাতে তত্রস্থ পত্রখানি খড়মড় করিয়া উঠিল, অমনি হস্ত সরাইলেন। কোন বিশেষ পত্রাদি গোপনেচ্ছা অনুভব করিয়া বিজয় তদ্দর্শনে উৎসুক হইলেন। তাঁহার উপহাস, ঘৃণা ও সগর্ব্ব আদেশে বিরক্ত হইয়া চারু কহিলেন "আপনাকে তাবৎ বিষয় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য নহি।" বিজয় সক্রোধ বচনে বলিয়া উঠিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে! আর তোমার দর্প সহ্য হয় না। অদ্যই দর্প চূর্ণ করিব। বাঙ্গালীর কি ধূর্ত্ততা! একদিকে বিদ্রোহীর সহিত সংযোগ, অপরদিকে গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতিলাভেচ্ছা! এখনি সমুচিত প্রতিফল পাইবে।" এই কথা বলিয়া বিজয় চলিয়া গেলেন চারু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রেমণ্ড সাহেব বাটী ছিলেন না। চারুর ইচ্ছা নাই, কোমলস্বভাবা রমণীগণের নিকট এই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিষয় প্রকাশ করেন। অতএব বিবিরা তাঁহার শুষ্কমুখ, আরক্ত নয়ন ও অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, কোন কারণবশতঃ গত রজনীর অনিদ্রাই তাহার মূল, বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। অনেক বিলম্বে রেমণ্ড সাহেব আসিয়া সহসা রুক্ষ বচনে বলিলেন, "চারু তোমার নিকট বিদ্রোহসম্বলিত কি পত্র আছে দেখি"। চারু অমনি পত্র খানি রেমণ্ডের হস্তে দিলেন। বিবিরা আশ্চর্য্য ও ভীত হইলেন। পত্রপাঠে রেমণ্ডের আনন আরক্ত হইল। বলিলেন "পিশাচের কি চাতুরী, কি মিথ্যা রচনা, কি দর্প, কি সাহস!" চারু গত রজনীর ব্যাপার বর্ণনে নিযুক্ত হইলে সাহেব বলিলেন, "যথেষ্ট শুনিয়াছি, আর শুনিতে চাহি না। তোমার সৌভাগ্য যে আমার নিকট প্রথমে আসিয়াছিলে, নচেৎ এখনি কারারুদ্ধ হইতে। তোমার উপর এখনও কিঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে, কিন্তু তুমি কোন দুষ্টলোকের চাতুরীজালে পড়িয়াছ; সাবধান!"

চারু বুঝিলেন বিজয় কোন গ্লানি করিয়াছেন, এখন কিছু বলা

শ্রেয় নহে। অতএব উঠিয়া স্বভবনে যাইবেন, এমত সময়ে সহসা কর্ণেল সাহেব উপস্থিত। কর্ণেল সাহেব রেমণ্ডকে কানে কানে কি বলিলেন এবং চারুকে বসিতে বলিয়া উভয়ে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে চারুর মুখ হইতে বিবিরা সংক্ষেপে তাবৎ বিবরণটি শুনিলেন। বিদ্রোহীরা অদ্যই আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলিবে, শুনিয়া হেলেনা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং এমি মূহ্যমান হইয়া পড়িলেন। চারু কহিলেন ভয় নাই, অদ্য প্রাতে বিদ্রোহ হইবার কথা ছিল, ঈশ্বরপ্রসাদে সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।" তখন রেমণ্ড সাহেব আসিয়া, চারুকে কর্ণেল সাহেবের ইচ্ছায় অদ্য সৈনাগারে আবদ্ধ থাকিতে বলিলেন। চারুকে হাজতে থাকিতে হইবে। হাজতের নামে বিবি রেমণ্ড সোৎসাহ বচনে কহিলেন, "হাজত হাজত! এই কি রাজভক্তির পুরস্কার।"

কর্ণেল। মেম! ব্রিটিশ্ রাজ্যে রাজভক্তির পুরস্কার উপযুক্ত পাত্র হইতে অধিক ক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই উপর সন্দেহ হয়, বিশেষত কুটিল কাপুরুষ দেশীয়েরা সকলই করিতে পারে। যতক্ষণ না এ বিষয়ের তদন্ত হয় চারুকে হস্তগত রাখা যুক্তিযুক্ত। ইঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে রাখা হইবে এবং আশা করি শীঘ্র পুরস্কারের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিবি। মুক্ত থাকিলে কি ইনি পলায়ন করিবেন? চারুর চরিত্র বিষয়ে আপনি অজ্ঞ, এজন্যই অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতেছেন।

কর্ণেল। আপনারা স্ত্রীলোক, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে আপনাদিগের কথা প্রামাণ্য নহে,; ক্ষমা করিবেন।

বিবি। ভাল, আমরা উঁহার জন্য দায়ী রহিলাম। আপনি যখনি চাহিবেন ইহাঁকে উপস্থিত করিয়া দিব।

রেমণ্ড। বাঙ্গালীকে বিশ্বাস নাই, কাশীনাথের পলায়ন মনে হয় না?

বিবি। কাশীনাথে ও চারুতে যে প্রভেদ, তাহা তৎকালেই প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাও স্মরণ রাখা উচিত।

কর্ণেল। চারুকে দৃষ্টিপথে রাখাই আমার উদ্দেশ্য। ভাল ইনি এই খানেই থাকুন।

এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। অবিলম্বে দ্বারদেশে দুই সিপাহী প্রহরীরূপে সন্নিবেশিত হইল। রেমণ্ড সাহেবও চলিয়া গেলেন। এমিও হেলেনার সহিত কথোপকথনে, চারু সুখে রহিলেন। এরূপ স্থলে নজরবন্দী থাকায় কাহারই বা ক্লেশ হয়?

ক্রমে আহারের কাল উপস্থিত। বিস্তর অনুরুদ্ধ হইয়াও চারু বিবিদিগের আহারে যোগ দিলেন না। এরূপ আহারে তাঁহার অভ্যাস ও অভিরুচি নাই। স্নেহকোমল এমি কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া এক নিভৃত গৃহে চারুকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। চারু কি করেন এরূপ অনুরোধ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। একটু সুশীতল বারিমাত্র পান করিতে স্বীকৃত হইলেন; মদ্য পান ব্যতীত তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কুসংস্কার নাই, তবে রুটী মাংস আদি ইউরোপীয় খাদ্য তাঁহার অনভ্যস্ত সুতরাং রুচিবিরুদ্ধ। অবশেষে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফল আহার করিয়া কথঞ্চিৎ দিবস যাপন করিলেন। হেলেনা এক এক বার তাঁহার আচরণে উপহাস করিতেছিলেন; কিন্তু চারুর অনর্থক ক্লেশ দেখিয়া এমির নয়ন সজল, হৃদয় ব্যাকুল। বিবি রেমণ্ড নিশ্চয়ই জানেন চারুর কোন বিপদ হইবেক না।

এ দিকে বিজয় চারুর প্রতি রেমণ্ডের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মাইতে না পারিয়া কর্ণেল ফিনিসের নিকট চারুর বিপক্ষতাচরণ করেন। তদনুসারে কর্ণেল সাহেব উপরোক্ত মতে চারুকে আবদ্ধ রাখিয়া ছাউনিতে সিপাহীদিগের অবস্থা দেখিতে গেলেন। দেখিলেন সকলই শান্ত; সিপাহীরা রাজভক্ত বিনয়ী ও প্রফুল্ল। কেহ কেহ কর্ণেল সাহেবের প্রমুখাৎ দুই 'বদমায়েশের' আগমন বার্ত্তা শুনিয়া কহিল, নিকটে এইরূপ লোক পাইলে তাহারা তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া সিপাহীর কলঙ্ক মোচন করিবেক। কর্ণেল সাহেব নিশ্চিন্ত হইয়া চারুকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। তখন বেলা তিন প্রহর।

কর্ণেলের নিকট হইতে বিজয় উক্ত পরিত্যক্ত ভগ্নবাটীতে, চারুর

Page Contains Two Colour

কথা অপ্রমাণ করণাভিপ্রায়ে গেলেন,দেখিলেন সত্যই ঔষধের সামান্য কতিপয় শিশি আছে। অমনি তাহা প্রোথিত করিলেন। গৃহমধ্যে একখান ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্তে পড়িতে লাগিলেন,—

"অদ্য সন্ধ্যাকালে. ফিরিঙ্গী দিগের ধর্ম্মালয়ে উপাসনা কালীন বিদ্রোহ হইবে। ইতি মধ্যে একথা প্রকাশ করিলে আপনিই বৃথা ভয় প্রদর্শক বলিয়া দণ্ডাই হইবেন, আমাদের কোনক্ষতি হইবে না। এখন ও আপনার নির্ব্বোধ রাজভক্তি ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতার চেষ্টা পান।

অতি প্রত্যূষেই আপনার ভবন দ্বার মুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং আত্মরক্ষা নিবন্ধন নিদ্রা কালীন চারি ঘন্টা যে আপনাকে আপন বাটীতে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

শ্রী রঘুতিলক পাঁড়ে।

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাঙ্গালী বাবু মহাশয়।

পত্রপাঠে বিজয়ের মনে এক প্রকার আনন্দ জন্মিল। তাঁহার চির প্রার্থিত এমিলাভের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবিত হইল। যদি সত্য বিদ্রোহ হয়, স্বয়ং সসজ্জ সশস্ত্র থাকিয়া এমিকে পূর্ব্বকালের নার্য্যানুরাগী খোদ্ধার (নাইট্) ন্যায়, বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে ও রেমণ্ড সাহেবকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। আর এরূপ গোলোযোগে জাত্যভিমান স্থান পায় না—সুতরাং এমির সহিত বিবাহ আর অসম্ভব থাকিবেক না। বিশেষতঃ চারু হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। কৌশলে তাহাকে বিদ্রোহীসংস্রব দোষে দূষিত সপ্রমাণ করিয়া, প্রাণ দণ্ড বা কোন কঠিন দণ্ড দেওয়াইবেন। আর যদিচ তাবৎ মিথ্যা হয়, বৃথা-ভয়-প্রদর্শক বলিয়া তাহাকে দণ্ড দেওয়াইবেন। যেমন করিয়া হউক, এমির মন এইবারে চারু হইতে অপসৃত হইবে। ইত্যাদি ভাবে গদ্গদ হইয়া বিজয় সমূহ উৎসাহের সহিত স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইলেন। এই ক্ষুদ্র পত্রটি গোপন করিয়া রাখিলেন কিন্তু নিজে প্রস্তুত হইয়া রেমণ্ড ভবনে গেলেন।

স্ত্রীলোক দিগের স্নান প্রণালী।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জঘন্য আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। লোক যতই সভ্য হইতে থাকে, সময়োচিত সভ্যতার অনুরূপ আচার ব্যবহারেও প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অভ্যাসের এমনি প্রবল শক্তি যে লোকে অভ্যাস বশতঃ অতি জঘন্য ব্যাপারকেও পোষণ করিয়া থাকে। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী ইহার মধ্যে একটী প্রধান জঘন্য ব্যাপার।

দেশীয় ভদ্র ও বিদ্বান ও সভ্য নামধারী ব্যক্তিরা কি করিয়া যে আজও পর্য্যন্ত ঐ জঘন্য প্রণালী পোষণ করেন বলিতে পারি না। অভ্যাসই ইহার মূল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে তাঁহাদিগের সততঃ দৃষ্টি না থাকিলে, স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির পথে আপনারাই কণ্টক হইয়া দাঁড়াইবেন।

দেশীয় অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম বাসী কি ভদ্র, কি সভ্য, কি জ্ঞানী, কি ইতর কি মূর্খ এ বিষয়ে কাহারও অবিদিত নাই। সহর বা তাহার নিকটবর্ত্তী দুই একখান পল্লীতে ভদ্র বংশজ স্ত্রীলোকদিগের স্নানের এরূপ জঘন্য প্রণালী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

পল্লীগ্রাম বাসী কি ভদ্র, কি অভদ্র সকল স্ত্রীলোকেই প্রকাশ্য জলাশয়ে পুরুষদিগের সহিত একত্র অবগাহন পূর্ব্বক অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্নান করেন। এটী কম জঘন্য ব্যাপার নহে। স্নান করার মানে ইহা নহে, যে কেবল জলে একবার ডুব দিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করা। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহাও কম জঘন্য ব্যাপার নহে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জার মাথাটী খাইয়া পুরুষ দিগের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি জঘন্য প্রণালী ক্রমে গাত্র মার্জ্জন ও বস্ত্র ধৌত করেন এটী দেখিয়া কোন্ ভদ্র লোক ইহার প্রতিবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন। আবার তাঁহারা যে রূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন তাহা পরিধান করিয়া ত লোকসমজে বাহির হইবারই যোগ্য নহে, যখন আবার সেই বস্ত্র জলে আর্দ্র হইয়া

সকল গাত্রে আবৃত থাকে তখন বিবস্ত্রা ও বস্ত্র পরিধানে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। অনেক সময় সাধু পুরুষেরা ঐরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া জলাশয় হইতে উঠিতে আপনাকে কুণ্ঠিত মনে করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে জলাশয় হইতে উঠিয়া আর্দ্র বসনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

দেশীয় ভদ্র লোকেরা আপন আপন স্ত্রী কন্যা দিগকে অনাবৃত পালকীতে গমনাগমন করা এবং অন্যের সহিত রেলের গাড়িতে গমনাগমন করা অবমাননা মনে করেন; তখনই তাহাদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু স্নানের সময় স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য জলাশয়ে যে কি জঘন্য প্রণালীর অনুসরণ করেন তাহাতে একবারও মনোযোগ করেন না, তখন লজ্জারও ভয় থাকে না, সভ্যতারও ভয় থাকে না। এমন লজ্জাতেও ধিক্ এমন সভ্যতাতেও ধিক্।

ভদ্রবংশজ স্ত্রীলোকেরাই যা কি প্রকারে প্রতিদিন এইরূপ জঘন্য কার্য্য করিতে থাকেন বলিতে পারি না। অভ্যাস! তোমার কেমন শক্তি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। যখন স্ত্রীলোকদিগের লজ্জার কিছু মাত্র আবশ্যকতা হয় না, যখন তাঁহারা ভ্রাতা, পিতা, স্বামী, শ্বশুর, দেবরের সম্মুখে আইসেন, তখনই তাহাদিগের লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়। ধিক্ তাহাদের লজ্জার এমন লজ্জা থাকা ও না থাকা দুই সমান।

স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালীর বিশেষ বিবরণ বামাবোধিনীতে লেখিবার উপযুক্ত নহে; তবে সকলে ইহার জঘন্য ব্যাপারটী নিজে নিজে বুঝিয়া লউন।

এক্ষণে দেশীয় ভদ্র ও সভ্য মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, তাহারা যেন এরূপ জঘন্য প্রণালী পোষণে আর অনুরক্ত না হন। অনেক সময় হইয়াছে; এখন একটু স্থির চিত্তে ইহার অপকারিতা ও জঘন্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া আপন আপন অবস্থানুরূপে স্নানের সদুপায় করিয়াছেন।

উপসংহার কালে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিবেদন যে তাহারা নিজেও যেন এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে আর প্রবৃত্ত না হন। যদি এক সপ্তাহকাল স্নান না হয় সেও বরং ভাল, রাত্রশেষে জলাশয়ে স্নান করিতে যাওয়া বরং ভাল, তথাপি পুরুষদিগের সম্মুখে গাত্র মার্জ্জন ও পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা কোনমতেই যুক্তি যুক্ত নহে। লজ্জার প্রকৃত ব্যবহার যে তোমরা কতদিনে শিক্ষা করিবে তাহা আর বলিতে পারি না!!

অবলা বান্ধব।

গতবারে পাঠিকাগণকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, যে ঢাকানগর হইতে 'অবলাবান্ধব, নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র খানির নামেই ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে। স্ত্রীজাতির কল্যাণ সাধনই ইহার লক্ষ্য। পত্রের ভূমিকাতে সম্পাদক লিখিয়াছেন;—

"যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাঁহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়; আত্মকর্ত্তব্যাবধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাঁহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়; এবং বিদ্যাবিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টা ও আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্ত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবন বৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অনুকূল হইবে, সময়ে সময়ে তাহাও পত্রিকাস্থ করা যাইবে। এবং যে সকল সুশ্রুতনীয় সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক সংবাদ স্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।"

আমাদিগের বামাবোধিনীর ল-

ক্যের সহিত অবলাবান্ধবের ঠিক্ ঐক্য হইতেছে, অতএব বামাবোধিনী ইহাকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া স্নেহালিঙ্গনের সহিত গ্রহণ করিলেন। বামাবোধিনী স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত স্ত্রীসমাজেই বদ্ধ আছেন, কিন্তু অবলাবান্ধব পুরুষের ন্যায় পুরুষদিগের সহিতও কথোপকথন ও কার্য্য সম্পাদন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, ভগিনী জেষ্ঠা হইলে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর অনেক আশা করিয়া থাকে। অবলা বান্ধবকে নবজাত দেখিয়াও বামাবোধিনী আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইতেছে এবং জগদীশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছে যে ভ্রাতা যেন চিরজীবী হইয়া দুঃখিনী অবলাকুলের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

উপসংহার কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গুটিকত সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার কথা বলিতে হইল। তিনি বামাগণের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহাকে কষ্টের ভাগই অধিক বহন করিতে হইবে। তিনি যাঁহাদিগের পক্ষ, তাঁহাদিগের অধিকাংশও এখন তাঁহাকে আদর করিতে শিক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত অনেকে তাঁহার প্রতি উদাসীনা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন। পুরুষদিগের নিকটে শ্রদ্ধাস্পদ হওয়াও সহজ সূচনা নয়। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ এখনও স্বার্থ পরায়ণ এবং স্ত্রীজাতির প্রতি ক্রীত দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নূতন সংবাদ।

১। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী সপ্তদশবর্ষীয়া হিন্দু বিধবা রমণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিধবাটীর নাম বীণাবাই, তিনি একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের তনয়া। পণ্ডুরং বিনায়ক কর্ম্মকার নামক এক জন ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

২য়। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারালের পত্নী বিবি মেয়োর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি পিতৃ সম্পত্তি অধিকারের নিমিত্ত শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন।

৩য়। এ দেশীয় ভদ্রবংশীয়

স্ত্রীগণের রেলওয়ের গাড়ীতে গমনাগমনের অসুবিধা দূর করণার্থে আমাদিগের মাননীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেও মনঃসংযোগ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড জন লরেন্স এই বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিছু হয় নাই। অতএব এবার যাহাতে কার্য্যে কিছু হয় এরূপ যত্নই প্রার্থনীয়।

৪র্থ। এক খানি বাণিজ্য জাহাজ কলিকাতা হইতে আমেরিকায় যাইতেছিল, উহার কাপ্তেন (পোতাধ্যক্ষ) সমুদ্র মধ্যে পীড়িত হন। তাহাদের আর কোন ব্যক্তি জাহাজ চালাইতে না জানায়, ঐ কাপ্তেনের স্ত্রী জাহাজ চালাইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত জাহাজে থাকিয়া জাহাজ চালাইবার কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর হইল আর এক খান জাহাজে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেও সেই জাহাজের কাপ্তেনের স্ত্রী নিরাপদে জাহাজ চালাইয়াছিলেন। এটী স্ত্রী স্বাধীনতা দানের সুফল বলিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের দেশের স্ত্রীদিগের হইতে কোন সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক পুরুষদিগের হইতেও পাওয়া যায় না।

৫ম। এডুকেশন গেজেট পত্র লিখিয়াছেন আমেরিকার কোন সংবাদ পত্র বলেন যে, এক টুকরা পাঁওরুটি ব্রাণ্ডিতে (এক প্রকার সুরায়) ভিজাইয়া মৎস্যের মুখে প্রবেশ করিয়া দিলে এবং কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি তাহার পাকস্থলীর মধ্যে দিলে খড় জড়াইয়া মৎস্যকে দশ বার দিন পর্য্যন্ত জল বিনা জীবিত রাখা যাইতে পারে। পুনরায় জলে ছাড়িয়া দিলেই উহা সতেজ হইয়া উঠে।

৬ষ্ঠ। আমাদিগের বামাবোধিনীর অভিনব সুহৃদ "অবলা বান্ধব" অবলাগণের নিমিত্ত যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা হইতে কতিপয় সংবাদ নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

"পাবনার অন্তঃপাতী চৈত্রফাটী বালিকা ও যুবতীবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্রী শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর কয়েকদিন হইল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তথাকার যুবতী বিভাগের প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রায় ত্রিশ টাকা মূল্যের এক ছড়া চিক তা-

হাকে প্রদান করিয়াছেন। এবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র চাকী যৌতুক স্বরূপ একশত টাকা দিয়াছেন।"

৭ম। অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, কিছু দিন হইল টেলিগ্রামে সংবাদ পাওয়া যায় যে, প্রিনসেস্ ক্রিষ্টিয়ানার একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। এটী মহারাণীর ত্রয়োদশ দৌহিত্রী। বোম্বে গেজেট বলেন যে, প্রিন্সেস্ অব ওয়েলসের ৩টী প্রিন্সেস্ অব হেলেনার ২টী, এবং প্রিন্সেস্ রয়েলর ৫টী, সন্তান হইয়াছে। মহারাণীর বয়স ৫৩ বৎসরের দুই মাস কম। তাঁহার পিতা ৫৩ বৎসর, পিতামহ ৮৩ বৎসর, প্রপিতামহ ৯৪ বৎসর ও বৃদ্ধি প্রপিতামহ সম্রাট প্রথম জর্জ্জ ৭৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আমাদিগের মহারাণী সম্ভবতঃ তাঁহার প্রপৌত্রের মুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন।

নাগপুর গ্রামের একাদশবর্ষীয়া একটী বালিকা চারি বৎসরের নিমিত্ত ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছে"।

দীল্লির এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী দীল্লি কালেজে একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপনার্থে এগার হাজার টাকা দিয়াছেন। কলিকাতার হাইকোর্টের বিচারক মান্যবর জষ্টিস্ কেম্প সাহেবের সহধর্ম্মিণী ক্যাথিড্রেল এবং ইটালী ক্যাথলিক অনথাশ্রমের নিমিত্ত দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৮ম। "লেঙ্গভন ভাউন নামক এক জন ডাক্তর বলেন পিতা কি মাতা সুরাপানে উন্মত্ত থাকিবার সময় যে সন্তান হয়, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত নিস্তেজ হয় এবং শরীরও নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হয় না। তিনি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এই বাক্য সপ্রমাণ করিয়াছেন।"

৯ম। ইংলণ্ডের একটী উন্নত স্ত্রীলোকের বিষয় জ্ঞাত হইলে মনোমধ্যে আহ্লাদের সঞ্চার হয়। সংপ্রতি লণ্ডন নগর হইতে একটী স্ত্রীলোক ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার উন্নত জ্ঞান ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন তিনি একেশ্বর বাদিনী এবং ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূল বিশ্বাস একরূপ। সুসভ্য দেশ সকলে এক্ষণে ঈশ্বরের যে এক ধর্ম্ম প্রবল

হইতেছে, ভারতবর্ষেও সেই ধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে শুনিয়া তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, বোধকরি আমরা যাহাকে "থিষ্ট" বলি তোমরা তাহাকে ব্রাহ্ম বল। ঐ নাম এখানে অপ্রচলিত বলিয়া আমরা ব্যবহার করিতে পারি না বটে, কিন্তু মনের ভাব দেখিতে গেলে আমাকে একজন ব্রাহ্মিকা বলিতে পার।

১০। বিলাতে কুমারী সিডেন নামক একটী স্ত্রীলোক ব্যারিষ্টার মকদ্দমায় নিজপক্ষ নিজেই সমর্থন করিবার জন্য তত্রত্য হাউস অভ লর্ডে ১৪ দিন ক্রমাগত বক্তৃতা করিয়া অবশেষে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বামাগণের রচনা।

যিনি বিদ্যানুশীলন করেন অথবা সদুপদেশ শিক্ষা করেন তাঁহার উচিত যে নিজ শিক্ষকের প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। কারণ ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ ও যত্ন না হইলে কখনই উত্তমরূপ শিক্ষা হইতে পারে না। আর শিক্ষকের নিকট মিথ্যা বাক্য চতুরতা বিরক্তি প্রকাশ করিলে কালে নিরয়গামী হইতে হইবে। হে বালক বালিকাগণ! তোমরা যদ্যপি বিদ্যাভ্যাস করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পূর্ব্বে ঐ সকল নীচকর্ম্ম গুলি পরিত্যাগ করিয়া এমত শিক্ষকের নিকট এরূপ বিষয় শিক্ষা করিবে যাহাতে তোমাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইতে পারে। যাঁহার সত্য ব্রত, বিনয়, সরলতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ অঙ্গাভরণ ও যিনি যথার্থই সদাচারী হইবেন, তিনিই তোমাদিগকে সদুপদেশ দিবেন। কারণ মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই এক প্রকার কুসংস্কার তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিয়া অসৎপথে লওয়াইতে থাকে, সেই কুৎসিত অসৎপথ হইতে নিবারণ করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। অনেক গুলি গুণ না থাকিলে শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুশীল, সরল ও জ্ঞানী লোক ভিন্ন অন্যের নিকট উত্তমরূপ শিক্ষা হইতে পারে না। অতএব বালকবালিকাগণ! তোমরা ভাল শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা করিলে অবশ্যই ভাল হইবে সন্দেহ নাই।

নিজ শিক্ষকের পরিচয়।

আমার শিক্ষক যিনি, কত গুণে গুণী তিনি,
তাঁর গুণ বর্ণন না হয়।
মিষ্টভাষ সদালাপ, শূন্য সব পরিতাপ,
পাপহীন অতি সদাশয়॥
নাহি তাঁর কঠিনতা, স্বভাবেতে সরলতা,
জ্ঞানী মানী ধরণী ভিতর।
সুশীল সুবোধ অতি, দেহেতে বিদ্যার জ্যোতি,
বিদ্যা দানে না হন কাতর॥
তাঁর উপদেশ গুণে, কত সুখ পাই মনে,
মনে দুঃখ নাহিক আমার।
পক্ষপাত পরিশূন্য, ধীশক্তিতে সুসম্পন্ন,
দয়াতেই তুল্য কেবা তাঁর॥
শিক্ষকের দয়া যত, অবলা কহিবে কত,
তাঁর দয়া বলা নাহি যায়।
বুদ্ধিহীন কুলনারী, গুণ কি বলিতে পারি,
মল যেন থাকে সেই পায়॥

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা উপযোগী পরীক্ষা পুস্তক।

১২৭৬ সাল।

প্রথম বৎসরের পরীক্ষা।

সাহিত্য।——বোধোদয়।
পাটীগণিত।——সংকলন। শতিকা, নামতা ২০০ শত পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষা।

সাহিত্য।——আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ; পদ্যপাঠ ১ম ভাগ

১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত (সুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ)
ব্যাকরণ।——স্বর সন্ধি পর্য্যন্ত।
ভূগোল।——ভূগোল পরিচয়—আসিয়া সমাপ্ত ১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।
(বাদ—গোলক, উৎপন্ন দ্রব্য, অরণ্য জন্তু, পণ্য দ্রব্য)
পাটীগণিত।——গুণন। ধারাপাত—নামতা ৪০০ শত, কড়া ও গণ্ডা।

তৃতীয় বৎসরের পরীক্ষা

সাহিত্য।——১ম ভাগ চারুপাঠ—বিদ্যাশিক্ষা, বীবর, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম,স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, জলস্তম্ভ। ১ম ভাগ নারীশিক্ষার—নারীচরিত ১০ হইতে ৫৭পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।
২য় ভাগ পদ্যপাঠ—২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।
ব্যাকরণ।——সন্ধি এবং ণত্ব ও ষত্ব বিধান সমাপ্ত।
ভূগোল।——ভূগোল পরিচয়,—আসিয়া ও ইউরোপ সমাপ্ত।
(বাদ—ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, উৎপন্ন দ্রব্য, অরণ্যজন্তু, পণ্য দ্রব্য)
ইতিহাস।——২য় ভাগ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা।
(বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত)
স্বাস্থ্যরক্ষা।——১ম ভাগ নারী-শিক্ষার স্বাস্থ্যরক্ষা।
পাটীগণিত।——ভাগহার ও মিশ্ররাশি। ধারাপাত—পণ, কাটা ও সের।

চতুর্থ বৎসরের পরীক্ষা

সাহিত্য।——সীতার বনবাস ২য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত।
৩য় ভাগ পদ্যপাঠ—১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত—(বাদ চকোর ও চাতক)। ৩৭ পৃষ্ঠা—মুমূর্ষু সময়ে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতি উক্তি। ৫০ পৃষ্ঠা

দশরথের প্রতি কেকয়ী, ৫৫ পৃষ্ঠা পুষ্প পর্য্যন্ত।
ব্যাকরণ।——স্ত্রী প্রত্যয় ও কারক—৩৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।
ভূগোল।——ভূগোল পরিচয়ের ৪ মহাদেশের সাধারণ জ্ঞান।
ভারতবর্ষের মানচিত্র। (ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ বাদ)
নারীশিক্ষা ২য় ভাগের—ভূগোল।
ইতিহাস।—— ইংলণ্ডের ইতিহাস (রাম কমল কৃত)
বিজ্ঞান।——২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান (৭০ পৃষ্ঠা হইতে ১১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)
পাটীগণিত।——লঘুকরণ; মিশ্র সঙ্কলন ও ব্যবকলন। শুভঙ্করের হিসাব।

পঞ্চম বৎসরের পরীক্ষা।

সাহিত্য।——টেলিমেকস্ ১ম ও স্বর্গ।
সাবিত্রীচরিত কাব্য
ব্যাকরণ।——সমাস।
ভূগোল।—— ভূগোল পরিচয়ের ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ ও মানচিত্র।
খগোল।——২য় ভাগ নারীশিক্ষার খগোল।
বিজ্ঞান।——২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন (১১০ হইতে ১৫৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)
ইতিহাস।——যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বাদ তৃতীয় ও নবম অধ্যায়)।
পাটীগণিত।——ভাগহার ও ত্রৈরাশিক। শুভঙ্করের হিসাব।

☞ হস্ত লিখন, শিল্পকার্য্য ও নীতি সকল বৎসরেই পরীক্ষা হইবে।

*** ব্যাকরণ—লোহারাম। ভূগোল—শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
শিল্পকার্য্য—কেবল কারপেট নহে, দেশীয় নানা প্রকার শিল্প পরীক্ষা করা যাইবে।
নীতি—২য় ভাগ নারীশিক্ষার নীতি বিষয় গুলি পাঠ করিলে অনেক সাহায্য হইবে।

কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ নং ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

১২৭৬ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

শিবচন্দ্র দেব ...		
কৈলাশকামিনী ঘোষ...		
রমাসুন্দরী ঘোষ ...		৬।০
রাধিকা নারায়ণ ঘোষ...		
গোপাল চন্দ্র দেব ...		
কালিদাস মজুমদার বহরমপুর		২৲
আনন্দমোহন বসু কলিকাতা		১।০
কালীহর দাস ...	ঐ ...	১।০
নিলমণি কুমার ...	ঐ ...	১।০
হরিচরণ নাগ ...	ঐ ...	১।০
দুর্গাচরণ গুপ্ত ...	ঐ ...	১।০
বলাইচাঁদ নন্দী	ঐ ...	১।০
প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ি	ঐ ...	১।০
ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য খাঁটুরা		১।০
সরস্বতী	ঐ ...	১।০
শ্যামাসুন্দরী সভারগ্রাম ...		২৲
ব্রজনাথ ধর	শ্রীহট্ট	২৲
বৈকুণ্ঠ নাথ রায় ..	ঐ	২৲
কৃষ্ণচন্দ্র দাস	ঐ	২৲
জানকীনাথ সেন ঢাকাকালেক্ট্র		২৲
হারাণচন্দ্র মুখো বন্নু ...		২৲
হরিপ্রিয়া দেবী রঙ্গপুর ...		২৲
তারিণীকুমার ঘোষ পাবনা		২৲

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক কয়েক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পদ্যপাঠ ১ম ভাগ (নবমসংস্করণ); ২য় ভাগ (দশম সংস্করণ), ৩য় ভাগ (ষষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য ৵, ।০, ॥০ আনা। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১ম ভাগ। মূল্য ॥০ আনা। শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ভূগোল পরিচয়, শিশুপাঠ ১ম ভাগ। শ্রীশশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।৵০, ৵১০।

এই ছয় খণ্ড পুস্তকের বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য। পুস্তক কয়েক খানি বালক বালিকা সকলেরেই পাঠ্য হইবার উপযুক্ত। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্য পুস্তক করাতেই আমাদের মত প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ণবোধিনী। শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্ম কবিরত্ন প্রণীত। মূল্য পাঁচ পয়সা।

বালিকাদিগের পাঠের উপযুক্ত হইয়াছে।

ভক্তিবিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন। শ্রীঠাকুরদাস সেন কর্ত্তৃক প্রণীত। ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা।

বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা।

কুমুদিনী চরিত (উত্তম কাগজে ছাপা ৬ ফরমা) মূল্য ।৵০
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (১৯ ফরমা) ... ... ॥০
ঐ ২য় ভাগ (২৬ ফরমা) ৸০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

(৩ ফরমা মাসিক)

এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য কলিকাতার জন্য ..... ১।০
ঐ ঐ ঐ মফঃসলের জন্য ..... ২৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০
বামাবোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ ১২৭০ ভাদ্র হইতে ৭১ চৈত্র পর্য্যন্ত, পুস্তকাকারে বাঁধা (বাদ।১৩।১৫ সংখ্যা) ১॥১০
ঐ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড (১২৭২ সাল বাঁধা) বাদ ২১।২২ সংখ্যা ১।০
ঐ ঐ (১২৭২ সাল বিলাতি কাপড়ে বাঁধা... ১৸০
ঐ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড (১২৭৩ সাল বাঁধা) মূল্য ..... ১॥০
ঐ ৩য় ভাগ (১২৭৪ সাল বাঁধা) মূল্য ..... ১॥০
ঐ ৪র্থ ভাগ (১২৭৫ সাল বাঁধা) মূল্য ..... ১॥০

*** নদগ মূল্যে ১২ খণ্ডের অধিক ৫০ খণ্ড পর্য্যন্ত পুস্তক ক্রয় করিলে ১২॥০ টাকা, এবং ৫০ খণ্ডের অধিক পুস্তকে ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

নগদ মূল্যে এক কালে ১২ বার খণ্ড পত্রিকা কিম্বা এক বৎসরের পত্রিকা ক্রয় করিলে অগ্রিম মূল্য হিসাবে দেওয়া যাইবে।

☞ ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকা বামাবোধিনী কার্য্যালয়, কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ সংখ্যক ভবনে, সংস্কৃত পুস্তকালয়ে, ৩৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় এবং বটতলা শ্রীরাধাবল্লভ শীলের "বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে" প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৩ সংখ্যা | ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১২৭৬ | ৫ম ভাগ

বামাবোধিনীর ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব।

আজ আমাদের বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ বামাবোধিনী সভার সভ্যদিগের কেমন আহ্লাদের দিন! এই দিনে বঙ্গ অবলাগণের জ্ঞান উন্নতির সোপান স্বরূপ এই একমাত্র পত্রিকা লোক সমাজে প্রকাশিত হয়। এত কাল পর্য্যন্ত ইহাকে একাকিই স্ত্রীলোকদিগের সহিত নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতে হইয়াছিল, এতকাল পর্য্যন্ত একাকিই স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির সহায়তা করিতে হইয়াছিল, এতকাল পর্য্যন্ত স্বজাতীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আবার একাকিই স্বার্থপর কঠোর হৃদয় পুরুষদিগের নিকটও গমন করিতে হইত: কিন্তু কাল ক্রমে ইহার একটী ভ্রাতার জন্ম হওয়ায়, স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির আশা হৃদয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন ভ্রাতা ও ভগ্নী একত্র মিলিত হইয়া বহির্ভাগে ও অন্তঃপুরে স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, ইহা ভাবিলেও আশালতা বর্দ্ধিত হয়, হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতে থাকে।

আজ প্রিয় বামাবোধিনীর জন্ম দিবস। অদ্য ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তম বর্ষে পদনিক্ষেপ করিল। এখনও যে এই বালিকাটী আমাদের হস্তে জীবিত রহিয়াছে, এখনও যে ইহা সময়ে প্রকাশিত হইয়া স্বতীদিগের ক্রোড় শোভা করিতে সক্ষম হইতেছে, ইহা কেবল একমাত্র করুণাময় ঈশ্বরের করুণাগুণে। নতুবা আমাদিগের সামান্য চেষ্টা দ্বারা কখনই ইহাকে জীবিত রাখিতে পারিতাম না।

দুই বৎসর কাল ক্রমাগত এই প্রফুল্ল বদনা, অবলা-সহচরী, অল্প বয়স্কা বালিকাটীর অর্থাভাব জনিত দিন দিন জীবনিশক্তির হ্রাসতা হইতেছিল, তখন পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল বদন, শরীরের পুষ্টি, লাবণ্য ও কান্তি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, এবং অবশেষে গত বৎসর এরূপ মলিন ও জীর্ণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, যে ইহার জীবনের প্রতি লোকের সংশয় উপস্থিত হয়; এমন কি আমাদের হৃদয়েও সময়ে সময়ে ঐ সংশয় দৃঢ়রূপে স্থানও পাইয়াছিল। আমাদের আশা ভরসা কিছুই ছিল না, যে আবার এই প্রিয় বালিকাটী পুনর্জ্জীবিত হইয়া সহাস্য বদনে অবলা কুলের নয়নের তৃপ্তি সাধন ও তাঁহাদিগের উদ্‌বেলিত চিত্তকে শান্তি প্রদান করিবে। কিন্তু এখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরোগী হয় নাই, এখনও ইহার কলেবর পূর্ব্বের ন্যায় হয় নাই, এখনও ইহা শ্রী সম্পন্না হয় নাই, এখনও ইহার প্রভূত অর্থের অভাব রহিয়াছে, এখনও ইহাকে অর্থের জন্য সময়ে সময়ে লালায়িত, মলিন ও ভগ্ন হৃদয় হইতে হয়। অর্থ বিনা ইহা যে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, একমাত্র অর্থই যে ইহার জীবন, যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষেরা স্বার্থশূন্য হইয়া এই জ্ঞানটী কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার রোগ শান্তির কিছু মাত্র আশা করা যাইতে পারে না।

পুরুষদিগের হস্তেই স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা যদি স্বার্থপর হইয়া কেবল নিজের উন্নতির জন্য ব্যাস্ত থাকেন, তাহা হইলে স্ত্রী সমাজের যে দুর্দ্দশা, এই দুঃখিনী বালিকা

টীর দশাও তদ্রূপ ঘটিবে। যদি এই হাতভাগ্যা বালিকাটী এতদিন বিলাতে জন্ম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ইহার মলিন বদন, ক্ষীণ কলেবর দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত করিতে হইত না। তখন ইহার মর্য্যাদা প্রভাবে অর্থের বলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে থাকিত। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, এতদিন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এত উপকার সাধন করিতেছে, তথাপি স্বার্থপর পুরুষেরা ইহার করুণ-স্বর শ্রবণে বধির হইয়া রহিয়াছেন।

যে সকল উন্নত-আত্মা-সদাশয়-ব্যক্তি ইহার মুমূর্ষ অবস্থায় ইহার জীবনি-শক্তি রক্ষার্থ সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহারা যে কেবল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেছেন এরূপ নহে, এই বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগেরও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেছেন। ইহাকে জীবিত রাখাতে বঙ্গ সমাজের উৎকৃষ্টতর অংশের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত করা হইয়াছে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির সহায়তা করা হইয়াছে। যদিও ইহা একটী নবজাত ভ্রাতা রাখিয়া অকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে ইহার বিশেষ কার্য্যগুলি কখনই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত না। ভ্রাতা, সহস্র গুণে জ্ঞানী হইলেও কোমল হৃদয়া ভগ্নীদিগকে কখনই উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রদানে পারগ হইত না। স্ত্রীলোকের শিক্ষক স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহই অভাব অনুসারে শিক্ষা দানে সক্ষম হইতে পারে না। অতএব এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ইহাকে উদ্ধার করা যে কত বড় মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইল তাহা স্বার্থপর পুরুষে এখন বুঝিতে নাই পারুন, কালে ইহার মহত্ব বুঝিতে পারিবেন। ইহাকে দেখিতে যদিও ক্ষুদ্র ও অল্প বয়স্কা, তথাপি ইহা যে মহৎভার লইয়া এই মলিন বঙ্গ সমাজে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা কখনই ক্ষুদ্র নহে।

এখন একবার স্ত্রী সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। এই যে সপ্তম বর্ষীয়া বালিকাটী বঙ্গ সমাজে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরান্নে ও পরভোগে লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া, কি দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের

ন্যায় দ্বেষ হিংসা বিবাদ বিসম্বাদ, পাশাদি ক্রীড়ায় বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতেছে, না যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিতেছে?

ইহার দ্বারা যে স্ত্রী সমাজের বিশেষরূপ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা প্রত্যক্ষ শিক্ষকের ন্যায় জ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিতেছে, আচার্য্যের ন্যায় নীতি বিষয়ক উপদেশ সকলও প্রদান করিতেছে। ইহার দ্বারা কত স্ত্রীলোকের জ্ঞান উন্নত, সংস্কার পরিশুদ্ধ, মত বিশুদ্ধ, রচনাবলীর সহায়তা হইয়াছে। ইহার পাঠিকাগণ আর পৌরাণিক রাহু কেতুও বিশ্বাস করেন না, বাসকীকে ভূমিকম্পের কারণ বলিয়া মনেও স্থান দান করেন না। ইহার সহিত স্ত্রীলোকদিগের দিন দিন এমনি প্রণয় বর্দ্ধিত হইতেছে যে, ইহাকে দর্শনে বিলম্ব হইলে অনেকে আশা পথ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং অনেককে মধ্যে মধ্যে অসন্তুষ্টির চিহ্নও প্রকাশ করিতে দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহার দ্বারা স্ত্রী সমাজের এত উপকার সাধিত হইতেছে তথাপি স্বার্থপর পুরুষেরা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

একবার বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। এমন অন্ধকার, এমন অনুন্নতির মধ্যেও অবলাগণের সুখ সূর্য্য উদিত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এই ভারতবর্ষ মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের যে অধিকার কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, সেই অধিকারের পুনরঙ্কুর নয়নগোচর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকদিগের যে একটি নাম সহধর্ম্মিণী, এতকাল পরে সে নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবার উপায় হইতে দেখা যাইতেছে।

পাঠিকাগণ! প্রায় দুই বৎসর হইল আমরা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম যে, স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য কলিকাতায় একটি "ব্রাহ্মিকা সমাজ" নামে উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এক্ষণে তাহা অপেক্ষা একটি স্থায়ি ও বৃহদ্ব্যাপারের অঙ্কুর লক্ষিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষীয়া ভগ্নীদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য "ব্রহ্মমন্দির"

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আগামী ৭ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যার পর হইতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরের পূজা হইবে। ঈশ্বরের দ্বার যেরূপ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, "ব্রহ্মমন্দিরের" দ্বারও সেইরূপ উন্মুক্ত রহিবে। তোমাদিগের বসিবার জন্য উপযুক্তরূপ আসনও নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

ভগ্নীগণ! যখন তোমাদের এমন উন্নত বিষয়ের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা নাই; ভক্তি ও প্রীতিকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তিনি তোমাদের সহায় হইলে আর সমুদায় অসহায় সহায় হইয়া যাইবে।

হা ঈশ্বর! তোমার কোমল হৃদয়া, সরল অবলা কন্যা সকল এই বঙ্গসমাজে যে কতকালে আদরণীয়া হইবেন, তাহা ভাবিয়াও ঠিক করা যায় না, তুমি এই মলিন পরিত্যক্তা কন্যাদিগের সহায় হও, নতুবা ইহাদিগের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না।

হিংসা।

"হিংসায় সরম শুকায়,
রূপগুণ দুই লুকায়।"

যারা নিজে মন্দ, তারাই পরের হিংসা করে। অমুক আমার চেয়ে বড় মানুষ, অমুক আমার চেয়ে সুন্দর, অমুক আমার চেয়ে গুণবান্, যশস্বী ও সুখী, হিংসক লোকের এ সকল সহ্য হয় না। দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহার জগৎ সংসারকে অপার সুখে সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সাধুলোকের মন যেমন আনন্দিত হয়, হিংসক লোকের মন তেমনি দুঃখে কাতর হয়। সাধুলোক যেমন সকল জীবের সুখ বৃদ্ধি হউক এই কামনা করেন, হিংসক লোক সকলের দুঃখ কিসে বাড়িবে, তাহাই অন্তরের সহিত চায়। তাহারা নিজের মঙ্গল তত চায় না, যত অন্যের অমঙ্গল চায়। অন্যের ভাল দেখিলে তাহাদের বুকে যেন শেল বিঁধিতে থাকে। তাহাদের মনে নিরন্তর যে প্রার্থনা আসিতেছে, তাহা কথাদ্বারা বর্ণনা করিলে এইরূপ হয়।—

"হে পরমেশ্বর! তুমি রূপবান্ দিগকে কুৎসিত কর, সুস্থ ব্যক্তি-দিগকে রোগের জ্বালায় অস্থির কর, সুখীদিগকে শোক ও দুঃখে নিমগ্ন কর, পিতা মাতাদিগকে পুত্রহীন এবং সন্তানদিগকে অনাথ করিয়া দেও, তোমার এই জগতের সকলেরই অমঙ্গল যেন আমি স্বচক্ষে সর্ব্বদা দেখি, তাহা না হইলে আমি যে কিছুতেই সুখী হইতে পারি না।"

বস্তুতঃ সকল হিংসক লোকের মনের ভাব সংগ্রহ করিলে নরক অপেক্ষাও জঘন্য পদার্থ সকল আমাদিগের চারিদিকে রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই সকল জঘন্য ভাবে জনসমাজের যে কতবিধ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

একটী হিংসক লোকের ছবি করিতে হইলে বলা যায়; তাহার হৃদয় পরের অমঙ্গল চিন্তায় পরিপূর্ণ, তাহার জিহ্বা পরনিন্দায় নির্ম্মিত, তাহার চক্ষু পরের অহিত দর্শনে ব্যস্ত. তাহার কর্ণ পরের কুৎসা ও কুসংবাদ শুনিতে উৎসুক এবং তাহার হস্তদ্বয় কেবল পরের অনিষ্ট সাধনেই প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কদাকার মূর্ত্তি আর কি হইতে পারে? মহাকবী মিল্টন নরকবাসী শয়তানের মুখ দিয়া হিংসকের ভাব অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শুভ পথে মতি না করিব কদাচন,
চিরদিন আমাদের এই জান পণ।
ঈশ্বরের জ্ঞানবল, অশুভ হতে মঙ্গল,
যদি চায় করিতে সাধন,
হিত হতে বিপরীত, ঘটাইব সুনিশ্চিত,
কার সাধ্য করে নিবারণ।

স্ত্রীলোকদিগের কোমল ও স্নেহময় প্রকৃতিতে যখন হিংসা রাজত্ব করে, তখন তাহা অপেক্ষা কুৎসিত দর্শন আর কিছুই নাই। এমত ভয়ানক পাপ ও অনিষ্ট নাই, যাহা ইহাদ্বারা সম্পন্ন না হয়। ইহা-দ্বারাই গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, ভ্রাতাকে ভ্রাতার শত্রু করিয়া তুলে, শান্তি নিকেতন গৃহকে নিয়ত বিবাদ ও কলহ অগ্নিতে দগ্ধ

করিতে থাকে, প্রণয় সুখে বিষবর্ষণ করে এবং অপবিত্র ভাবদ্বারা সাধুচরিত্র সকলকেও দূষিত ও নষ্ট করিয়া ফেলে।

এ দেশের যেরূপ নিয়ম, যে বহুপরিবারে একত্র হইয়া সুখে কাল-যাপন করিবে, তাহাতে কাহারও মনে কিঞ্চিৎ হিংসার ভাব থাকিলে, সকল সুখের আশায় বিসর্জ্জন দিতে হয়। বরং পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া সদ্ভাবে থাকা ভাল, কিন্তু একত্র হইয়া হিংসার সেবা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এ দেশে আবার হিংসা বৃদ্ধি করিবার কতকগুলি উপায়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান পুরুষের এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করিবার নিয়ম। ইহা দ্বারা বামাকুলের যে কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে গণনা করা যায় না, এবং পুরুষেরাও তাহার ফল বিলক্ষণ ভোগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যত অত্যাচার আছে, সপত্নী করিয়া দেওয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

ইতিপূর্ব্বে এই প্রথার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল। স্ত্রীজাতি এই অন্যায় অত্যাচারে যেরূপ অস্থির হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয়, তাহাদের যদি কিছু কঠোর প্রকৃতি হইত এবং অস্ত্রধারণ করিবার বল থাকিত, তাহারা জনসমাজে ভয়ানক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া তাহারা মনের দুঃখ মনেই অনেক নিবারণ করিয়া রাখে এবং গুপ্তভাবে আপনাদিগের ভাবের পরিচয় দেয় ও দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা পাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে জঘন্য সপত্নীব্রত প্রচলিত আছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। তাহারা সামান্য দুঃখে ইহার সৃষ্টি করে নাই। ইহার প্রতিবাক্য হিংসাতে পরিপূর্ণ এবং সাধুভাব বিনষ্ট করিবার আর একটী মহাস্ত্র। বালি-কাদিগকে বাল্যকালে এই ব্রত শিক্ষা করিতে হয়। কোথায় সুকুমার-মতি বালিকারা শৈশবাবস্থা হইতে পবিত্র জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, না অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া, এইরূপ অধর্ম্ম শিক্ষাতেই তাহাদের বিদ্যা-রম্ভ হয়। যে হিংসার বীজ এখন বপন হইল, তাহা হইতে যে কত বৃহৎ বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া চিরজীবনের কত অনিষ্ট করিবে, তাহা কে

বলিতে পারে? বস্তুতঃ যত দিন সপত্নীর নিয়ম এককালে উঠিয়া না যাইবে ততদিন এ মহান অনিষ্ট নিবারণ হইবে না। সপত্নীতে সপত্নীতে সাধারণের যেরূপ দ্বেষভাব উৎপন্ন হয়, এবং তদ্দ্বারা পরস্পরের পুত্রের ও স্বামীর যে পর্য্যন্ত অপকার হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই বিলক্ষণ বিদিত আছে বলিয়া বর্ণনা করা বাহুল্য।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

স্ত্রীলোকদিগের পরম পবিত্র পতিব্রতা ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে, সর্ব্ববাদি সম্মত প্রশংসনীয় বিষয় আর কিছুই নাই। পৃথিবীস্থ সকল জাতির মধ্যেই পতিব্রতা রমনীদিগের ভূয়সী প্রশংসা বাদ শ্রুত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পতিব্রতা ধর্ম্মের যেরূপ আদর ও গৌরব করিতেন, এমত বোধ হয়, আর কেহই করেন নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রের নানা স্থানে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা পতিব্রতার লক্ষণ, অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যাদি বিষয় যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার কতিপয় স্থলের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

প্রশ্ন। পতিব্রতা বা সাধ্বী কাহাকে কহে?

উত্তর। "পতিং যা নাভি চরতি মনোবাগ্ দেহ সংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥"

আপন পতিতে যেই সদা তুষ্ট মন,
তাঁহাতেই দেহ মন করে সমর্পণ,
সেই "সাধ্বী" ধরাতলে, স্বর্গে তাঁর স্থান,
এক বাক্যে সবে তাঁর করয়ে সম্মান।

যে সৌভাগ্যবতী রমণীর মন, পতিভিন্ন কখন অন্য পুরুষের কামনা না করে, যাঁহার বাগিন্দ্রিয় অসদ্বুদ্ধিতে কখন পরপুরুষের নামোচ্চারণ না করে, যাঁহার দেহ কখনই পরপুরুষ স্পর্শ করে না, তাহাকেই সাধু-

গণ পতিব্রতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, তিনিই পতির সহিত অনন্ত স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন।

প্রশ্ন। কোন স্থানে চিরকল্যাণ বিদ্যমান্?

উত্তর। "যত্র তুষ্যতি ভর্ত্তা স্ত্রী, স্ত্রিয়াভর্ত্তা চ তুষ্যতি।
তত্র বৈশ্যানি কল্যাণং সম্পদ্যেত পদে পদে॥"

যেই গৃহে পতিপত্নী তুষ্ট উভয়েতে।
নিশ্চয় জানিবে তার শুভ পদে পদে॥

যে গৃহস্থের গৃহে, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রেমে পরিতুষ্ট, সেই গৃহে উত্তরোত্তর সকল প্রকার মঙ্গল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন। কোন্ কামিনীর জন্ম বৃথা?

উত্তর। "যস্যা নাস্তি প্রিয় প্রেম, তস্যা জন্ম নিরর্থকং।
তৎ কিংপুত্রে ধনে রূপে, সম্পত্তৌ যৌবনেথবা॥"

পতিতে যাহার নাহি পবিত্র প্রণয়,
নারীজন্ম বৃথা তার জানিবে নিশ্চয়;
কি করিবে রূপে তার কি ফল যৌবনে,
ধনে পুত্রে শোভা তার কেহ নাহি গণে।

অতুল ঐশ্বর্য্য, পুত্র, রূপ, যৌবন প্রভৃতি সকল প্রকার সৌভাগ্যের কারণ একত্র বিদ্যমান থাকিলেও, যাহার একমাত্র পতিপ্রেম নাই, সে অভাগিনীর সেই সমুদায়ই বৃথা, তাহার নারী জন্ম নিতান্তই নিরর্থক।

প্রশ্ন। কাহারা পুণ্যবান্?

উত্তর। "ধন্যাসা জননী লোকে ধন্যোসৌ জনকঃ পুনঃ।
ধন্যঃ সচপতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা॥"

ধন্য সেই পিতা মাতা ধন্য সেই পতি,
যাহাদের গৃহে দেখি পতীব্রতা সতী।

যিনি পতিব্রতা কন্যা প্রসব করিয়াছেন, ধরাতলে সেই জননীই ধন্য; যাঁহার ঔরসে পতিব্রতা কন্যার জন্ম হইয়াছে সেই পিতাই ধন্য: আর যে পুণ্যবান্, পতিব্রতা প্রণয়িণীর পরিণয় পাশে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই পতিই ধন্য ও ভাগ্যবান্।

প্রশ্ন। কোন্ কোন্ ব্যক্তি স্বর্গীয় সুখের অধিকারী?

উত্তর। "পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ,।
পতিব্রতায়া পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে॥"

পতিব্রতা-পুণ্য-ফলে, তাঁর তিন কুল,
স্বর্গ সুখে অধিকারী নাহি যার তুল।

পতিব্রতা ধর্ম্ম এমত নহে যে তাহার অমৃতময় ফল কেবল একাকিনী পতিব্রতাই সম্ভোগ করিবেন, ঐ পবিত্র পুণ্য দ্বারা পতিব্রতার পিতৃকুল, মাতৃকুল, পতিকুল, তিন কুলের সকলেই অনুপম স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

খদ্যোত।

(কাউপারের অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।)

অন্ধকার রজনীতে ঝোপের মাঝারে,
জোনাকের শতবাতী জ্বলিছে বিরলে।
শচিকান্ত গাত্রে যেন শত চক্ষু জ্বলে,
নদীর তটেতে কভু, সরসীর ধারে॥

কত লোক কত কথা বলে কত রূপ,
কোথা হোতে উঠে তার, জ্যোতি মনোহর।
কেহ বলে আভাময় তার পুচ্ছ বর,
কেহ বলে মাথা তার, জ্বলে ধূপ ধূপ॥

একথা স্বরূপ কিন্তু যা বলুক লোক,
যে হাতেতে জ্বালায়েছে আকাশের বাতী।
সেই হাতে দিয়াছে সে খদ্যোতের ভাতি,
যেমন শরীর তার তেমনি আলোক॥

দয়াবতী প্রকৃতি কহিছে যেন ছলে,
"দিয়াছি পথিক তোরে দীপ মনোহর।
"দেখাইবে পথ তোরে হোয়ে সহচর,
"সাবধানে চারিদিক যাও দেখে চলে॥

"মেরো না ও কীটবরে, যাহার আভায়,
"অল্প বটে করে কিন্তু, পথ প্রদর্শন।
"দেখায় কোথায় আছে পথের ঘাতন,
পাছে তুমি পড়ে যাও, হোঁচোটের ঘায়॥

"ক্ষুদ্রতম কীটমাত্র, মাড়াওনা যেন,
"মাড়াও না বিষধরে, পথের মাঝারে।
"এসবে রক্ষিত হোতে দিয়াছি তোমারে,
"অল্প এই আলো কিন্তু উপকারী হেন॥

যা হোক প্রকৃত অর্থ, একথা নিশ্চয়,
এ কথার নাহি চাই কিছুই প্রমাণ,
জ্বলিতে বলেছে তারে সর্ব্ব শক্তিমান,
জ্বলিতে বলেছে তারে কভু না বৃথায়॥

কোথা হে ধনাধিপতি, দম্ভের প্রধান,
লও ইথে উপদেশ, হও নম্রমতি।
কীটানু কীটেরও আছে, মুকুতার জ্যোতি,
সেও পারে করিবারে তার অভিমান॥

নারীশিক্ষা।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে গত মাঘ মাসে এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে——

১। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা-শিক্ষার আবশ্যকতা।
২। নারীচরিত।
৩। স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।
৪। প্রাণীবিদ্যা।
৫। অদ্ভুত বিবরণ।
৬। স্বাস্থ্যরক্ষা।
৭। পদ্য।

প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ। এই ভাগে ৩ খানি চিত্র আছে। পুস্তকখানি ২১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ॥০ আনা।

দ্বিতীয় ভাগে।——

১। বিদ্যাবিষয়ক কথোপ-কথন।
২। ভূগোল।
৩। খগোল।
৪। বিজ্ঞান।
(ক) বিজ্ঞানবিষয়ক কথোপকথন।
(খ) ঐ প্রশ্নোত্তর।
৫। নীতি ও ধর্ম্ম।
৬। গৃহ কার্য্য।

প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ। এই ভাগে ৮ খানি চিত্রও আছে। পুস্তকখানি ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৸০ আনা।

এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমুদয় ব্যয় "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড" হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এজন্য পুস্তকের মূল্য ঠিক খরচের মূলের অনুরূপই করা হইয়াছে। নতুবা এত বড় পুস্তকের এত স্বল্প মূল্য কখনই হইত না।

এ পুস্তক কাহাদিগের পাঠের উপযুক্ত, তাহা ইহার নামেতেই প্রকাশিত হইতেছে। এ পুস্তকের উপযোগীতার বিষয় আমাদের মত প্রকাশ করা উচিত হয় না।

যে সকল মান্য সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়, এ পুস্তক সম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠিকাগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা গেল।

আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে কি বয়স্থা স্ত্রীলোক, কি অল্প শিক্ষিতা বালিকা সকলেরই পাঠের উপযুক্ত হইয়াছে। এবং ইহার ন্যায় অদ্যাপি স্ত্রীগণের পাঠোপযোগী দ্বিতীয় পুস্তকও প্রকাশিত হয় নাই। অতএব এ পুস্তক সকলেরই পাঠ করা উচিত। ইহা পাঠিকাগণের উপকারে আসিলে ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইতে পারে।

সম্পাদক মহাশয়দিগের মত।

ইণ্ডিয়ান মিরার নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন "নারীশিক্ষা নামক পুস্তকের ন্যায়, দেশীয় বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী আর দ্বিতীয় পুস্তক আমাদিগের নয়ন গোচর হয় নাই। 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের' সাহায্যে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রসিদ্ধ বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযুক্ত প্রবন্ধ গুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে এই নারীশিক্ষা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এ পুস্তক যাহাদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে; এজন্য আমরা সকলকেই এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

ইহার দ্বিতীয় ভাগে প্রশ্নোত্তর ছলে বিজ্ঞান বিষয় গুলি অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে; অত্যল্প মাত্র সাহায্য পাইলে স্ত্রীলোকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

প্রথম ভাগে নারীচরিত, স্ত্রীজাতীর সৎকীর্ত্তি প্রভৃতি হিতোপদেশ পূর্ণ সন্দর্ভ সকল লিখিত হইয়াছে।

বামাবোধিনী সভার সভ্যেরা যে পরিমাণে স্ত্রীলোকদিগের স্থায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেরই নিকট হইতে আন্তরিক উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত।"

বেঙ্গলী নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন "নারীশিক্ষা নামক দুইখান সুন্দর গদ্য রচনা পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের' সাহায্যে বামাবোধিনী সভা হইতে এই পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য পুস্তকের এখন বিলক্ষণ অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই দুই খান পুস্তক দ্বারা সে অভাবের অনেক পূরণ হইয়াছে।

ইহাতে ইতিহাস, নারীচরিত, ভূগোল, খগোল এবং আর আর অনেক প্রকার আবশ্যক বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় এবং স্ত্রীলোক দিগের বিশেষ উপযোগী রূপে লিখিত হইয়াছে।

আমরা বিশেষ রূপে অনুরোধ করি, অন্যান্য অসার পুস্তক সকল বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক না করিয়া এই পুস্তক তাহাদিগের পাঠ্য করা উচিত।"

এডুকেশন গেজেট (শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র) সম্পাদক লিখিয়াছেন "নারীশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তক কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত। ইহার প্রবন্ধ গুলি ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার চর্চ্চা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, অনেক স্থানে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, অন্তঃপুরেও পাঠনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এবং স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইতে চলিল। অতএব এইরূপ পুস্তক সকল এই সময়কার প্রকৃত উপযোগী। ইহার প্রবন্ধ গুলি স্ত্রীলোক দিগের শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে।"

রাণাঘাট বালিকা বিদ্যালয়।

অত্রত্য প্রসিদ্ধ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের একমাত্র যত্ন ও উৎসাহে প্রায় ৫ মাস অতীত হইল এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে। ১০।১১ টী বালিকা লইয়া প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত করা হয়, পরে রামশঙ্কর বাবুর যত্নে, ক্রমে ক্রমে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে প্রায় ৪০টী হইয়াছে। একজন সচ্চরিত্র শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

এখনও এই বিদ্যালয়টীর শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই, এখনও ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিলক্ষণ সংশয় রহিয়াছে। রামশঙ্কর বাবু যেরূপ ভদ্র ও বিদ্যোৎসাহী তাহাতেই এই বিদ্যালয়টী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইয়াও এতদিন জীবিত রহিয়াছে, নতুবা দেশীয়

লোকদিগের হস্তে থাকিলে ইহা গর্ভেই প্রাণ ত্যাগ করিত।

যদিও এত অল্পকাল মধ্যে এই বিদ্যালয়টীর ছাত্রী সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপিও ইহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। কেবল একমাত্র রামশঙ্কর বাবুর রাণাঘাটে অবস্থিতির উপর বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। তিনি স্থানান্তরিত হইলে বিদ্যালয়টীর দশা যে কি হইবে বলা যায় না।

আমরা এই বিদ্যালয়টী দর্শন করিয়া সন্তুষ্টি লাভ করিলাম। ইহার প্রথম শ্রেণীতে বোধোদয় ও ভূগোল পড়া হইতেছে।

নূতন সংবাদ।

১ম। আমাদিগের ব্রাহ্মিকা পাঠিকাগণের অবগতির জন্য সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ৭ই ভাদ্র রবিবার সমস্ত দিন ও রাত্রি ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কলিকাতার নূতন "ব্রহ্মমন্দিরে" ঈশ্বরের পূজা প্রথম আরম্ভ হইবে। তথায় স্ত্রীলোকদিগের বসিবার জন্য উপরিস্থ বারেণ্ডায় আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যাঁহারা তথায় যাইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা পূর্ব্বে, ঐ ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের নিকট হইতে অনুমতি পত্রের জন্য আবেদন করিবেন। বিনা অনুমতি পত্রে কেহই প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

২য়।—গত ১০ই শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময় রাণাঘাটে একটী সুন্দর "রামধনুক" দেখা গিয়াছিল। রাত্রে প্রায় কখনই রামধনুক দেখা যায় নাই। এটী একটী নূতন আশ্চর্য্য কাণ্ড বলিতে হইবে।

৩য়। গত ২২ শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের উন্নত শিক্ষার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এটী প্রথমবার বলিয়া ছাত্রী সংখ্যা অনেক ন্যূন। মোটে ৩৬টী মাত্র পরীক্ষার্থিনী হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বালকেরা বি, এ, উপাধী প্রাপ্ত হইবার জন্য, যে সকল বিষয় পরীক্ষা দেয়, এই সকল স্ত্রীলোকও সেইরূপ পরীক্ষা দিতেছেন। একবার দেশীয় স্ত্রীলোকেরা চক্ষু খুলিয়া দেখুন, তাহা-

দিগের বিলাতের ভগ্নীরা কতদূর উন্নত হইয়াছেন।

৪র্থ। বরাহনগর বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, গত ৬ই আষাঢ় শনিবার বরাহনগর বালিকাবিদ্যালয়ের পঞ্চম সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, সভাস্থলে অনেক গুলি দেশীয় ভদ্রলাক সাহেব ও একজন বিবি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর দুইটী বালিকা অনেক গুলি পুস্তক এবং মাসিক এক টাকা করিয়া, এক বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর আর শ্রেণীতেও অনেকগুলি পুস্তক, অলঙ্কার, বস্ত্র ও খেলনা প্রভৃতি পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতি ফিয়ার সাহেব একটী বৃত্তির টাকা এবং বরাহনগরের সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা হইতে অপর বৃত্তিটী প্রদত্ত হইয়াছে। অলঙ্কারের মধ্যে দুইটী ফুল শ্রীযুত শ্যামাচরণ লাহিড়ী ডাক্তার বাবু মহাশয় প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর দুইটী বক্তৃতা হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৫ম। গত ১৪ই আষাঢ় রবিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় আড়িয়াদহা বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে হাবড়া বিভাগস্থ ডিঃ ইনিস্‌পেক্‌টর শ্রীযুত মাধবচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এবং গ্রামস্থ অনেকগুলি ভদ্র লোক, এ ভিন্ন দুইজন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন।

বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্টা ছাত্রী শ্রীমতী হরিদাসী দাসী একখান রৌপ্য পদক ও অনেকগুলি পুস্তক ও খেলানা ও পশম সমেত একটী ক্ষুদ্র টিনার বাক্‌স পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীতে ৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৫ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৬ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৯ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১৩ জন, বালিকা খেলানা ও পুস্তকাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুরস্কার প্রদত্ত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় যে গুটিকত কথা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যার আলোক সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিতে না পারিতেছে, ততদিন বালকদিগের শিক্ষার জন্য যত কেন যত্ন করা যাউক না, তথাপি "বিদ্যা" কখনই বদ্ধ মূল হইবে না।

৬ষ্ঠ। বোম্বাইয়ের দেশীয় শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে দশ টাকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দশটী ছাত্রী-বৃত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

আমাদিগের কলিকাতার শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের কার্য্য কত দিনে আরম্ভ হইবে? ঐ বিদ্যালয়ের ভারগ্রাহী উড্রো সাহেব কি শকট-চালনের জন্য দুইজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক এবার বিলাত হইতে সঙ্গে করিয়া আনিবেন? তাহা হইলে তবু এক প্রকার আশাপথে চেয়ে থাকা যায়। নতুবা ভারতবর্ষে শকট চালক স্ত্রীলোক প্রস্তুত করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে এযুগে হওয়া সম্ভব নয়।

৭ম। "সুয়েজের খাল মহাসমারোহে খোলা হইবে। ফরাশী রাজ্ঞী, অষ্ট্রীয় সম্রাট্‌, ইটালীর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র, প্রুশীয় রাজবংশের এক জন এবং অন্য অন্য অনেকে ঐ সময়ে উপস্থিত হইবেন। মিসরের পাশা মহাসমারোহে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার মানস করিয়াছেন। সুয়েজের খাল সম্রাট্‌ নেপলিয়ন, ইঞ্জিনিয়র লপপ্‌স ও ফরাশী জাতির অবিনশ্বর কীর্ত্তি এবং মানবমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ রহিল।"

৮ম। "সুইডেনের অন্তর্গত গোথেনবর্গনগরে একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, সেখানে সপ্তদশ বর্ষীয়া এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কা যুবতীগণ চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন"।

৯ম। ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন উদ্ভিদ্‌ রাজ্যের মধ্যে জুলিয়স্‌ সিজারের সময়ের বৃক্ষ অদ্যাপি জীবিত আছে। ইটালীর অন্তর্গত সমা প্রদেশের সাইপ্রেস্‌ নামক বৃক্ষের ১৯১১ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। উহা ১০৬ ফিট অর্থাৎ

প্রায় ৭০ হাত উচ্চ এবং প্রায় ১৩ হাত (২০ ফিট) মোটা। ফ্রান্সের সম্রাট্ নেপোলিয়ন সিম্প্লন নামক স্থানের সরল পথ নির্ম্মাণ কালে এই বৃক্ষটী রক্ষা করিবার জন্য পথটী বৃক্ষের নিকটে বক্র করিয়াছিলেন। উত্তর আমেরিকায় কালিফরনিয়াতে একটী বৃক্ষ আছে তাহার গুঁড়ির চক্রাকৃতি চিহ্ন সকল নিরীক্ষণ করিয়া উদ্ভিদ্ বেত্তাগণ বলেন উহা ২৫৬৫ বৎসরের গাছ।

১০ম। অবলাবান্ধব বলেন চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ প্রচারিকা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে সভা সংস্থাপনের কল্পনা হইয়াছে, সেই সভার সাহায্যার্থে সিমলায় একটী সখের বাজার হইবে। গবর্ণর জেনারালের রাজপুতানাস্থ এজেন্টের সহধর্ম্মিণী বিবি বেনল ঐ বাজার করিতে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছেন।

ঐ সদাশয়া স্ত্রীর যত্নে জয়পুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ২০।২১ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। জয়পুরের মহারাজার অর্থানুকূল্যে এবং উক্ত পরহিতৈষিণী মহিলার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বিবি মেও উপরোক্ত স্ত্রী-চিকিৎসা বিদ্যালয়ে সাহায্য দানের আশা দিয়াছেন। আমরা আশা করি প্রস্তাবিত বাজারে তাঁহার শুভাগমনও অল্প উৎসাহকর ও উপকার জনক হইবে না।

১১শ। কিছুদিন হইল অস্মদ্দেশীয় দুইটী স্ত্রীলোক আগরার তাজমহল দেখিতে গিয়া তাহার উপর উঠিয়াছিলেন। যেমন তাঁহারা সেই প্রাসাদের অত্যুচ্চ মস্তক হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত্ করিতেছিলেন, অমনই মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১২শ। সোমপ্রকাশ পাঠে জানা গেল "উত্তমাশা অন্তরীপে একটী দ্বিতীয় কহিনুর পাওয়া গিয়াছে। একজন কাফ্রি মেষপালক ইহা প্রথমতঃ প্রাপ্ত হয়। একজন ওলন্দাজ তাহাকে পাঁচশত মেষ ও কয়েকটী গরু দিয়া হীরকটী ক্রয় করেন। যত হস্তান্তর হইয়াছে ইহার মূল্য ততই বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে ইহার মূল্য তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা স্থির হইয়াছে।"

১৩শ। উক্ত পত্রের একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির তিনটী কন্যার সহিত অন্যূন কুড়িবৎসর বয়স্ক একটী বাঙ্গাল বালকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর, মধ্যমাটীর প্রায় ১২ বৎসর এবং কনিষ্ঠাটী অতি বালিকা। কিছু দিন হইল, ঐ পরিবারের বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে কন্যা, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতি থাকিতেও একটী চল্লিশ বৎসর বয়স্ক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কৌলিন্য প্রথার জঘন্যতার ভাবিলেও লজ্জিত হইতে হয়।

বামাগণের রচনা।

মধ্যাহ্ন বর্ণন।

দিবাভাগে হায় কিবা, মধ্যাহ্ন সময়।
সূর্য্যের কিরণে আহা, কি শোভিত হয়॥
এ সময় পশু পক্ষী, যত জীব গণ।
আহার কারণ সবে, করয়ে ভ্রমণ॥
হেন কালে কিবা জ্ঞানী, কিবা মূর্খ নর।
সকলেরে দেখা যায়, কার্য্যেতে তৎপর॥
নাহি কারো বুঝি হেন, অলস স্বভাব।
নিরুদ্যম থাকে দেখি, মধ্যাহ্নের ভাব॥
আহা কিবা শোভা ধরে, ধরণী তখন।
যখন আহারে সবে, হয় তৃপ্ত মন॥
যখন বিষয়িগণ, ধনের কারণ।
পরিশ্রম করে থাকে, করি প্রাণ পণ॥
যখন বালকগণ, বিদ্যা শিখিবারে।
সত্বর গমন করে, পাঠনা মন্দিরে॥

যখন যুবকগণ, জ্ঞান উপার্জ্জনে।
অভীষ্ট করিয়া যায়, সুধী সন্নিধানে ॥
যখন কৃষক মাঠে, করিয়া গমন।
মৃত্তিকা উপরি করে, হল আকর্ষণ ॥
যখন রাখাল গোষ্ঠে, করি গোচারণ।
যত্ন করি করে থাকে, গোপাল রক্ষণ ॥
যখন করিয়া সুধী, শাস্ত্র আলোচন।
অনুপম তত্ত্বরস, করে আস্বাদন ॥
যখন কুরঙ্গ কুল, তৃষার কারণ।
দিগ্ দিগন্তরে করে, জল অন্বেষণ ॥
যখন বরাহ দল, করিয়া যতন।
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মুস্তা, করয়ে ভক্ষণ ॥
যখন কেশরীগণ, ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে।
আপনার খাদ্য জীব, লয় অন্বেষিয়ে ॥
যখন দ্বিরদ গণ, লয়ে সহচর।
পল্লবাদি খেতে যায়, বনের ভিতর ॥
যখন মরাল কুল, জলের ভিতর।
খাদ্য দ্রব্য পেয়ে হয়, প্রফুল্ল অন্তর ॥
যখন বিহঙ্গ দল, আহার কারণ।
শূন্য পথে ভ্রমি করে, খাদ্য অন্বেষণ ॥
যখন বানর গণ, খাদ্যের কারণ।
বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে, করয়ে লম্ফন ॥
আহা! সে সময় ধরা, কিবা শোভা পায়।
দেখিলে তা কার নাহি, নয়ন জুড়ায় ॥
অল্প বুদ্ধি নারী আমি, কি বর্ণিব তায়।
শুদ্ধ মাত্র ধন্য ধন্য, বলি সে পিতায় ॥

শ্রী, র, সু, ঘোষ

কোন্নগর।

৫৩ নং কালেজ ষ্ট্রীট "ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে" ১লা ভাদ্র মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৪ সংখ্যা। } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

স্ত্রী-বিদ্যালয়।

স্ত্রী-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, আমরাও অনেক বার এবিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছি; সেই জন্য পুনঃ পুনঃ এক বিষয় লইয়া আন্দোলন করা উচিত বোধ হয় না। এবার যে আমরা এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছি তাহার কারণ ক্রমেই প্রকাশিত হইবে।

কুমারী মেরী কার্পেণ্টার এ অঞ্চলে আসিয়া অবধি স্ত্রী-বিদ্যালয়ের প্রতি লোকের একটী বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং সংবাদ পত্রিকা সকলেও মধ্যে মধ্যে এ বিষয় লইয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও মধ্যে মধ্যে এ বিষয় উপলক্ষে কত মতামত প্রকাশ ও কত উপায় অবলম্বন করিলেন। কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিতেছি। কত মতামত প্রকাশের পর অবশেষে গবর্ণমেণ্ট সদয় হইয়া যদিও বাঙ্গালা দেশের মধ্য বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক উড্রো সাহেবের হস্তে স্ত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপনের ভার দিলেন, কিন্তু তিনি আবার বিদ্যালয়ের যে

নিয়ম করিতেছেন, তাহাতে যে কখন আমাদের আশা পূর্ণ হইবে এমত বোধ হয় না। বেথুন সাহেবের বালিকাবিদ্যালয় বাটীর এক পার্শ্বে ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার জন্য আবশ্যক বিষয় গুলিও প্রস্তুত হইয়াছে, এবং শুনাও যাইতেছে ঐ ভাবি স্ত্রী-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকার জন্য প্রতি মাসে টাকাও গৃহীত হইতেছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে না কেন? উত্তরটী কৌতুককর—"স্ত্রীলোক শকট চালক (গাড়য়ান) এবং স্ত্রীলোক সয়িস্" যত দিন পাওয়া না যাইবে তত দিন বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে না—এইটী সাহেবের উত্তর।

এখন দেখা যাউক কি হয়।

এদেশের স্ত্রী-লোকেরা ত এখনও এতদূর বিদ্যাবতী হয় নাই, এবং এত স্বাধীনতাও পায় নাই যে শকট চালনা কার্য্য করিতে সক্ষমা হইবে। সাহেব এবার বিলাত গিয়াছেন, এই সুযোগে যদি তিনি স্বদেশ হইতে দুই তিনটী স্ত্রী-গাড়য়ান এবং সয়িস্ আনেন্ তাহা হইলে স্ত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপনের আশা হইতে পারে। বিলাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন এ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হওয়া কাহারও সাধ্য নহে—আমরা সাহেবকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করি, তিনি যেন এদেশ প্রত্যাবর্ত্তন সময় ২।৩টী বিবি সইস ও বিবি—গাড়ওয়ান লইয়া আইসেন।

এ সময় সাহেবকে দুই চারিটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। সাহেবের মনে মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে, যে আমি এদেশের সকল প্রকার অবস্থার বিষয় বিশেষ রূপ বুঝিতে পারি—এই বিশ্বাস ও অহঙ্কারের উপর নির্ভর করিয়াই এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছেন, সাহেব মনে করেন স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষার জন্য ঐরূপ উপায় সকল গ্রহণ না করিলে, তাহাদিগের সতীত্ব রক্ষা হওয়া দুষ্কর, কিন্তু সাহেবের এইটী জানা উচিত যে—

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

"বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।"

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এদেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পতিব্রতা ও সাধ্বী, পৃথিবীর অন্য দেশের স্বাধীন স্ত্রীলোকেরা সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। পুরুষ গাড়ওয়ান ও সইস দ্বারা অনায়াসে কার্য্য চলিতে পারিবে, তাহাতে বাঙ্গালীদিগের কোন আপত্তি হইবার কারণ দেখা যাইতেছে না। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের জন্য অতদূর সাবধান হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা সাহেবকে অনুরোধ করি তিনি, এ মিথ্যা ভয় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই বিদ্যালয় সংস্থানের চেষ্টা পান।

এই তো বিদ্যালয় সংস্থাপনের কত বিঘ্ন। এমন বিঘ্ন ও কুসংস্কারের মধ্যে দিয়া স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। যখন এদেশে কুমারী কারপেন্টার আগমন করেন নাই, যখন বহুল রূপে সংবাদ পত্রিকাতে এ বিষয় লইয়া আন্দোলিত হয় নাই—যখন এ বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি পড়ে নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটী "মল্লিক পারিবারিক স্ত্রী-বিদ্যালয়ের" কার্য্য চলিতেছে। এটী আমাদের পক্ষে কম আহ্লাদের ও গৌরবের বিষয় নহে। ইহা পাঁচ বৎসর কাল সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে ২২ জন বয়স্থা স্ত্রীলোক অধ্যয়ন করিতেছেন, বিদ্যালয়ের কার্য্য শুদ্ধ দুইজন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তথাপি ইহার নাম সংবাদ পত্রিকা দ্বারা পরিঘোষিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করা হয় নাই; ইহার কার্য্য আস্তে আস্তে সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এখন আমরা সাধারণের বিশেষতঃ তোমাদের অবগতির জন্য ঐ "মল্লিক পারিবারিক স্ত্রী-বিদ্যালয়ের" পঞ্চম বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বিদ্যালয় ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম শ্রেণীতে ৫ জন, ২য় শ্রেণীতে ৬ জন, ৩য় শ্রেণীতে ৩ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ৪ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৪ জন সর্ব্বশুদ্ধ ২২ জন স্ত্রীলোক অধ্যয়ন করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে,

এজন্য শিক্ষয়িত্রীদ্বয়কে পুরস্কার স্বরূপ দুইখান সুবর্ণ পদক প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা আশা করি এই দৃষ্টান্তটী যেন পত্রিকাতেই আবদ্ধ না থাকে, যাঁহারা স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অভাব মনে করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্ব স্ব গৃহে এইরূপ পারিবারিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া এক প্রকার শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশিষ্ট রূপ উপকার দর্শিতে পারে। উড্রো সাহেবের মুখ চেয়ে আর তোমরা কত দিন থাকিবে!!

গত ২৩ শে শ্রাবণ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময় মল্লিক পরিবারের বাসগৃহে ঐ পারিবারিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঐ মল্লিক পরিবারের প্রতিবেশী ও আত্মীয় ৫০ জন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন।

সকলে একটী সুপ্রশস্ত গৃহে উপবেশন করিলে পর ৪ জন ছাত্রী একটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন।

সঙ্গীত শেষ হইলে শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতাটী পাঠ করিলেন——

"ভগ্নিগণ! প্রায় পাঁচ বৎসর হইল আমরা এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়া ক্রমান্বয়ে তোমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেছি, তোমরাও সাংসারিক নানা প্রকার বিঘ্ন ও বিপত্তি এবং কুটিল দেশাচার ও কুলাচারের ভয় ও পুরবাসীদিগের কটুকাটব্য অতিক্রম করিয়া বিদ্যারূপ মহাধন উপার্জ্জনার্থে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া অস্মদ্ ভবনে আসিয়া অতি যত্নের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ। ইহাতে আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে তোমরা এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে পঞ্চম বৎসর অতিবাহিত করিলে, ও অদ্যাবধি বিদ্যার জন্য ব্যাকুলিত আছ। ইহা দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়া সেই পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং আগামী বৎসরের জন্য বর প্রার্থনা করি। অতএব হে ভগ্নিগণ,! যেমন জগদীশ প্রসাদাৎ এক্ষণে নিরাপদে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিলে, তবে পুনর্ব্বার নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া

বিদ্যা শিক্ষার সহিত আত্মোৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হও, বিদ্যানুসন্ধানের সহিত আত্মানুসন্ধান কর; প্রত্যহ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তোমাদের আত্মা সৎকর্ম্ম করিতেছে, কি অসৎ কর্ম্ম করিতেছে, উন্নতি কি অধোগতিতে যাইতেছে, তোমরা যে এত কায়িক ও মানসিক শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যারূপ মহামূল্য রত্ন সঞ্চয় করিতেছ, তাহা যেন তোমাদের সাংসারিক বৃথা আমোদ প্রমোদে পরিণত না হয়, তোমাদের লক্ষ্য যেন ধর্ম্মের প্রতি উত্তেজিত হয়।

"অনেকে বিদ্যা শিক্ষা করেন, যাহাদের লক্ষ্য কেবল সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিষ্ঠা-ভাজন ও মাননীয়া, গণনীয়া এবং আদরণীয়া হইব। হায়! তাহাদিগের লক্ষ্য এই পর্য্যন্ত! কিন্তু বিদ্যা যে কি ধন ও ইহা দ্বারা যে কি উপকার সম্ভবে তাহা তাহারা জানে না, কেবল অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে, বৃথা আমোদ করাকেই প্রশংসার কার্য্য জ্ঞান করে, এবং দুই এক খানি পুস্তক দৃষ্টি করিয়াই বিদ্যাবতী হইয়াছি বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। অতএব ভগ্নিগণ! সাবধান তোমাদের স্বভাব যেন এরূপ না হয়। তোমাদের লক্ষ্য যেন মহান্ হয়, ও অটল ভাবে স্থিতি করে, এবং ধর্ম্মের প্রতি ধাবিত হয়। তোমরা যেমন বিদ্যা শিখিতেছ তৎ সঙ্গে তাহার কার্য্য করিতে শিখ। তাহা হইলে আত্মার উন্নতির পক্ষে তোমাদের সহজ হইবে ও এক নূতন শ্রী লাভ করিতে পারিবে। ইহা দ্বারা আত্মার মলিনতা দূর কর এবং আপনার ও সাধারণের মনোরঞ্জন কর এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে যত্নবতী হও, নতুবা এই দুর্ল্লভ মানব জন্মকে বৃথা ক্ষেপণ করিও না। দেখিও সাবধান, তোমাদের বিদ্যা যেন দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারের কারণ না হইয়া উঠে, ইহার প্রভাবে তোমরা আত্মার অসদ্ভাব ও অজ্ঞানান্ধকার ও সংসারের কুটিল কুপ্রবৃত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

"ভগ্নিগণ! তোমরা যেমন উপদেশ পাইতেছ তদনুযায়িক কার্য্য কর। আত্মাকে সৎপথে রাখিতে চেষ্টা কর। এই সংসারের নানা প্রকার প্রলোভনের মধ্যে অটল থাক, অল্প শোকে মুহ্যমান ও অল্পআনন্দে একবারে উন্মত্ত হইও না, স্থির ভাবে সুখ দুঃখ বহন কর, এই অসার

সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে; সকলি অস্থায়ী, অনিত্য; কেবল আমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত পরম পিতা পরমেশ্বর ইহার উদ্ভব করিলেন। তোমরা তাঁহার প্রতি আত্ম সমর্পণ করিয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন কর। তিনি অভয়দাতা, অভয় দান করিবেন, আমরা যদি এক পদ অগ্রসর হই তিনি শতপদ অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে লন, তিনি কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। সতত আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিয়া তাঁহার ভাবের ভাবুক করিতে চেষ্টা কর এবং তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে চিরদিন হৃদয়ে রাখিবার জন্য প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও প্রসন্নতা প্রার্থনা কর, তিনি নিরুপায় ও নিরাশ্রয় জ্ঞানহীনা অবলাদিগের প্রতি সদয় হইয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। ভগ্নিগণ! দেখিও এমন করুণাময় ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ভুলিও না, সদত তাঁহার চরণে মন-নিবিষ্ট রাখিবে, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই।

"এই সংসার ও সংসারের কন্যা পুত্র আমাদিগকে সুখ দিতে পারে না, আমাদের সুখ ভূমা ঈশ্বরে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আমরা এমনি মূঢ়মতি যে সাংসারিক একটী বৃথা সুখে বঞ্চিত হইলে এই দুর্ল্লভ জীবনকে অসার জীবন জ্ঞান করি। অল্প বিপদে সর্ব্বনাশ হইল জ্ঞান করি। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন যে হৃদয় জ্বলিতেছে ও শূন্য হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করি না; হায়! সর্ব্বনাশ আমাদের কিসে? ঈশ্বর ভিন্নই আমাদের সর্ব্বনাশ। যিনি প্রাণ হইতে প্রিয়তর, যাঁহাকে জরা মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি আমাদের আত্মার মধ্যে স্থিতি করিতেছেন। এবং আমাদের এত নিকটে রহিয়াছেন যেমন হস্তস্থিত আমলক বৎ প্রতীয়মান হন।

যে মহাত্মা ইহাঁকে জানিয়া স্বীয় আত্মায় আত্মস্থ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার আস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব ভগ্নিগণ! একনিষ্ঠা হইয়া তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

হে বিশ্বাধার বিশ্বাধিপ পরমেশ্বর! এই অবলা দুঃখিনী কন্যাদিগের প্রতি সদয় হইয়া জ্ঞানধর্ম্ম ও বিদ্যা বুদ্ধি প্রেরণ কর, ও পাপ হইতে

মুক্ত করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর, আত্মাকে তোমার পবিত্র চরণে বিলুণ্ঠিত করাও, আমরা নিজের বলে কিছুই করিতে পারি না, তোমার অমোঘ কর প্রেরণ কর, তুমি আমাদিগের একমাত্র সহায় ও সম্পত্তি। পিতা মাতা সুহৃৎ ও বন্ধু, আমরা তোমারই শরণাপন্ন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সমস্বরে তোমার গুণ কীর্ত্তন ও মহিমা বর্ণন করুক। তোমার মঙ্গল- রাজ্য জগতে বিস্তার হউক ও এই মর্ত্ত্য পৃথিবী স্বর্গ তুল্য হউক।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়া।

এই বক্তৃতার পর শ্রীমতী রাইমণি নিম্নের 'উদ্বোধন" দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

উদ্বোধন।

"দয়াময় পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য আমরা সকল ভগ্নিতে এখানে মিলিত হইলাম, সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিনীতভাবে সেই পিতার পূজা করি, পবিত্র হইবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন, এবং আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

তৎপরে একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত গীত হইল।

অতঃপর উপাসনা সমাপ্তে দুইটী গান গীত হইল।

অনন্তর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ হইলে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমতি রাইমণি এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

"হে প্রিয় ভগ্নিগণ! তোমরা যদবধি এই স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ, সে সময় অতি অল্প হইলেও তোমরা এত উত্তম শিক্ষা করিয়াছ ইহা দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, তোমরা এ বিষয়ে আরও যত্নবতী হইয়া বিদ্যায় মনোনিবেশ কর, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে শিখিতে পারিবে। যত আলোচনা করিবে তত বুঝিবে যে বিদ্যা কি অমূল্য নিধি!

বিদ্যাজ্যোতি মনোমধ্যে প্রবেশ করাইলে মনোমালিন্য অন্তর্হিত হইবে এবং সাংসারিক শোক দুঃখ তোমাদিগের আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিবে না। বিদ্যার প্রভাবে উদারতা নম্রতা ও সরলতা আসিয়া হৃদয়কে এক নব আনন্দ রসে আনন্দিত করিবে এবং ধর্ম্ম রূপ আলোক আসিয়া তোমাদিগের অন্তঃকরণকে জ্যোতিষ্মান করিবে। অতএব ভগ্নিগণ, এমন মহামূল্য ধনকে তোমরা হেলায় পরিত্যাগ করিও না। দেখ পুরাকালে এক সময়ে বিদ্যার দ্বারা এই ভারত ভূমি কেমন অলঙ্কৃতা হইয়াছিল; কত মহিলাগণ তাঁহাদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ভারত-ভূমিতে চিরস্মরণীয়া রহিয়াছেন। সাক্ষ্য দেখ, লীলাবতী তর্কশাস্ত্রে কত মহামহোপাধ্যায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এবং খনা জ্যোতিষ বিদ্যায় অদ্বিতীয়া ছিলেন। আহা! জ্যোতিষ-বিদ্যা তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া মনে কি অপার আনন্দ উপভোগ করিলাম, ভগ্নিগণ এই পৃথিবী—যাহার বক্ষঃস্থলে আমরাই উপবিষ্ট আছি—ইহার যৎ সামান্য ভাগ মাত্র আমাদিগের দৃষ্টি পথে পতিত হয় এবং সেই অত্যল্পাংশেই কত শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে ভক্তি ও প্রেম রসে প্লাবিত করিতে পারি, আর যখন ভূগোলাদি বিদ্যালোকে ধরিত্রীর সকল স্থানের সকল প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু সকল দেখিতে পাই, তখন কতই না অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে নিমগ্না হই। কিন্তু হে ভগ্নিগণ, যখন জ্যোতিষ বিদ্যার প্রভাবে জানিতে পারি, সূর্য্যদেব যাহাকে আমরা একখানি থালের ন্যায় দেখিতে পাই, তাহা আমাদিগের ধরাপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণ বৃহৎ, আর যে অসংখ্য তারকা পুঞ্জ নিশিতে খদ্যোতপুঞ্জের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদিগের প্রত্যেকটী এক একটী সূর্য্যের ন্যায় ও অনেকেই আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা বহু গুণে বৃহৎ। এবং যখন কল্পনা করি যে আমাদের এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি সর্ষপ তুল্যও নহে, তখন একেবারে বিস্ময়-সাগরে ভাসমান হই; তখন আপনাদিগকে অণু অপেক্ষায় কোটি কোটি গুণে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টার গুণানুকীর্ত্তনেই মগ্ন হইতে হয়। তিনি আমাদের মত ছার জীবদিগকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিস্মৃত হয়েন না। হায়! পরম পিতা সে দিনের

সূর্য্যকে কবে এই ভারত ভূমিতে উদিত করিবেন, যে দিবস আমরা দেখিব প্রত্যেক হৃদয় ও প্রত্যেক পরিবার বিদ্যাভূষণে ভূষিত হইয়া জগতের মঙ্গল চিন্তায় কালাতিপাত করিবেন। ভগ্নিগণ! এক্ষণে তোমাদের উৎসাহের জন্য অদ্য পারিতোষিক দান ছলে আমরা সকলে কেমন আনন্দ লাভ করিলাম।

"হে মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার কর, তোমার প্রেম শিক্ষা দিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অনুগত কর, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমার জয় ঘোষণায় ঘোষিত হউক, তোমার নাম কীর্ত্তিত হউক, নরনারী সকলে মিলিয়া তোমার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে থাকুক!"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে শ্রীমতী নন্দিনী বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক কিছু পাঠ করিলেন।

বক্তৃতার পর পুরস্কারের উপযুক্তা ছাত্রীদিগকে যথাক্রমে পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

অনন্তর ৪টী সঙ্গীত হইয়া পারিতোষিক দান কার্য্য শেষ হইল।

(ক্রোড়পত্র দেখ)।

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

(গত প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন। প্রকৃত গৃহস্থ কাহাকে কহে?

উত্তর। "গৃহস্থঃ সহি বিজ্ঞেয়ো, যস্য গেহে পতিব্রতা।"

গৃহস্থ তিনিই যাঁর গৃহে পতিব্রতা।

যাহার গৃহে পতিব্রতা ভার্য্যা বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকেই যথার্থ গৃহস্থ বলা যাইতে পারে।

প্র। কোন্ কোন্ বিষয়ে ভার্য্যার প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়?

উ। ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য, ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ।
ভার্য্যা ধর্ম্ম ফলা বাস্তো, ভার্য্যা সন্তান বৃদ্ধয়ে॥

গৃহস্থের মূল ভার্য্যা, ভার্য্যা সুখ মূল,
ধর্ম্মফল লাভে ভার্য্যা সদা অনুকূল;
সংসারের সার ভূত স্নেহের আধার—
বংশধর তনয়ের ভার্য্যা মূলাধার।

পতিব্রতা ভার্য্যাই, গৃহস্থাশ্রম, সাংসারিক সকল সুখ, ধর্ম্ম ফল প্রাপ্তি ও বংশ বৃদ্ধির মূল কারণ।

প্র। কোন্ স্ত্রী সুরক্ষিতা?

উ। "অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্ত কারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

অররোধে রুদ্ধ করি রাখ অনুক্ষণ,
বিশ্বস্ত প্রহরী তার রাখ শত জন,
তথাপি রক্ষিত নারী নহে যথোচিত;
নিজের রক্ষক যেই সেই সুরক্ষিত।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদিগকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও, স্ত্রীগণ অরক্ষিত; কিন্তু যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিত।

প্র। প্রকৃত ভার্য্যা কাহাকে কহে?

উ। "সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।"
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা, পতি দেশানুবর্ত্তিনী॥

বাক্য মন কর্ম্ম যার পবিত্রতা ময়,
পুত্রবতী যেই ভার্য্যা, পতিবশে রয়;
পতিরে দেখয়ে যেই প্রাণের সমান,
তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা সম্মানের স্থান।

যিনি স্বামীকে প্রাণ তুল্য দেখেন, যাঁহার বাক্য, মন ও কর্ম্ম পবিত্র,

যিনি স্বামীর বাক্য প্রীতি ও প্রফুল্লতার সহিত প্রতিপালন করেন, এবং যিনি সন্তানবতী, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা।

প্র। সাধু শীলা স্ত্রীর কিরূপ হওয়া উচিত?

উ। "ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা, সখীব হিত কর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাবং গৃহ কার্য্যেষু দক্ষয়া।"

ছায়ার সমান সাধ্বী পতি অনুগতা
সখীর সমান পতি-হিত-ব্রতে রতা,
থাকিবেন হৃষ্ট-মনে; হয়ে সযতন,
গৃহ কার্য্য করিবেন সুখে সম্পাদন।

সাধুশীলা স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবেন, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ ভোগ বিষয়ে স্বামীকে অতিক্রম করিবেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বামীর ভ্রম প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, যেহেতু ঈশ্বর তাঁহাকেও সদসৎ বিবেচনা শক্তি দিয়াছেন। অতএব হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন। আর প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

প্র। সাধ্বী স্ত্রীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

উ। "ন কেনচিদ্বিবদেচ্চ, অপ্রলাপ বিলাপিনী।
ন চাতি ব্যয়শীলাস্যাৎ, ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী॥"

অনর্থক বহু ভাষ অপব্যয়ে সাধ,
ত্যজিবেন অন্য সহ কলহ বিবাদ,
পতি-ধর্ম্ম বিরোধিনী না হবেন সতী,
অর্থ ব্যয়ে লইবেন পতির সম্মতি।

সাধ্বী স্ত্রী কাহারও সহিত বিবাদ, অনর্থক বহু ভাষণ ও অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে পতির বিরোধিনী হইবেন না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

সময়।

ওই যে উড়িছে পাখী অবিরাম গতি,
বিস্তারিয়া পক্ষ তার ত্রিভুবন ময়,
মার তারে হবে তুমি, নিজে আত্মঘাতী,
তাহার কণাঙ্গ মাত্র না হইবে ক্ষয়।

ওই যে বহিছে মন্দ, চির স্রোতস্বতী,
বিস্তারি প্রবাহ তার সর্ব্ব দেশময়;
কেহ না বলিতে পারে ভ্রমিয়া যুকতি,
কোথায় জনম তার কোথা হবে লয়।

স্মৃতির পবন ভরে তুলি দিয়া পাল,
যাও তীর্থে উজাইয়া এ প্রবাহ ধরি;
কত যে দেখিবে দেশ পূরিত প্রবাল,
কত রম্য বন শোভা, কুসুম সুন্দরী।

কে কবে দেখেছে হেন রাজ রাজেশ্বর
সর্ব্বজীবে সর্ব্বদেশে যিনি অধিপতি;
তপন চন্দ্রমা দুই সারথি সুন্দর
দিবা রাত্রি অশ্ব বাঁধা রথে সদাগতি।

কাল—কি ভীষণ রব, যাইতেছে কাল,
পূরিএ আরবে দেশ চলি যায় রথ;
যে শুনে অমনি গণে মনেতে জঞ্জাল,
করাঘাত করে বক্ষে স্মরি পূর্ব্ব পথ।

বিগত না হোলে কাল বিমূঢ় মানব
জানে না মর্য্যাদা তার—কি ধন সময়;

হেলায় হারায় সব জীবন গৌরব,
শেষের সে দিন যেন না হবে উদয়।

চপল জীবন তবে কেন বলে নর?
কেন পাপ মুখে গায় পরমেশ দোষ?
কার্য্যেতে দুহাতে ব্যয় করিছে তৎপর,
যেন সে করিতে চায় শীঘ্র ক্ষয় কোষ।

যখন চাহিবে জ্ঞান দিতে তার ধার,
কি ধনে তাহারে তুমি তুষিবে তখন;
জিজ্ঞাস বিগত কালে কি আছে তাহার,
কি কথা লইয়া গেছে ঈশ্বর সদন।

দাম্পত্য-প্রেম।

(অবলা বান্ধব হইতে উদ্ধৃত)

মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রণয়-শীল, তাহার প্রণয়ভাব জগৎব্যাপ্ত হইতে পারে, তিনি জগতের সমুদয় লোককে অকপট প্রণয় করিতে পারেন, তাহার প্রণয়লাভে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গও বঞ্চিত হয় না। হৃদয়ের এই যে প্রণয় ভাব সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে, তাহাই কি দাম্পাত্যপ্রেমের মূল? স্বামী হইতে স্ত্রী ও স্ত্রী হইতে স্বামী যে নির্ম্মল প্রীতি লাভ করেন, সর্ব্বত্রগামী প্রণয় হইতেই কি তাহার উদ্ভব হইয়াছে? প্রত্যেক ব্যক্তির আপন হৃদয়কে এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। আমাদিগের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে উত্তর আসিয়াছে, তাহাতে জ্ঞাপন করে উভয়ের একমূল হইতে উৎপত্তি হয় নাই। প্রেমময় পিতা আমাদিগের প্রতি তাঁহার যে অজস্রপ্রেম বর্ষণ করিতেছেন, আমরা সর্ব্বসাধারণে যে প্রণয় প্রকাশ করি, এ তাহারই প্রতিবিম্ব। সুতরাং এ প্রণয় ঊর্দ্ধ্বগামী হইয়া সেই পবিত্রচরণ স্পর্শ করিবে না। এ প্রণয় নীচগামী,

স্বর্গ রাজ্য হইতে ইহা মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহার ভাব মর্ত্তলোকেই বদ্ধ থাকিবে। কিন্তু দাম্পত্য-প্রেম দেবভাব হইতে উৎপন্ন, ইহা ঈশ্বর প্রেমের আদর্শ। দম্পতির হৃদয়ে যে অকপট ও অবিভক্ত প্রেমবাস করে, তাহাই ঊর্দ্ধগামী হইয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাবের বৃদ্ধি করে। সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে যখন যে ভাবে পতিত হই, কোন অবস্থায়ই করুণাময় ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না, সংসারের কোন্ স্থল হইতে এরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে অভ্যাস করা হয়।

পাঠক সেই বিবাহের দিন—সেই প্রণয় উৎসবের দিন স্মরণ করিয়া দেখ, যে সকল গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া দাম্পত্যধর্ম্ম বন্ধন করিয়াছ, তাহা একবার মনে কর, তৎপর সংসারের নানাপ্রকার বিপদ সম্পদে পতিত হইয়া যে প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিতে পার নাই, যাহার গুরুত্ব নিয়ত অনুভব করিয়াছ, তাহা আন্দোলন করিয়া দেখ, বুঝিবে সংসারে এমন একস্থান আছে, যেখান হইতে অটল ঈশ্বর প্রীতি শিক্ষা করা যাইতে পারে। সে স্থান কোথায়? দম্পতি হৃদয়ের অন্তস্তল অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে।

যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, দুর্ব্বল মনুষ্যের নানাপ্রলোভ পরিপূর্ণ সংসারে থাকিয়া, অটল ঈশ্বরপ্রীতি শিক্ষা করিবার বিষয়ে দাম্পত্য-প্রেমই মহৎ উপায়; তখন স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ অতি গুরুতর বলিতে হইবে। আজীবনের জন্য এই সম্বন্ধ, কোন অবস্থায় ইহা ভিন্ন করিতে হইবেনা। ভার্য্যার ও ভর্ত্তার হৃদয় এক করিতে হইবে। সকল বিষয়ে যাহাতে উভয়ের সমসুখ-দুঃখতার উদ্রেক হয়, তাহার চেষ্টা পাইতে হইবে। উভয়ের অন্তরের এইরূপ যোগ হইলে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত যোগ দিতে অভ্যাস হইবে। যাহাদিগের প্রেমের ভিত্তি এইরূপ দৃঢ় তাহারাই পুণ্যবান মহৎলোক। কিন্তু এইরূপ প্রণয় সংস্থাপনে কয়জন লোক প্রবৃত্ত হন? অনেকের প্রণয়ই কি অদূরকাল স্থায়ী নহে? যৎসামান্য কারণেও কি অনেকের প্রণয়বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় নাই? ইহার কারণ কি? মনুষ্য সচরাচর প্রণয়দান কালে তাহার দেবভাব বিস্মৃত হইয়া

যান, নীচ প্রকৃতির অধীন হইয়াই আদানপ্রদান ক্রিয়া সমাপ্ত করেন। আন্তরিক ভাবের একযোগ না থাকিলেও অস্থায়ী বাহ্য রূপেই অনেকের চিত্ত হরণ করে, সুতরাং সেই মোহকরী শক্তির অন্তর্দ্ধান হইলেই প্রণয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, স্থল বিশেষে চিরবিচ্ছেদ ও শত্রুতা উপস্থিত হয়। যে খ্রীষ্ট রাজ্যের অধিকাংশ স্থলে পাত্র পাত্রীর ইচ্ছানুসারে বিবাহ হইয়া থাকে, তথাকার লোকেও যে সচরাচর রাজনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিবাহিতা বনিতাদিগকে পরিত্যাগ করে, তাহার কি এই কারণ নয় যে উভয়েই পরস্পরের বাহ্য রূপে মোহিত হইয়া বা পশুভাবের বশ হইয়া প্রথমে প্রণয় দান করিয়াছিল? যাহারা নীচ প্রকৃতির অধীন হইয়া প্রণয় বন্ধন করতঃ সেই ভাবেই তাহাকে পোষণ করে, তাহাদিগের প্রণয় কখনই পরিণামে স্থায়ী হয় না।

যে যে দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, তথায় সন্তান সন্ততির হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চার হওয়া দূরের কথা, তাহার নাম অবগত না হইতেই পিতা মাতার অনুমতিক্রমে বিবাহ হইয়া যায়। এই বৈবাহিক বন্ধন যে কত অনর্থপাতের হেতু হইয়াছে, তাহা অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না। বাঙ্গালীদিগের অধিকাংশেরই বাল্যকালে বিবাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের আত্মবিবেচনার দোষে না হউক পিতা মাতার ত্রুটিতে এক প্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি আগেই হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রীর বয়ঃপরিণত হইলে অনেক স্থলে অমৃত মন্থনে বিষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ অবস্থায়ও যদি মনুষ্যের হৃদ্বোধ হয়, সামান্য সুখভোগের নিমিত্ত বৈবাহিকসূত্রে সম্বদ্ধ হওয়া হয় নাই, ইহাতে এক অত্যুচ্চ দেবভাব বিরাজ করিতেছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অচল প্রেমভাব প্রকাশ করিতে অভ্যাস হয়, তবে প্রণয় পদার্থকে উপেক্ষা করিতে আর তাহার সামর্থ্য হয় না। তাহার যত কষ্ট ভোগ হউক না কেন কিছুতেই তাহার প্রকৃত প্রেম বিলোড়িত হইবে না। সে প্রেম ও প্রেম পদার্থকে গাঢ়রূপে হৃদয়ে ধরিতে অভ্যাস করে, যেন সে ঈশ্বরকেও এই ভাবে ধারণ করিতে পারে। যে সকল স্ত্রী পুরুষ, একবার মনান্তর হইলেই তাহাদিগের প্রণয়ের পদা-

র্থকে পরিত্যাগ করে, তাহারা ঈশ্বরের সহিত অনন্ত যোগ সংস্থাপন করিতে পারে না। ঈশ্বরের সহিত যোগ করিতে যাইয়া যদি তাহারা কোন প্রকার ক্লেশ পায়, অমনি তাহারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের মনোভিমত সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও দাম্পত্য-প্রেমের অবমাননা করেন নাই, তাঁহারা যে কোন বিঘ্ন বিপত্তিতে পতিত হইয়া ঈশ্বরের অপমান করিবেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

যখন দেখা যাইতেছে দাম্পত্য-প্রেমের মূলে এক মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ আছে, তখন সর্ব্ব প্রকারে সাবধান থাকিতে হয়; সেই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে যেন কোন প্রকারে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে না পারে। আক্ষেপ এই, আমাদিগের দেশের লোকেরা এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুধাবন করেন না। বহুদার পরিগ্রহ করা এ দেশে গৌরবের চিহ্ন। বহুভার্য্যাপুরুষ একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না, যে তাহারা অনেকেরই পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারো হৃদয় গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার নিকট অনেক মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে সুগন্ধদানে আমোদিত করিতেছে না। তিনি হৃদয়হীন সৌন্দর্য্যের অধিকারী। তিনি ভোগার্থ বহু স্ত্রী প্রাপ্ত হইছেন, কিন্তু একটীও জীবনসহচরী প্রাপ্ত হন নাই। অনেকেই তাহার আমোদের অংশ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু কেহই সুখী হইতেছে না। সামাজিক নিয়ম তাহাদিগকে তাহার সহবাসে আবদ্ধ রাখিতেছে, কিন্তু প্রণয়ে তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে নাই। এস্থলে স্বামী ও স্ত্রী সমুদয় দেবভাবহীন, কেবল পশুভাবই তাহাদিগের সম্মিলনের লক্ষ্য। প্রকৃতপ্রেমের ভাব, পরিশুদ্ধ পবিত্রতার ভাব তাহাদিগের হৃদয়ে নাই। তাহারা শূন্য হৃদয় লইয়া বাস করিতেছে। যাহাদিগের দাম্পত্য-প্রেমের অভাব, তাহারা কি প্রকারে ঈশ্বরের প্রতি অকপট প্রেম প্রকাশ করিতে অভ্যাস করিবে? তাহারা যেমন পশ্বাচারে অনুরক্ত তাহাদিগের জীবনও সেইরূপ পশু ভাবেই গত হইবে।

আমাদিগের দেশের যে ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা যে

কেমন প্রচণ্ড বেগে রসাতলে যাইতেছে, তাহা অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা, তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলেনিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবং॥"

এই দেব বাক্যের প্রকৃত সমাদর কয়জন লোকে করেন, এমন কয়টী গৃহ আছে যাহা দর্শন করিলে এইবাক্য স্বতঃ স্মরণ হয়। আমরা কেবল কুশদ্বারা হস্তে হস্তে বন্ধন করি, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন করিতে কখনও যত্ন করি না। যে পর্য্যন্ত এ যত্ন না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত গৃহসুখ হইবে না। অকপট ঈশ্বর প্রেমের বৃদ্ধি হইবে না, সকলই শূন্য বোধ হইবে। অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য দাম্পত্য-প্রেম বৃদ্ধি পক্ষে প্রকৃত যত্ন করা হয়, যেসকল সামাজিক নিয়ম ইহার প্রতিকূলতা করিতেছে, সাধ্যমত তাহার উচ্ছেদ করা হয়।

নূতন সংবাদ।

১ম। সম্প্রতি জাহানাবাদে একটী বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর কেচকাপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীরপাই। পাত্রী কাশীগঞ্জ নিবাসী শ্রীকাশীনাথ পালধির কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী।

২য়। কলিকাতায়ও গত শ্রাবণ মাসে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর হাইকোর্টের উকিল বাবু শ্রীনাথ দাসের পুত্র শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস। পাত্রী শ্রীমতী সৌরভিনী দাসী ভবানীপুরস্থ নবকৃষ্ণ বসুর পুত্রী।

৩য়। "ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্ট নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলেখ্যে স্ত্রীলোকদিগকেও সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিয়াছেন।"

ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র হইতে অনুবাদিত।

৪র্থ। এক খান বিলাতী চিকিৎসা পত্রে একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন চিকিৎসা শাস্ত্রের যত উন্নতি হইতেছে পৃথিবীর যাবতীয় পীড়ায় মৃত্যু সংখ্যা তত বৃদ্ধি হইতেছে।

৫ম। বিবি মার্টিনের কর্ত্তৃত্বাধীনে পুনাতে একটী শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। সাংলির প্রধান পুরুষের স্ত্রী ঐ বিদ্যালয়ে ১২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ। মিশর দেশের অন্তর্গত কেয়ারো নামক নগরের নিকটে একটী বৃক্ষ আছে, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে জোসেফ এবং মেরী শিশু যীশুকে লইয়া মিশর দেশে পলায়ন কালে তাহার তলায় আশ্রয় লইয়া ছিলেন। সুয়েজ খাল খননকারী কোম্পানী ঐ বৃক্ষটী তাহাদিগের ভূসীমার মধ্যে পড়ায় কাটিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, রাজ্ঞী ইউজিনী তজ্জন্য বৃক্ষটী ক্রয় করিয়া একজন প্রহরী নিয়োগ দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতেছেন।

৭ম। কিছু দিন হইল একজন সাহেবের গৃহে কতিপয় চোর প্রবেশ করে। এবং প্রথমতঃ একটা বাজনার বাক্সতে গিয়া হাত দেয় এবং স্পর্শ দ্বারা তাহার আকার ও গুরুত্বাদি দেখিয়া বাকসটীকে টাকার বাক্স মনে করে এবং উহা তুলিয়া লয়। যেই মাত্র

ক্রোড়পত্র দেখ।

বামাগণের রচনা।

সন্ধ্যা।

কিবা মনোহর হয় সন্ধ্যার সময়।
দেখিলে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি উপজয়॥
সুপ্রখর কর-রবি করি বিসর্জ্জন।
শ্রান্ত হয়ে অস্তাচলে করিল গমন॥
সময় পাইয়া এবে ঘোর অন্ধকার।
করিতেছে বিশ্বরাজ্য ক্রমে অধিকার॥
সরসীতে প্রস্ফুটিত কুমুদিনীদল।
সমীরণ ভরে যেন করে টল মল॥
সন্ধ্যা সমাগত দেখি পেচক সকল।
পরিত্যাগ করিতেছে নিজ বাসস্থল॥
চেষ্টিত হয়েছে তারা আহার কারণ।
দলে দলে নানাস্থলে করিছে ভ্রমণ॥

প্রদোষ হইল দেখি বিহগ সকলে।
আসিছে পবন বেগে নিজ বাসস্থলে॥
সারাদিন শ্রম হেতু ক্লান্ত দেহ হয়ে।
কৃষক চলিছে ধেয়ে আপন আলয়ে॥
সন্তানের মুখশশী করিবে দর্শন।
এই ভাবি দ্রুতগতি করিছে গমন॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ ধেনুগণ যায় গৃহ মুখে।
সঙ্গে সঙ্গে বৎসগণ চলিতেছে সুখে॥
দিবসে যে সব লোক ছিল চিন্তাকুল।
বিষয় জালেতে যারা আছিল ব্যাকুল।
সন্ধ্যা দেখি তারা অতি হয়ে হৃষ্ট মন।
মন সাধে চারি দিকে করে বিচরণ॥
তিমিরের অতিশয় প্রভাব হেরিয়া।
উদিত হইল ইন্দু হাসিয়া হাসিয়া॥
শশীর বিমল আভা করি দরশন।
অন্ধকার ভয় পেয়ে করে পলায়ন॥
শান্তি রক্ষকেরে দেখে যেমন তস্কর।
সভয় অন্তরে হয় পলায়নপর॥
আকাশেতে সমুদিত এবে নিশামণি।
অম্বরে জ্বলিছে যেন সমুজ্জ্বল মণি॥
রতন ভাতিছে যেন প্রকৃতির ভালে।
শোভিছে তারকা দল ঘন কেশ জালে॥
অথবা তারকাবলি হইয়া উদিত।
গগন করেছে যেন হীরক খচিত॥
সরোবর সুশোভিত শশাঙ্ক কিরণে।
যেন বিধু নিজ মুখ দেখিছে দর্পণে॥
সুশান্ত হয়েছে এবে নীরধির নীর।
পবন হিল্লোলে ঊর্ম্মি বহিতেছে ধীর॥

শশধর ছায়া বক্ষে করিয়া ধারণ।
সরসী হয়েছে যেন আনন্দে মগন॥
গৃহ সব আলোকিত প্রদীপ মালায়।
কনকের হার যেন পরেছে গলায়॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে সন্ধ্যা সমীরণ।
পরশন মাত্র যেন জুড়ায় জীবন॥
এ হেন প্রদোষ শোভা করি দরশন।
কার না বিভুর প্রেমে মুগ্ধ হয় মন॥
মরি! কি প্রশান্ত ভাব করিয়া ধারণ।
প্রকৃতি বিভুর যশ করিছে ঘোষণ॥
এক তালে এক স্বরে সকলে মিলিয়া।
গাইছে বিভুর গুণ আনন্দে মাতিয়া॥
অরে মম মূঢ় মন, আর কত কাল।
মোহ কূপে মগ্ন হয়ে কাটাইবে কাল॥
প্রদোষ সুষমা তুমি করি নিরীক্ষণ।
এক চিত্ত হয়ে কর স্রষ্টাকে পূজন॥
যে করিল এইরূপে সন্ধ্যার সৃজন।
ভাব তাঁয় দিবা নিশি হয়ে এক মন॥
যাঁহার আদেশে রবি হইয়া উদয়।
প্রখর কিরণে পৃথ্বী করে আলোময়॥
যাঁহার আদেশে চন্দ্র তারা গ্রহগণ।
নিয়মিত রূপে কক্ষে করয় ভ্রমণ॥
যাঁহার আদেশে এই সন্ধ্যার সময়।
দেখিতে হয়েছে আহা! হেন সুখময়॥
সেই নিরঞ্জনে মন করহ স্মরণ।
ভাব সেই নিরাকারে অনাদি কারণ॥

বৌবাজার। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

ক্রোড়পত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

৭৪ সংখ্যা। } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

নিম্নলিখিত ছাত্রীরা নিম্ন লিখিত রূপে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী।

১।	শ্রীমতী	দেবরাণী	মেঘনাদ বধকাব্য ১ম ভাগ, নারীশিক্ষা ২য় ভাগ, কুসুমাঞ্জলী। কাগজ, কলম, পেনশীল ও ছুরী।
২।	,,	স্বর্ণময়ী	শব্দার্থ প্রকাশিকা, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনশীল।
৩।	,,	নারায়ণী	বাঙ্গালার ইতিহাস, কুসুমাবলী, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনশীল।
৪।	,,	রাধারাণী	ধাত্রী শিক্ষা, বিশ্বশোভা। পেনশীল।
৫।	,,	কুসুমকামিনী	শিশুপালন ১ম ও ২য় ভাগ, পেনসীল।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১।	শ্রীমতী	থাকমণী	বিশ্বশোভা ও বামাচরিত, পেনসীল।
২।	,,	নিধুমনী	কেম্বিস, পশম, ছুঁচ, কাঁচী, টুপীর প্যাটেল ও টিনের বাক্স।
৩।	,,	মনোমোহিনী	রামারঞ্জিকা, আখ্যানমঞ্জরী, বামাচরিত, পেনসীল।
৪।	,,	শশিমণি	নারীশিক্ষা ১ম ভাগ, ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনসীল।

৫।	শ্রীমতী	নিস্তারিণী	নারীশিক্ষা ১ম ভাগ, উপদেশ মালা, পেনসীল।
৬।	,,	চণ্ডিমণী	সুশীলার উপাখ্যান ৩য় ভাগ, বিবিধ উপদেশ সংগ্রহ, পেনসীল।

তৃতীয় শ্রেণী।

১।	শ্রীমতী	নিতম্বিনী	নারীশিক্ষা ১ম ভাগ ও চারুপাঠ ১ম ভাগ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনসীল।
২।	,,	দেবরাণী	রামারঞ্জিকা, বিবিধ উপদেশ সংগ্রহ, পেনসীল।
৩।	,,	লক্ষ্মীমণী	সুশীলার উপাখ্যান ৩য় ভাগ, বিবিধ উপদেশ সংগ্রহ পেনশীল।

চতুর্থ শ্রেণী।

১।	শ্রীমতী	লবঙ্গমণী	সুশীলার উপাখ্যান ১ম ভাগ ও স্ত্রী পতি উপদেশ, উটপেনসীল।
২।	,,	কাত্যায়নী	বোধোদয়, হিতশিক্ষা, পেনসীল।
৩।	,,	শশিমণী	ঐ ঐ ঐ।
৪।	,,	মনোমোহিনী	স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনসীল।

পঞ্চম শ্রেণী।

১।	শ্রীমতী	আমোদিনী	তিন প্রকার খেলানা ও হাতীর দাঁতের সক চিকনী এবং শরীর পালন।
২।	,,	নিত্যকেশী	তিন প্রকার খেলনা ও হাতীর দাঁতের শক্তচিকনী ও স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।
৩।	,,	ভগবতী	ঐ ঐ।
৪।	,,	বিনোদিনী	মনোরঞ্জন ইতিহাস, ঐ প্রকার খেলনা ও চিকনী।

বাক্সটী হাতে করিয়াছে অমনই তাহার মধ্য হইতে একটী গান, বাজিতে আরম্ভ হয়। চোর বাক্সর মধ্যে হইতে অকস্মাৎ একটা শব্দ বাহির হইতে শুনিয়া ভয়ে চমকিত হয় এবং উহার মধ্যে একটা প্রেতাত্মাদি কিছু আছে মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভূমিতলে নিক্ষেপ করে। বাক্স নিক্ষেপের এবং গানের শব্দে সাহেব এবং তাহার পত্নীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তাহারা উঠিয়া দেখে যে চৌরেরা বাক্সটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছে!

সঙ্গীতের অনেক অসাধারণ শক্তি আছে।

৮ম। আফ্রিকার অন্তঃপাতী আলজিরিয়াতে একটী কূপ খনন করা হইয়াছে তাহার প্রায় একশ হাত নিম্নতল হইতে যেমন প্রভূত পরিমাণে জলরাশি উত্থিত হইয়াছে তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যরাশি উঠিয়াছে। উক্ত কূপের বালুকার সহিত নীলনদের গর্ভস্থ বালুকার সৌসাদৃশ্য থাকায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে নীলনদের গর্ভের সহিত উহার যোগ আছে।

৯ম। আমেরিকায় এক প্রকার ব্যোমযান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ৬ জন লোক আরোহণ করিয়া শূন্য পথে এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমনাগমন করিতে পারে। উহা দ্বারা এক ঘণ্টায় অন্যূন ১৫ ক্রোশ পথ যাওয়া যাইবে। সেল মাউণ্ড পার্ক নামক স্থানে সম্প্রতি ঐ আকাশরথের পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে উহার গতি যেরূপ সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে, উহার প্রবর্ত্তকগণ আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন।

১০ম। বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের যে পরীক্ষা গ্রহণের সংবাদ গত বারের পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল পরীক্ষার্থিনীর পরীক্ষা ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র, পাটীগণিত, ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা এই কয়েক বিষয়ে ১৬ জন ১ম শ্রেণীতে, ৮ জন ২য় শ্রেণীতে এবং ৭ জন তৃতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষা দেন। শুদ্ধ ভাষাতে ২ জন ১ম শ্রেণী, ২ জন ২য় শ্রেণী এবং ১০ জন ৩য় শ্রেণীতে পরীক্ষা দেন। অনেক গুলি স্ত্রী ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান, পাটীগণিত এবং ইংরাজী ফরাসী ও জার্মান ভাষার পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং

অধিক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাটীগণিত ১জন, বার্ত্তাশাস্ত্রে ৩জন, চিত্রবিদ্যায় ২ জন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে ১ জন পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট হইতে গৃহীত।

১১শ। জলপাত্রের মধ্যে কয়লা এবং বালুকা স্তরে স্তরে বসাইয়া তাহার উপরে জল ঢালিয়া দিয়া নীচে একটী ছিদ্র করিয়া দিলে জল সুপরিষ্কৃত হইয়া আইসে। জল পরিষ্কার করিবার এই প্রথা সকলেরই জানা আছে। সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে জল পরিষ্কার করিবার অন্য এক প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একটা চুঙ্গীর এক মুখ অতি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া এবং অপর দিকে একটী নল আঁটিয়া বস্ত্রাবৃত মুখকে নীচের দিকে রাখিয়া জলে ডুবাইতে হয়। অনন্তর নলের প্রান্তভাগে মুখ দিয়া শোষণ করিয়া দিলে জল ঐ প্রান্ত দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া বাহির হইতে থাকে।

১২শ। গত মে মাসে ইটালির অন্তর্গত নেপলস নগরে রক্তবর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বৃষ্টির জলের সহিত এক প্রকার লোহিত বর্ণ সূক্ষ্ম গোলাকার পদার্থ মিশ্রিত হওয়াতে বৃষ্টির জল রক্তবর্ণ হয়। ঐ সকল পদার্থ আফ্রিকার মরুভূমি হইতে উত্থাপিত ও বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া ভূমধ্য সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক ইউরোপ পর্য্যন্ত আইসে। ঐরূপ ধূলা আরও অনেক বার ইউরোপ খণ্ডের স্থানে স্থানে পড়িয়াছে। প্রায় ২০ বৎসর হইল ঐরূপ রক্তবৃষ্টি ভালেন্স নগরে হইয়াছিল, এবং একবার বর্লিন নগরেও হয়। বায়ুদ্বারা যে কেবল নির্জ্জীব পদার্থই দূর দেশে বাহিত হয়, এমত নহে। গত জানুয়ারি মাসে সেভয়ের অন্তর্গত আরাচস নগরে এক প্রকার পতঙ্গ বৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল পতঙ্গ কেবল ফ্রান্সের মধ্যভাগস্থিত বনে পাওয়া যায়। কএক বৎসর পূর্ব্বে সারডিনিয়া দ্বীপজাত এক প্রকার মাছির লক্ষ লক্ষ ডিম্ব উড়িয়া গিয়া ইটালির উত্তরভাগস্থিত টিউরিন নগরে পড়ে। এদেশেও রক্তবৃষ্টি এবং অণুকীট বৃষ্টির কথা অনেক শুনা যায়। এই রূপে বায়ু পরিচালিত হইয়া সংক্রামক রোগ সকলের বীজও এক দেশ হইতে দূর দেশ সকলে নীত হইয়া থাকে।

কলিকাতা, ১১৫ নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোং‌র যন্ত্রে মুদ্রিত।
১লা আশ্বিন, সন ১২৭৬ সাল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৫ সংখ্যা। } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

(১১১ পৃষ্ঠার পর)

প্র। কোন্ স্ত্রী উভয় লোকে সুখভোগ করেন?

উ। "পতিপ্রিয় হিতে যুক্তা, স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি, প্রেত্য চানুপমং সুখং॥"

পতির হিতেতে রত, পতি প্রিয়কামা,
জিতেন্দ্রিয়া সদাচারা পতিব্রতা রামা,
ইহলোকে লভে কীর্ত্তি সাবিত্রীর সম,
পরলোকে পায় সুখ অতি অনুপম।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও জিতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

প্র। প্রতিব্রতা রমণীদিগের কতিপয় কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ কর?

উঃ (ক)। "উত্তরে নোত্তরংদদ্যাৎ, স্বামিনঞ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা, তাড়নাদ্যাপি কোপতঃ॥"

স্বামীর সমান সতী করিতে উত্তর,
সংযত হবেন সদা, কোপে নিরুত্তর।
ক্রোধ ভরে কভু যেন কর্কশ বচন—
রসনাগ্রে নাহি তাঁর হয় উচ্চারণ।

পতিব্রতা রমণীগণ, স্বামীর সমান উত্তর, অথবা ন্যায্য বিষয়ে তাঁহার মতে আপত্তি করিবেন না। এবং ক্রোধ পরবশ হইয়া, কদাচ তাড়না বা কর্কশতা প্রয়োগ করিবেন না।

(খ) "উচ্চৈর্ব্বদেন্ন পরুষং নবহূন্ পত্যুরপ্রিয়ং।
অপবাদো ন বক্তব্যঃ কলহং দূরত স্ত্যজেৎ॥"

কঠোর, নিষ্ঠুর বাক্য, বহু বা অপ্রিয়,
পতি অপবাদ কিম্বা হ(উ)ক পরকীয়,
নাহি কহিবেন সাধ্বী এই সমুদয়,
কলহ তাঁ হতে যেন অতি দূরে রয়।

সাধুশীলা স্ত্রী, উচ্চৈঃস্বরে অথবা অনর্থক বহু কথা কহিবেন না; কলহ, নিষ্ঠুর ও অপ্রিয় কথা একবারে পরিত্যাগ করিবেন; কদাচ স্বামীর অথবা অন্যদীয় অপবাদ ঘোষণা করিবেন না।

(গ) "উচ্চাসনং ন সেবেত, ন ব্রজেৎ পরবেশ্মসু।
ন ত্রপাকরবাক্যানি বক্তব্যানি কদাচন॥"

আপন ইচ্ছায় কভু অন্যের ভবন—
গমন বিহিত নাহি হয় কদাচন।
কহা অনুচিত যাহে লজ্জার উদয়;
স্বামী হতে উচ্চাসনে বসা ভাল নয়।

সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীর নিকট, তাঁহা হইতে উচ্চ আসনে বসিবেন না; গুরু জনের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে, আপন ইচ্ছাক্রমে কদাচ পর গৃহে গমন করিবেন না; আর যে কথা শুনিলে স্বামীর অথবা অন্যের লজ্জা বোধ হয়, এরূপ অশ্লীল কথা কখনই মুখে আনিবেন না।

(ঘ) ইদমেক ব্রতং স্ত্রীণা ময়মেকো বৃষঃপরঃ।
ইয়মেকা দেবপূজা, ভর্ত্তৃবাক্যং ন লঙ্ঘয়েৎ॥

পতি বশে থাকি, তাঁর বাক্যানুসরণ,
ইহাই সাধ্বীর ব্রত, পূজা, ধর্ম্ম-ধন।

ধর্ম্ম পরায়ণ সৎপতির আজ্ঞা প্রতিপালন করাই, স্ত্রীদিগের মহাব্রত, পরম ধর্ম্ম ও দেব পূজা।

(ঙ) "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো, ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন, তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

সাধ্বীর পৃথক্ যজ্ঞ ব্রত উপবাস,
পতি সেবা ভিন্ন কিছু নাহি প্রয়োজন;
পতি সেবা পুণ্যে তাঁর স্বর্গে চিরবাস,
পূর্ব্বতন মনু আদি বুধের বচন।

পতিব্রতা রমণীদিগের পতি সেবা ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন ব্যতিরেকে, অন্য ব্রতোপাসনাদি বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা পতি সেবা রূপ পরম ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, তাহাতেই স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন।

প্র। কোন্ স্ত্রী ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও পুণ্য লাভে বঞ্চিতা?

উ। "সর্ব্বধর্ম্ম পরীতা যা কটূক্তিং কুরুতে পতিং।
শতজন্মকৃতং পুণ্যং, তস্যা নশ্যতি নিশ্চিতং॥"

ধর্ম্ম কর্ম্মে যেই নারী রত নিরন্তর,
কটূক্তি বর্ষয়ে কিন্তু পতির উপর,
কিরূপে পুণ্যেতে তার হবে ফলোদয়?
পূজ্য-পূজা-ব্যতিক্রমে নাশে সমুদয়॥

যে স্ত্রী নিয়ত দান ধর্ম্মাদি নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণে রত, কিন্তু পতি-ভক্তি বিহীন হইয়া স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহার অন্যান্য সৎকর্ম্ম জনিত সমুদায় পুণ্য রাশি বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্র। কোন্ স্ত্রী অশুচি ও ধর্ম্মহীনা?

উ। "যস্তুক্তির্নাস্তি কান্তেচ, সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে,
সা শুচি ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জিতা॥"

যে পতি সকল হতে অতি প্রিয়তম,
পবিত্র প্রণয় পাত্র নাহি যার সম,
তাহাতে যে রমণীর ভক্তি নাহি রয়,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শৌচ তার বৃথা সমুদয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পতির প্রতি যে রমণীর ভক্তি না থাকে, তাঁহার শরীর ও মন নিয়তই অশুচি; সুতরাং তিনি কোন রূপ ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিণী হইতে পারেন না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়ার আশ্চর্য্য সাহসিকতা।

মহারাজ জরাক্ষিস্ পারস্যাধিপতি
পঞ্চাশৎ লক্ষাধিক সেনার সংহতি,
শৌর্য্য বীর্য্যে সর্ব্ব বীর, মন্ত্রী, পরিহরি,
রাখানিলা আর্টিমিসা কেরিয়া-ঈশ্বরী।

কেরিয়ার অধীশ্বরী আর্টিমিসিয়া সাহস ও স্বদেশানুরাগ গুণে অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পারস্যের সম্রাট্ জরাক্ষিস্ অর্ণবপোত সমূহ সমভিব্যাহারে যখন গ্রীশদেশ * জয় করিতে যান, তখন এই রাজ্ঞী সম্রাটকে যে উপদেশ দেন তাহাতে তাঁহার বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া

* গ্রীশ দেশের ইতিহাসের মধ্যে পারসিকদিগের সহিত গ্রীকদিগের যুদ্ধ একটী অতি প্রধান ঘটনা। খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পারস্য সম্রাট্ ডেরায়সের অধীনস্থ আয়োনীয় জাতি (গ্রীকবংশীয়) বিদ্রোহী হইলে আথিনীয়েরা তাহাদিগের পক্ষ হইয়া সার্ডিস নগর দগ্ধ করেন। ইহাতে ডেরায়স্ প্রতিজ্ঞা করেন, আথেন্স নগর ধ্বংস করিবেন। এইটী এই মহাযুদ্ধের মূল কারণ। ইহার ফল প্রায় ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়া অবশেষে পারস্য মহারাজ্য মহাবীর আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিনষ্ট হয়।

যায় এবং সালামিসের যুদ্ধে তিনি যেরূপ সাহসিকতা প্রকাশ করেন, তাহাতে সকল বীর-পুরুষ অপেক্ষাও তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। অনেক গ্রন্থকার তাহার যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক হিরোডোটস্ তাঁহার যে আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আর্টিমিসিয়া স্ত্রীলোক হইয়াও গ্রীসীয় যুদ্ধে সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন, অতএব তাহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ না করিয়া নিরস্ত থাকা যায় না। তাঁহার স্বামীর লোকান্তর হইলে তাঁহার পুত্র নিতান্ত শিশু থাকাতে সমুদায় রাজকার্য্যের ভার তাঁহারই হস্তে পতিত হয় এবং তিনি স্বীয় স্বাভাবিক সাহস ও তেজস্বিতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি লিগ্‌ডামিসের কন্যা। তাঁহার পিতৃকুল হালিকার্ণাসস্ এবং মাতৃকুল ক্রীট বংশোদ্ভূত। তিনি ৫ খানি রণতরী সজ্জিত করেন এবং সাইডোনীয় ব্যতীত আর সকল জাহাজ অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। তিনি সম্রাটকে যে সদুপদেশ দেন, তজ্জন্য তিনি বন্ধু-রাজগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হন। ডোরীয় জাতি ইহাঁর অধীনস্থ ছিল।

সালামিসের যুদ্ধের পূর্ব্বে "সেনাপতিদিগের সহিত কথোপকথন ও তাহাদিগের অভিপ্রায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জরাক্ষিস্ স্বয়ং রণতরী সকলে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনে একটী সভা হইল, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাজারা এবং সেনাপতিগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পদোচিত আসন গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে সকলে ইচ্ছুক কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত সম্রাট্ মার্ডোনিয়স্ দ্বারা * প্রত্যেকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মার্ডোনিয়স্ প্রথমে সাইডনের, তৎপরে টায়ারের এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রদেশের রাজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু আর্টিমিসিয়া এই প্রকারে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

* মার্ডোনিয়স্ ডেরায়সের জামাতা ও জরাক্ষিসের ভগিনীপতি। ইনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন।

'মার্ডোনিয়স্! এই আমার মত সম্রাটকে নিবেদন কর। ইউবিয়ার যুদ্ধে আপনি যে ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে অপমানিত বা অপদস্থ হন নাই, অতএব আমার বিবেচনায় যাহা আপনার মঙ্গল জনক বলিতেছি। আমি বলি, জাহাজ সকল বাঁচান, এবং যুদ্ধে ক্ষান্ত হউন্। স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা পুরুষেরা যেরূপ বলবান্, সমুদ্র যুদ্ধে পারসিকদিগের অপেক্ষা গ্রীকেরা সেইরূপ বলবান্। আরও যুদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন হইতেছে? আথেন্স নগর অধিকার করা আপনার যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্য, তাহা ত সম্পন্ন হইয়াছে, গ্রীসের অপর প্রদেশ সকলও আপনার হস্তগত, কেহ আপনাকে বাধা দিতেছে না। যাঁহারা প্রতিপক্ষ ছিল, উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে। আপনার বিপক্ষদিগের অবস্থা বর্ণন করিতেছি; আপনি যদি সমুদ্র যুদ্ধে উৎসুক না হন এবং আপনার জাহাজ সকল এই স্থানে রাখিতে অথবা দক্ষিণাভিমুখে চালাইতে অনুমতি দেন, আপনার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে। গ্রীকেরা দীর্ঘকাল আপনার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না; আপনার প্রতাপে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিবে। আমি বিশেষ রূপে জানিয়াছি যে তাহারা যে দ্বীপে আছে, তথায় তাহাদের খাদ্য লাভের উপায় নাই; এবং আপনি যদি পিলোপনিসে (দক্ষিণ গ্রীসে) প্রবেশ করেন, অত্রত্য গ্রীকেরা যে আথিনীয়দিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবে তাহা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু আপনি যদি তাহাদের সহিত সমুদ্র যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আপনার স্থল সৈন্যগণের পরাভবের উপর সমুদ্র-তরী সকলেরও পরাভব দেখিতে হইবে। ইহাও দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে কখন কখন সাধু প্রভুদিগেরও অসাধু ভৃত্য হয়, এবং অনেক সময় অসাধু প্রভুও বিশ্বাসী ভৃত্য প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! আপনি একজন অতি সাধু মনুষ্য; কিন্তু আপনার অধীনস্থ মিসর, সাইপ্রস, সিলিসিয়া ও পাম্ফিলিয়া বাসীদিগের হইতে কোন মঙ্গলের আশা করিবেন না।'

"যাঁহারা আর্টিমিসিয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহারা তাঁহার উক্ত প্রকার মত শুনিয়া মনে করিলেন, এবার বুঝি ইনি সম্রাটের কোপে পড়িলেন; তাঁহার শত্রুরা তাঁহার অপমান কামনা করিতেন এবং

সম্রাটের সহিত তাহার সদ্ভাব দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার প্রতিবাদ তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইবে বিশ্বাস করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। কিন্তু জরাক্ষিস্ সকলের মত শ্রবণ করিয়া আর্টিমিসিয়ার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে রাজ্ঞীর পক্ষপাতী ছিলেন, এখন তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহাহউক অধিকাংশের মতই তাহাকে গ্রাহ্য করিতে হইল; এবং ইউবিয়ার দুর্ঘটনা তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন ভাবিয়া সালামিসের যুদ্ধ স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

চিত্তবিনোদিনী।

দশম অধ্যায়।

ক্রমে দিবাবসান উপস্থিত। যে রমণীয় অপরাহ্ণ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া, ধনী দরিদ্র, বিলাসী পরিশ্রমী, প্রভু ভৃত্য, সুখী দুঃখী সকলেই গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডোত্তাপ সহ্য করিয়াছে;—যাহার জন্যই গ্রীষ্ম ঋতু কথঞ্চিৎ আদরণীয় হইয়াছে;—যাহার শোভা বর্ণন করিতে গিয়া কবিরা অসংখ্য ভাবপূর্ণ উৎপ্রেক্ষা রাশি প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সুন্দর সুখের সায়ংকাল, সুরঞ্জিত সুসজ্জিত বেশে মীরট নগরে সমুপস্থিত। পশ্চিমাকাশ এখনও আরক্তবর্ণ এবং তন্নিবন্ধন তত্রস্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রান্ত মেঘমালা চিত্রবিচিত্র হইয়া সুদৃশ্য দৃষ্টে নয়নকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। নভঃস্থল সুরম্য সুনীল; মধ্যে মধ্যে বায়ুতাড়িত খণ্ড খণ্ড ক্ষীণ নীরদ নিচয়ের শ্বেতবর্ণে আকাশের নীলিমাবর্ণ যেন অধিকতর শোভনীয় হইয়াছে। বায়ু এখনও কদোষ্ণ, কিন্তু মন্দ মন্দ হিল্লোলে সঞ্চালিত হওয়াতে মলয় মারুতের মাধুর্য্য ও ঈষৎ শৈত্যও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। সুসজ্জিত ইউরোপীয় নিবাস গ্রীষ্ম-প্রধান দেশবাসী ভাস্কর ভাস্করের অদর্শনে, রৌদ্রহা জলাভিষিক্ত সুরভি

উশীর মূলাবগুণ্ঠনোন্মুক্তা হইয়া অঙ্কস্থ মুমূর্ষু প্রায় বিদেশীয়দিগকে বায়ু সেবন ও বিহারার্থ কথঞ্চিৎ অবকাশ প্রদান করিল।

ইউরোপীয়েরা সস্ত্রিক সশিশু বিহারে উল্লাসিত। কেহ দ্বাশ্ব, কেহ একাশ্ব, কেহ চতুশ্চক্র, কেহ দ্বিচক্র অনাবৃত যানে আরূঢ়;—কেহ বা সতেজ অশ্ব পৃষ্ঠে, কেহ বা যষ্টি হস্তে সবান্ধবে পাদচারণে প্রবৃত্ত। ছাউনির মাঠ জীবন ও আনন্দে পূর্ণ হইল। এক সম্প্রদায় কেলিগৃহে বালকের ন্যায় ক্রীড়াসক্ত; অন্য সম্প্রদায় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া এক হস্তে যষ্টি দ্বারা তৃণোপরি আক্রমণে রত এবং অপর হস্তে নিজ নিজ লম্বিত শ্মশ্রু আকর্ষণ করতঃ রাজকার্য্য, সৈনিক ব্যাপার, বারাকপুরের গোলমাল সম্বলিত সোৎসাহ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত। কেহ বা নবোঢ়া রমণীর সহিত মধুরালাপনে চিত্তবিনোদন করিতেছেন, কেহ বা করে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক মনোমত চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া ততোধিক সুখ ভোগ করিতেছেন। কোন স্থলে অধ্যবসায়ী কুমারগণ সুকুমারীগণের প্রণয় প্রার্থনায় বিলক্ষণ অভিনিবিষ্ট, কোন স্থলে লঘুমতি তরুণীগণ নার্য্যানুরাগী তরুণগণের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর সমাকৃষ্ট হইয়া আনন্দে সভ্যতাসূচক নৃত্য করিতেছেন! সুন্দর শ্বেত শিশুগণ দাসদাসীর সহিত নৃত্য করতঃ বাদ্যস্থলী প্রদক্ষিণ করিতেছে। বায়ু সেবনে বিনির্গত সুসেবিত তুরঙ্গমগণ বক্রগ্রীব হইয়া সতেজ প্রোথরব করিতেছে; কেহ বা হেষারব ও ক্ষিপ্ত পাদবিক্ষেপে রক্ষককে ঘর্ম্মাক্ত করিতেছে। শোক দুঃখ বা কোন প্রকার নিরানন্দ এস্থলে দৃষ্ট হয় না। ইউরোপীয় যুবকগণ স্ত্রী মর্য্যাদায় এরূপ দীক্ষিত, যে প্রোষিত ভর্ত্তৃকাদিগেরও দুঃখে ও ভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয় না।

অন্যান্য ইউরোপীয়ের ন্যায় রেমণ্ড পরিবারও বায়ু সেবনে বহির্গত। বিজয় সিংহ এতক্ষণে ঐ দিবসের ঘটনা এমনি কৌশল পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছিলেন, যে চাকর প্রতি সকলেরই সন্দেহ জন্মে। পাছে সেই ক্ষুদ্র পত্রটির মর্ম্ম প্রকাশ পাইয়া চাকর নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হয়, এজন্য তাহা উল্লেখও করেন নাই। নানা প্রকার গৌণ সঙ্কেত দ্বারা রেমণ্ড পরিবারকে গৃহত্যাগ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তাহা সম্যক্ উপলব্ধ

না হওয়াতে বিজয় নিজেই সতর্ক ভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলেন।

ছাউনির মাঠে সকলেই নিশ্চিন্ত, কেবল বিজয়ের ভাব স্বতন্ত্র। তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া সামান্য ঘটনাও আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন? প্রচলিত ঘটনাও ভয় প্রকাশ অমঙ্গল সূচক বোধ করিতেছেন। প্রতি ঘটনায় সচকিত ভাবে ছাউনির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বৈকালিক রমণীয়তার সহিত তিনি অভূত পূর্ব্ব অশুভ লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। অকারণে অশ্ববৃন্দ হেষারব করতঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কুক্কুরেরা ক্ষণে ক্ষণে স্বকর্ণ দীর্ঘ করিতেছে, দিবাভাগেই শিবাগণ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতে সাহসী হইতেছে। অসংখ্য কাক সকল মহা কোলাহলে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান হইয়াছে, শকুনি গৃধিনীরা শূন্যে উড্ডীয়মান হইয়া যেন ছাউনির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিতেছে। স্বভাবতঃ বিজয়ের মনে এরূপ অশুভ চিন্তা হইতেছিল। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এই অশুভ চিন্তায় লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত কুসংস্কার মন হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য বাদ্যমণ্ডলীতে গিয়া তান লয় বিশুদ্ধ ইংরাজী সংগীতে মনোযোগ দিলেন। উহার তান লয় এমনি উত্তেজক যে অশ্ববৃন্দেরা তদনুযায়ী তালে তালে নৃত্য করিতেছে; এবং উহার অর্থও বিলক্ষণ উত্তেজক, যে হেতুক কতিপয় যুবা দর্পে স্ফীত ও মধ্যে মধ্যে বিকট হাস্যে প্রফুল্লিত হইতেছে। বিজয় মনোযোগ পূর্ব্বক এই প্রকার একটি ইংরাজী গীত বুঝিলেন।

জয় ইংলণ্ডের জয়, ভারত রাজ্যের জয়!
ব্রিটিশ জয়পতাকা উড়িছে ভারতময়।
আমাদের বাহুবলে, আমাদের সুকৌশলে,
পড়িয়াছে পদতলে, পুরাণ ভারত।
এ অসভ্য মূর্খ জাতি, লভি সভ্য জ্ঞান জ্যোতি,
বিপদ্ভয়ে অব্যাহতি, আছে সুখে রত।
তথাপি কৃতঘ্ন জাতি কিছুতে সন্তুষ্ট নয়!
পাপী সয়তানাশ্রিত, না বুঝি আপন হিত,
হয়ে বৃথা ভয়ে ভীত, ত্যাজে সত্য ধর্ম্ম।

দুর্ম্মতি পাষণ্ডগণে, পূতকর ধর্ম্মদানে,
নতুবা খেদাও বলে,—সাহিক অধর্ম্ম।
ধর্ম্মহীন নরগণ বন্যপশু বৈত নয়!
ওহে ভারত কোম্পানি, দাও এই আজ্ঞা আমি,
তব ভারত এখনি, করি নিষ্কণ্টক। *
আমেরিকা জয় মত, আদিম নিবাসী যত,
বলে করি বনাশ্রিত—পুতুল পূজক।
ব্রিটিশ ভারত বাসে হিন্দু কভু যোগ্য নয়!

এ গীতটি রেমণ্ড সাহেবের ন্যায় উষ্ণ-শোণিত উগ্র ইংরাজগণের অভিমতানুযায়ী। বারাকপুর, বহরমপুর, ইত্যাদি স্থলের বিদ্রোহোদ্যোগ সিপাহীগণের আধুনিক ঔদ্ধত্য এবং গবর্ণমেণ্টের মৃদু ব্যবহার দর্শনে তাঁহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। মহাত্মা কানিং বাহাদুরের ন্যায়ও সদয় ব্যবহার তাঁহাদের নিকট নীচতা ও কাপুরুষ মাত্র প্রতীত হইত। যখন সিপাহীরা একবার অবিশ্বাস্য হইয়াছে, তাঁহাদের মতে একেবারে বলের সহিত তাবৎ সিপাহীগণকে নিরস্ত্র ও দূরীভূত করা আবশ্যক। কেহ কেহ বল পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ভারতবর্ষে শান্তি সংস্থাপনের এক-মাত্র উপায় বোধ করেন। কতিপয় ব্যক্তি মনে করেন উর্ব্বরা ভারতবর্ষ আমেরিকার ন্যায় বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রচয়ে পরিণত হইলে এবং অবিশ্বাসী হিন্দুগণকে সমূলোচ্ছেদিত অথবা কৃষিকার্য্যের সহায় মাত্র রূপে রক্ষা করিলে, ইংলণ্ডের প্রভূত লাভের বিষয়।* তাহা হইলে সিপাহী বল অনাবশ্যক হইবেক; সুতরাং কোন কালে বিদ্রোহের ভয় করিতে হইবেক না। যাঁহাদের এরূপ ভয়ঙ্কর মত উক্ত সঙ্গীত যে তাঁহা-দের বিশেষ প্রিয় হইবেক তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু বিজয় ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত ইহা পিপীলিকার পক্ষোদ্ভেদের ন্যায় 'আসন্ন কালের বিপরীত বুদ্ধির' পরিচয় মাত্র!

* বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে বাঙ্গলা দেশে নীল কুঠির দৌরাত্ম্য হয়, তাহা এই সম্প্রদায়ের মত কার্য্যে পোষণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও ভদ্র ইংরেজেরা চিরকালই এ মতের বিরোধী।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত। প্রতিপক্ষপাতে, প্রতিপলকে অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইতেছে; পশ্চিমাকাশের রক্তিমাবর্ণ মলিন হইতেছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে উষা এক মনোহর শুভ্রতর বেশ ধারণ করিল। নবীনচন্দ্রের জ্যোতিঃ শ্যাম দুর্ব্বাদলোপরি মনুষ্যাদির ছায়াপাত করিল। এতদ্রূপ সন্ধ্যাকাল ও সন্দিগ্ধ হৃদয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আশঙ্কা রূপ তমোজালে বিজয়ের হৃদয় পশ্চিমাকাশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে মলিন হইতেছে, কিন্তু আশারূপ চন্দ্রোদয়ে সে মলিনতা সংশোধিত হইতেছে। বিজয় আসন্ন বিপদাশঙ্কা ও 'সর্ব্বৈব মিথ্যা' ইতি আশা বচনে দোদুল্যমান হইতেছেন। কৈ, এইত সময়! ছাউনি নিস্তব্ধ যে? এমন সময় গম্ভীর নিনাদে ধর্ম্মালয়ের ঘণ্টা নিনাদিত হইতে লাগিল। বায়ু সেবকেরা পরিতৃপ্ত হইয়া স্ব স্ব যানে, কেহ গৃহাভিমুখে, কেহ একে-বারে ধর্ম্মালয়াভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। একটি বালক ঐ শব্দশ্রবণ করতঃ কহিয়া উঠিল "মাতঃ কাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতেছে?" তাঁহার মাতা কহিলেন, "ও কি বাছা? ও যে ধর্ম্মালয়ের আহ্বানবাদ্য। অন্য এক রমণী বলিলেন, "শিশুটি মিথ্যা কহে নাই। আমারও হৃদয় কেমন ব্যাথিত হইয়া উঠিতেছে! যাই ধর্ম্মালয়ে গিয়া মনকে শান্ত করি।"

এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনাতে বিজয়ের মন আরও ব্যস্ত হইল। তখন তিনি স্পষ্ট বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখাইয়া রেমণ্ড পরিবারকে ধর্ম্মালয়ে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিবি রেমণ্ড কহিলেন, যদি প্রাণ যায়, উপাসনাকালীন ধর্ম্মালয়ে জীবন সমর্পণ করা আনন্দের বিষয়! অগত্যা বিজয় ধর্ম্মালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহরীর ন্যায় বহির্ভাগে রহি-লেন। ছাউনির প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। ইউরোপীয়েরা সকলেই ধর্ম্মালয়ে উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এমন সময় অকস্মাৎ এক তূরীধ্বনি হইল ও তৎক্ষণাৎ একটি বন্দুকের শব্দ হইল। বিজয়-সিংহ সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। অনেক দূরে গিয়া দেখিলেন এক দল সিপাহী সমজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইতি মধ্যে কর্ণেল ফিনিস ধর্ম্মালয় হইতে দ্রুত বেগে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কর্ণেল সাহেব উক্ত শব্দে সন্দিগ্ধ হইয়া পলটনের অবস্থা দেখিতে

আসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে সিপাইগণের গৃহ সমূহ জ্বলিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহীরা এক ভীষণ হল্লা করিয়া অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে কর্ণেল সাহেব আহত ও মৃত হইলেন। হতভাগ্য ফিনিস সাহেব এই মহা বিদ্রোহের প্রথম বলি হইলেন!

বিজয় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ধর্ম্মালয়ে রেমণ্ড পরিবার রক্ষার্থ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন তথায় বিলক্ষণ গোলোযোগ উপস্থিত। অগণ্য সিপাহী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অনবরত বন্দুক ছুড়িতেছে। মধুচক্রে আঘাত দিলে, মক্ষিকারা যেরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ইউরোপীয়েরা ধর্ম্মালয় হইতে তদ্রূপ নির্গত হইতেছেন এবং একে একে নৃশংস বিদ্রোহীগণের হস্তে নিপতিত হইতেছেন। ভয়ানক বিপর্য্যয় উপস্থিত। একদিকে ক্রন্দন ও ভয়চকিত চীৎকার ধ্বনি, অন্যদিকে বন্দুকের শব্দ ও ভীষণ জয়ধ্বনি। নিতান্ত সাহসে ভর দিয়া বিজয় ধর্ম্মালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তথায় শোণিত স্রোতে হতভাগ্য ইউরোপীয়গণের দেহ ভাসমান রহিয়াছে। আততায়ীরা আর জীবন্ত শত্রু গৃহ মধ্যে না পাইয়া অচেতন দ্রব্যাদির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। গোপনে গোপনে এক ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া বিজয় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক আর বিজয়ের সামান্য হিন্দুস্থানী বেশ দৃষ্টে উপেক্ষা জনিতই হউক, তিনি অলক্ষিত হইয়া নিরাপদে রহিলেন। সেখানে রেমণ্ড পরিবারের কোন চিহ্ন না পাইয়া, বিজয় হতাশ হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধানার্থ বহির্ভাগে নির্গত হইলেন। পথে, মাঠে সে রজনীতে অতি শোচনীয় ব্যাপার হইতেছিল। কোথায়ও আহত আরোহী লইয়া বা আরোহী-বিহীন হইয়া অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে কোথায়ও সতেজ অশ্ব শূন্য শকট লইয়া অস্থানে নিপতিত রহিয়াছে এবং আপনিও বন্ধনোন্মুক্ত হইবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিতেছে, কোথায়ও মৃতপ্রায় আহত দেহ প্রাণ বিয়োগ সূচক দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছে, কোথাও অনাথ শিশু মা মা করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; এমন সময় কোন এক নৃশংস সিপাহী আসিয়া বল্লমের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। বিজয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় বস্ত্রাচ্ছাদিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পলায়ন পর ইউরোপীয়েরা নানা প্রকারে হত হইয়াছেন। কেহ যানারোহী থাকিয়া অদৃশ্য বন্দুকের লক্ষে বিদ্ধ হইয়াছেন, কেহ দ্রুত পদে ধাবমান হইয়া অদৃশ্য কৃপাণাঘাতে ছিন্ন মস্তক বা ছিন্ন হস্ত পদ হইয়াছেন। এখন আর সেখানে সিপাহীরা নাই, কেবল তাহাদের ভীষণ কার্য্যের চিহ্ন রহিয়াছে। বিজয় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া এবং আপনার মনঃকল্পিত আশায় হতাশ হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে রেমণ্ড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন তিনি বিবি রেমণ্ডকে এক শকটারোহণে অনাহত যাইতে দেখিয়াছেন এবং বোধ হয় এমি ও হেলেনা তৎসমভিব্যাহারে ছিল। অতএব উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সেখানেও বিষম ব্যাপার। বিদ্রোহীরা বাঙ্গলা সমূহে প্রবেশ করিয়া ইউরোপীয়গণের প্রাণ বিনাশ করতঃ গৃহাদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে। বাজারের যাবতীয় দুষ্টলোকেরা এই উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্টে অপহরণ বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি মৃতদেহের বস্ত্র সমূহও অপহৃত হইতেছে। রেমণ্ড সাহেবের ভবনে কতিপয় সশস্ত্র সিপাহী দর্শনে ভীত হইয়া রেমণ্ড সাহেব ও বিজয় অশ্বশালার এক কোণে লুক্কায়িত হইয়া গোপনে চতুর্দ্দিক দেখিতেছেন। ইত্যবসরে সহসা চাকর স্বর শ্রবণগোচর হইল। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন একজন সিপাহী ও চাকু তাঁহাদিগের নিকট পদচারণ পুরঃসর কথোপকথন করিতেছে। যখন তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, তাঁহারা শুনিলেন চাকু কহিতেছে।—

"——মোসলমান বাদশাহেরা যেরূপ রাজ্য-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদে নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিতেন, ইংরাজেরা তদ্রূপ নিরপেক্ষ নহেন। স্বজাতি ব্যতীত অন্য কাহাকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিতে ইঁহারা নিতান্ত কুণ্ঠিত। তাহার কারণ মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করিত, এবং ইংরাজেরা অদ্যাপি যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশীয়দিগের যথেষ্ট লাভ হয় তাহাতেই স্বভাবতঃ ব্যস্ত।—"

তাদৃশ সময়ে, তাদৃশ অবস্থাতে এরূপ বাক্য যাহার মুখ হইতে নির্গত

হয় তাহাকে বিদ্রোহী মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। রেমণ্ড সাহেব চাকর এই কৃতঘ্নতা দৃষ্টে এমনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, যে উপায় থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করিতেন। তিনি ক্রোধে বধির হইয়া আর ওকথোপকথনে মনোযোগ দিলেন না। বিজয় আরও কিছু শুনিলেন।

"কতিপয় সঙ্কীর্ণান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের দোষে এই সামান্য অসুবিধা হয়, নচেৎ ইংলণ্ডের এরূপ ইচ্ছা কদাপি নহে। সময়ে এরূপ অভিযোগ আর করিতেও হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে অমূল্য নিধি দিয়াছে, যথা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সদ্বিচার, দস্যু তস্করের ভয় হইতে নিষ্কৃতি, নিরাপদ ভাব, বিদ্যালোক, ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য জ্ঞান, জীবন্ত ভাব, কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য উপকার কোন সহৃদয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে। এরূপ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন্ পাষণ্ড হস্তোত্তলন করিতে চাহে? ভারতবর্ষে এরূপ অপূর্ব্ব রাজ্য কখন হয় নাই, হইবে কি না সন্দেহ। হিন্দু রাজার সময় স্বাধীন থাকিয়া ভারতবর্ষ এরূপ সুখে ছিল না। আর কোন্ রাজ্যে প্রজারা স্বাধীন থাকিতে পারে?—"

(ক্রমশঃ)

সরলা ও জ্ঞানদার রাত্রিতে আকাশ দর্শন।

জ্ঞানদা। দেখ সরলা! আকাশের কেমন শোভা হয়েছে! বর্ষাকালে যেমন সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকৃত, এখন আর তেমন নেই, বর্ষার পর এই আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জল যেমন পরিষ্কার, আকাশও তেমনি পরিষ্কার হয়েছে। নক্ষত্র গুলি কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্চে! আবার দেখ, ঐ নীল বর্ণ আকাশের উপর দিয়ে কেমন এক একখানি শাদা শাদা মেঘ চলে যাচ্চে! যেন খুব একটা বড় পুকুরের পরিষ্কার জলে, দলে দলে রাজ হাঁস সকল সাঁতার দিয়ে যাচ্চে!—

সরলা। তাইত মেঘগুলো খুব দৌড়ুচ্চে! পেটের জ্বালা ধরে কি না, তাই দৌড়ে দৌড়ে শালপাতা খেতে যাচ্চে। আচ্ছা, ওদের কি রাত্রিতেও ঘুম নেই?

জ্ঞা। সে কি সরলা! এর মধ্যেই সব ভুলে গেছ? মেঘ কিসে হয়, কোথা থাকে, কেন চলে, এ সব যে তোমাকে সে দিন বেশ করে বুঝিয়ে দিলাম।

সর। (কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ বটে বটে, মনে পড়েছে—মেঘেরা যে ধোঁয়া, জল—এই সকল হতে হয়, ওদের প্রাণ নেই, কেবল যে দিকে বাতাস যায়, সেই দিকেই উড়ে যায়। আর, ওরা গরুও নয়, মানুষও নয়, কোন জীব-জন্তুও নয়, তবে আর খাবে কেমন করে? যারা জানে না, তারাই কেবল বলে, মেঘে শাল পাতা খেতে যায়, আর মেঘের লালে অব্‌ভর হয়। জ্ঞানদা! তোমার ভাই, সব বেশ মনে থাকে কিন্তু আমি বড় ভুলে যাই। তা যাহক, দেখ, ভাই! চন্দর যেন মেঘের আড়ালে আড়ালে, লুকো-চুরি খেলা করে বেড়াচ্চে। আর দেখ ভাই!—(হঠাৎ অন্য দিকে চাহিয়া) রাম রাম, দুগ্‌গা দুগ্‌গা, গণেশ, শিব, মা ষষ্ঠী—ন পুকুর, বুড়ীর পুকুর, কনে পুকুর, গণা, লোচন ঠাকুর, উমো বামুন, বিন্দাবন অধিকারী—

জ্ঞা। ওকি সরলা, ওকি? কি বক্‌চ?

সর। একটা নক্ষত্তর খসে পড়্‌ল।

জ্ঞা। তা তোমার কি?

সর। জান না বুঝি নক্ষত্তর পড়া দেখ্‌লে, সাত জন বামুন, সাতটা পুকুর আর সাতটা দেবতার নাম কত্তে হয়; তা নলে যে কলঙ্ক হয়।

জ্ঞা। এই এক কথা দেখ! কলঙ্ক হতে গেল কেন?

সর। তবে নষ্ট চন্দরের দিন চন্দর দেখ্‌লে কলঙ্ক হয় কেন?

জ্ঞা। তাতে যে কলঙ্ক হয়; তোমাকে কে বল্লে?

সর। কেন, ঠাকুরুণ বলেচেন; আর আমরা নষ্ট চন্দরের দিন, চন্দর দেখে ছিলাম বলে ঠাকুরুণ যার্ কত ভয় কত্তে লাগ্‌লেন, আবার পুরুত্ ঠাকুরের কাছে জল পড়ে এনে আমাদের খেতে দিলেন; ঠাকুরকে তুলসী দিতে বলে দিলেন।

জ্ঞা। কুসংস্কারের মত "সুখে থাকৃতে ভূতে কিলুতে" ত আর কেউ পারে না।

সর। কুসংস্কার কাকে বলে?

জ্ঞা। সত্যকে মিথ্যা, আর

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা।

সর। তবে বুঝি নক্ষত্তর পড়া তোমার মতে কুসংস্কার?

জ্ঞা। কুসংস্কার বৈকি, নক্ষত্র কি পড়ে? এক একটা নক্ষত্র, যে পৃথিবী চেয়েও বড়, তা যদি পৃথিবীর উপর পড়ে, তবে পৃথিবী হয়ত গুঁড়ো হয়ে যায়।

সর। তবে কেন সে দিন নক্ষত্তর পড়ে ঘোষেদের কনে পুকুরের সব মাছ মরে গেল?

জ্ঞা। নক্ষত্র পড়ে মাছ মরে না। জল খারাপ হলে, অধিক পানা হলে, কি এক পুকুরে অনেক মাছ হলে, মাছ মরে যেতে পারে;— এই রকম মাছ মরবার অনেক কারণ হতে পারে।

সর। তা যাহক, আমার শাশুড়ী যে বলেন নক্ষত্তর পড়েই যার ছেলে হয়, আরও বলেন যে নক্ষত্তর সন্ধ্যার সময়ে পড়ে সন্তান জন্মে সে সন্তান বড় বাঁচে না, শেষ রাত্রিতে যে সন্তান জন্মে, সেই অনেক দিন বাঁচে।

জ্ঞা। ও রকম যা কিছু শুনতে পাও, সে সমুদায়ই কুসংস্কারের কথা; নক্ষত্র কখন পড়ে না। আমরা রাত্রিকালে, আকাশে মধ্যে মধ্যে হাউয়ের মত যে এক একটা আলো দেখিতে পাই, তাহাকেই নক্ষত্রপাত বলি, কিন্তু সত্য সত্যই সে নক্ষত্র পাত নয়, "উল্কাপাত"। এক এক দিন অমন লক্ষ লক্ষ উল্কাপাত দেখা যায়।

সর। তাইত, বলতে বলতে ঐ যে আবার একটা দেখা গেল। আচ্ছা ভাই, জ্ঞানদা! তুমি যে উল্কাপাতের কথা বল্লে, তা, সে কি রকম।

জ্ঞা। কিছু জানা শুনা না থাকলে ও সব কথা সহজে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তা যাহক, মোটামুটি কিছু বলি, বুঝে রাখ।

সর। তবে বুঝি ছেলে ভুলোন করে বুঝিয়ে দেবে?

জ্ঞা। না না, তা কেন? তবে কি না এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের যে সকল মতামত আছে তা না বলে শুদ্ধ এখন যা স্থির হয়েছে, তাই বলি।

সর। তা আমার "নানা মুনির নানা মত" শুনে কাজ কি? ঠিক কথাটী শুনে রাখলেই হল; আচ্ছা তবে বল শুনি।

জ্ঞা। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, পৃথিবী, ধূমকেতু এই সকল যেমন সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি কতকগুলি উল্কাপিণ্ডও নিয়মিত রূপে সূর্য্যকে ঘুরিয়া থাকে। কোন রূপে পৃথিবীর কাছে আসিলেই অমনি পৃথিবীতে পড়িয়া যায়।

সর। আচ্ছা, তবে হাউয়ের মত আলো হয় কেন?

জ্ঞা। আলোর বিষয়েও অনেক মতামত আছে; কোন কোন পণ্ডিত বলেন, "পৃথিবীর নিকটে এক প্রকার বায়ু আছে, উল্কাপিণ্ড আসিয়া সেই বায়ুতে আঘাত করিলেই, আলো হইয়া উঠে।"

সর। ভাল, উল্কাপিণ্ড যদি পড়ে, তবে আমরা একটাও দেখিতে পাই না কেন?

জ্ঞা। যে উল্কাপাতকে আমরা অতি নিকটে মনে করি, তা সত্য সত্যই নিকটে পড়ে না, অনেক দূরে পড়ে, এই জন্যই সচরাচর আমরা তা দেখিতে পাইনা; কিন্তু কিছু দিন হইল, বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে বিষ্ণুপুর গ্রামে একটা উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছিল, সেটী সেখানকার সকলেই দেখে ছিল। সেটী এখন কলকাতায় এনে রেখেছে।

সর। জ্ঞানদা! কথায় কথায় ঐ দেখ, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে, আজ চল শুইগে। তোমার কথা গুলি কিন্তু শুনতে বেশ।

নূতন সংবাদ।

১ম। দেশভ্রমণ উদ্দেশে আমাদিগের নগরবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাবু সস্ত্রীক বিলাত গমন করিতেছেন। আমাদিগের শিক্ষিত পুরুষদিগের বিলাতগমনেচ্ছা একটী উন্নতির চিহ্ন, বিশেষতঃ স্ত্রীদিগকে স্বীয় উন্নতিপথের সহগামিনী করিবার ইচ্ছা সুশিক্ষা প্রচারের সমধিক পরিচয় দিতেছে। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র বলেন ঐ বিলাত গমনোদ্যোগীগণ সকলই সুবিখ্যাত বাবু রসময় দত্ত-পরিবারস্থ লোক।

আমাদিগের চির অনাদৃত জ্ঞানহীনা দুঃখিনী বঙ্গভগ্নীগণের উন্নতির প্রতি শিক্ষিত পুরুষদিগের যে এরূপ ন্যায় দৃষ্টি এবং যত্ন পড়িয়াছে ইহা শুনিলে মনোমধ্যে আনন্দোদয় হয়।

২য়। বিগত ২৪শে আশ্বিন শনিবার রাত্রি ৮৷৷০ ঘণ্টায় সময় কলিকাতার চাঁপাতলায় সমারোহপূর্ব্বক এক টী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়াগিয়াছে। বিবাহের পাত্র, কলিকাতাস্থ মৃত হরি-

নারায়ণ সরকারের পুত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকার। পাত্রটী যেমন একজন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত এবং উন্নতিশীল যুবক, পাত্রীটীও তদুপযুক্ত সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও সদুপদিষ্টা, সুশীলা এবং শৈশবাবস্থা হইতে সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে জ্ঞান বুদ্ধিসমুন্নত হইয়া স্বাধীনভাবে মনোনীত যোগ্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিলেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী অন্নদায়িনী। কৃষ্ণনগর নিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীর তিনি সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্রী ও মৃত দ্বারকানাথ লাহিড়ীর পুত্রী। ইঁহার জন্মগ্রহণের অনেক দিন পরে ইহার পিতা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

৩য়। ভূপালের নূতন রাণী সাজিহান আপন রাজ্য মধ্যে একটী শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে বৃত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। সোমপ্রকাশ লিখিয়াছে "বেগম রাজ্যের সকল স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন। যে সকল কর্ম্মচারী অত্যাচার করিয়াছে তাঁহাদিগের কাহাকে পেন্সন দিয়া বিদায় দান, কাহাকে বা পদচ্যুত করা হইয়াছে। বেগম রাস্তা ভূমির অবস্থা প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। যেখানে মাপ ও ওজনের যে দোষ ছিল তথায় তাহার সংশোধন করিয়াছেন।"

রাজ্ঞীর এরূপ সৎকার্য্য সকল অল্প আনন্দজনক নহে। ইনিও মাতার ন্যায় যশস্বিনী হইতে পারেন।

৪র্থ। দোয়াবজি পেষ্টনজি কামা নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে চীন দেশে যাইবার মানস করিয়াছেন এবং তথা হইতে জাপানে যাইবেন। পরিশেষে বোম্বায়ে আসিবেন।

একজন ভারতবর্ষীয় অবলা পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছেন ইহা সাতিশয় আহ্লাদজনক ও হিতকর ব্যাপার বলিতে হইবে।

৫ম। ডেলি নিউস নামক সংবাদ পত্রের একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যাঁহারা একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের উপর কর গ্রহণ করিলে অনেক টাকা আয় হইতে পারে।

বামাগনের রচনা।

প্রাপ্ত

এটী অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিতেছেন। এই যে লেখাটী আমরা প্রকাশ করিতেছি, ইহাতে লেখিকার আন্তরিক ভাবের পরিচয় দিতেছে। বামাবোধিনীর প্রতি ইহাঁর যে আন্তরিক যত্ন ও আস্থা আছে, তাহাও এই পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

আমাদের ভগ্নীটী বামাবোধিনী পত্রিকার দুরবস্থাতে দুঃখিত হইয়া যে কথা গুলি বলিতেছেন, তাহা যেন সকলেরই হৃদয়ে প্রবেশ করে—এইটী আমাদের নিতান্ত অনুরোধ।

বামাবোধিনী ও বামাগণ।

বামাবোধিনী পত্রিকার ষষ্ঠ জন্মোৎসবে ইহার দুরবস্থার বিষয় পাঠ করিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। এই বামাবোধিনী পত্রিকা খানি স্ত্রীজাতির একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট অবলম্বন; ইহাতেও যদি ভ্রাতারা উদাসীন হন তাহা হইলে আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা আমাদের বামাবোধিনীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা; যদি আমাদের দুরবস্থার কখন শেষ হয়, আমাদের পত্রিকা খানির দুরবস্থারও শেষ হইবে। আমরা যেরূপ দুঃখে দিন যাপন করি তাহা বলিতে পারি না, আমার ন্যায় দুরবস্থাপন্ন ভগিনীরাই জানেন। তাঁহাদের লইয়াই বলিতেছি যে আমাদের সংসারের সুখের পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে, সুখের আশায় জলাঞ্জলী দেওয়া হইয়াছে। এখন যদি জ্ঞান ধর্ম্ম উন্নতি ও স্বাধীনতা এ সকল সুখ পাইতাম বোধ হয় তাহা হইলে আর তত দুঃখ থাকিত না। আমাদিগের স্বামী মহাশয়েরা আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক প্রথম শিক্ষা পুস্তক পাঠ করাইয়া, যখন দেখিলেন আমরা দুই এক খানি পুস্তক আপনা আপনি উচ্চারণ করিয়া পড়িতে শিখিয়াছি, তখন তাঁহাদের যত্নের শৈথিল্য হইয়া গেল, শিক্ষা দিবার চেষ্টা একেবারে গেল; বলিলেন তোমরা এখন আপনার চেষ্টায় শিক্ষা লাভ কর। কিন্তু তাহাও কি হইতে পারে? আপনার চেষ্টাও চাই, আবার অন্যের সাহায্যও চাই। পুরুষেরাই বা কেন বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হন আর স্ত্রীরাই বা কেন অল্পবুদ্ধি নীচাশয় পশুবৎ থাকে?

ঈশ্বর ত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতিকে কোন বিষয়ে বঞ্চিত করেন নাই; পুরুষদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন আত্মাতেও জ্ঞান বুদ্ধি দিয়াছেন। তবে কেন বামাগণ এত নীচ? কেবল শিক্ষার অভাবে যদি বামাগণের নীচ বলিয়া এত অনাদৃত ও ঘৃণিত হইতে হইয়াছে, যে ভ্রাতারা ভগ্নীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেও লজ্জা বোধ করেন, তবে বামাবোধিনী পত্রিকার প্রতি কি প্রকারে আদর করিবেন বা সাহায্য করিবেন। আমি সকল ভ্রাতাকে বলিতেছি না, এবং সকলের স্বামীকেও বলিতেছি না, তাঁহারা যতদূর শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার জন্য আমাদের মস্তক সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতাতে অবনত থাকিবে, কিন্তু বলিতে হইবে যে আমাদের উন্নতির ভার এখনও তাঁহাদের হস্তে রহিয়াছে। লেখা পড়াতে আমাদের শৈথিল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও অবহেলা হইয়াছে। আমাদের শিক্ষা না হওয়ার কারণ উভয়েরই যত্নাভাব। কিন্তু আমরা অতি ক্ষীণবল অল্পবুদ্ধি সংসারাসক্ত কি প্রকারে সংসারের এত প্রলোভন সুখ ঐশ্বর্য্য, আমোদ প্রমোদ হইতে মনকে ফিরাইয়া লইয়া অধিক সময় লেখা পড়ায় কি ধর্ম্ম বিষয়ে নিযুক্ত থাকিব? এপ্রকার ক্ষমতা আমাদের নাই। স্বামীদিগের সাহায্য অনেক সময় আবশ্যক হয়। আমাদের উন্নতির অনেক প্রতিবন্ধক আছে; সময়ের অভাব, শিক্ষয়িত্রীর অভাব, অর্থের অভাব, সঙ্গদোষ, প্রায়ই অনেকের একটা নয় একটা আছে, আমাদের উন্নতি হওয়া কঠিন। এপ্রকার অবস্থা দেখে যদি জ্ঞানসম্পন্ন ভ্রাতাদিগের দয়া হইল না, আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, তবে বামাবোধিনীর দুরবস্থায় কেমন করিয়া দুঃখিত হইবেন ও সাহায্য করিবেন? আবার অর্থের সাহায্য সামান্য নয়। যে সকল ভ্রাতারা আমাদের জন্য এবং বামাবোধিনী পত্রিকার জন্য, যত্ন, পরিশ্রম, ও অর্থব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ সম্পাদক মহাশয় আপনি আমার কৃতজ্ঞতা উপহার গ্রহণ করুন, ঈশ্বর তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহাদের পরিশ্রম ও যত্ন সার্থক করুন; তাঁহাদের যত্নে বামাবোধিনী পত্রিকা যেন ক্ষীণকলেবর হইয়াও জীবিত থাকে। পরম পিতা পরমেশ্বর বঙ্গবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের দুঃখমোচন করিবেন, এবং শীর্ণকলেবর অনাদরণীয়া পত্রিকা খানিকেও উজ্জ্বল করিবেন।

ভাদ্র ১২৭৬ সাল। ব্রাহ্মিকা
কলুটোলা।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৬ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

১। নারী চরিত ...	১৪১	৫। শুক শারী সংবাদ	১৫৩
২। আর্টিমিসিয়ার সাহস	১৪৬	৬। বাত্যা	১৫৪
৩। পতিব্রতা ধর্ম্ম ...	১৪৯	৭। উপন্যাস	১৫৬
৪। উট-পক্ষী	১৫১	৮। নূতন সংবাদ ...	১৫৭

৯। বামাগণের রচনা ... ১৫৯

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট

৫৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ৵০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে প্রায় পত্রিকা প্রেরিত হয় না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে প্রায় পত্রিকা বন্ধ হইয়া থাকে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে ৵৹ আনার হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	১।৹
মফঃস্বলের জন্য	২৲

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	।৶
মফঃস্বলের জন্য	১৴৹
প্রতিখণ্ডের মূল্য	৵৹

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতিবার প্রতি পংক্তি .... ৴৹

⁂ যাঁহারা ক্রমাগত এক বৎসর বা ছয় মাস বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাহাদগিরে সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

পরীক্ষা পুস্তকের মূল্য।

আখ্যান মঞ্জরী ২য় ভাগ ...	॥৹
ইংলণ্ডের ইতিহাস	॥৹
চারুপাঠ ১ম ভাগ	।৵৹
ঐ অর্থ পুস্তক	৶, ।৹
টেলিমেকস্	১।৹
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ ..	॥৹
ঐ ২য় ভাগ ..	৷৶৹
পদ্যপাঠ ১ম ভাগ ..	৵৹
ঐ ২য় ভাগ ..	।৹
ঐ ৩য় ভাগ ..	॥৹
ঐ অর্থ পুস্তক ...	।৹
পাটীগণিত	১৵৹
২য় ভাগ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা ...	৶৹
বোধোদয়	৶৹
ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	॥৹
ভূগোল পরিচয়	৵১০
লোহারাম কৃত ব্যাকরণ ...	৷৶৹
সীতার বনবাস	১৲
ঐ অর্থ পুস্তক	।৹
সাবিত্রী চরিত	১৲

এই সকল পুস্তক যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোংর যন্ত্রে এবং আমাদের নিকট ডাকমাশুল সমেত পুস্তকের মূল্য এবং ফি টাকায় ৵ আনা অতিরিক্ত খরচ পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

“कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৬ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

নারীচরিত।

অনেকে বলেন আধুনিক স্ত্রীশিক্ষায় যেরূপ কতকগুলি উপকার হইতেছে, তদ্রূপ কতকগুলি অপকারও হইতেছে। এখানকার স্ত্রীলোকে বিবি হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যা শিখিতে গিয়া তাহারা রন্ধন ভুলিয়া যাইতেছে। বৃথা সূচিকর্ম্ম করিতে গিয়া গৃহ কর্ম্মে তাচ্ছিল্য করিতেছে। শিক্ষা প্রণালীর দোষ থাকিলে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা বটে। যাহার যেরূপ অবস্থা, সেই অবস্থাগত সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলে মানবের যথেষ্ট হইল। ইহা ধরিয়াই মানবের গুণ ব্যাখ্যা হয়। ইংলণ্ডীয় সুবিজ্ঞ ভূপতি প্রথম জেম্‌সের সম্বন্ধে এতদ্বিষয়ক যে একটী গল্প কথিত আছে তাহাতে সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়। এই ভূপতি নিজে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার সমাদর ছিল। ভূপতি গুণিগণের সম্মান করেন বলিয়া, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অল্প বয়স্কা একটী বিদ্যাবতী বালিকাকে পরিচর্যার্থ রাজসমক্ষে আনয়ন করিলেন।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ বালিকার গুণ ব্যাখ্যার সময় বলিতে লাগিলেন ইনি ইংরাজ জাতির মধ্যে একটী অসামান্যা স্ত্রীলোক। অনেক গুলি পুরাতন দুরূহ ভাষায় ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। লাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু ভাষায় ইনি উত্তমরূপ লিখিতে ও কথা কহিতে পারেন"। তাঁহার বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে নৃপতি উত্তর করিলেন—'হাঁ, বালিকার এ প্রকার গুণ ও বিদ্যা থাকা অত্যন্ত অসামান্য বটে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ইনি কি কাটনা কাটিতে পারেন?"

জুয়ানা বেলী ও অথা হিমান্সের মত কবি হওয়া শ্লাঘার বিষয় বটে, ক্যাথারাইন মেকলের ন্যায় বহুল ইতিহাসের তত্ত্ব সংগ্রহ করা ভাল বটে, ম্যাডাম ডি শ্যাটুলেটের ন্যায় ফ্রান্স রাজ্যে জগদ্বিখ্যাত নিউটনের আবিষ্কার সমূহ প্রথম প্রচার করাও প্রতিষ্ঠা যোগ্য বটে, কিন্তু গৃহিণীর সদ্গুণ-নিচয়-সম্পন্না না হইলে কোন পুরস্ত্রীই বিশেষ প্রশংসাপাত্রী হইতে পারে না। কেবল জ্ঞানালোচনায় যে গৃহিণীর হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, গৃহধামে তাহাকে লইয়া কি কাজ? তাহার জ্ঞান প্রভায় সকল লোক চমকিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি কি গৃহধামকে সুখের আলয় করিতে পারেন? গৃহধর্ম্ম পরিপাটী রূপে সম্পন্ন করা গৃহিণীর প্রধান কার্য্য। যিনি এক প্রকার কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারেন, তিনি অন্যবিধ কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। নিম্নলিখিত নারী-চরিতটী এস্থলে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে।

মেরী লভেল ওয়্যার।

মেরী লভেল পিকর্ড, (পরিণয়ের পর বিবি ওয়্যার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন), ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের ২ অক্টোবর আমেরিকাস্থ বোস্টন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে ইংলণ্ড নিবাসী ছিলেন, কিন্তু বিষয় কার্য্যানুরোধে আমেরিকায় বহুকাল অবস্থান করাতে সেই খানেই মেরী লভেল নাম্নী তদ্দেশীয় একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইনি মেরী পিকার্ডের মাতা; অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, উদার ও গুণবতী ছিলেন।

১৮০২ খৃঃ অব্দে মেরী ওয়্যার পিতা মাতার সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সেখানে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সুকুমার মনে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

পাঁচ বৎসরের সময় মেরী আমেরিকায় ফিরিয়া আসিলেন। শৈশবাবধি তের বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃ-সন্নিধানেই তিনি সকল বিষয় শিক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলে হিংহাম বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবস মধ্যে স্বীয় সচ্চরিত্র ও সাধু গুণে কি শিক্ষয়িত্রী কি সহাধ্যায়িনীগণ সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জননী সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহাকে পাঠাভ্যাস স্থগিত রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এই বিপদ কালে যতদূর সাধ্য গৃহ কার্য্যের আনুকূল্য ও জননীর শুশ্রূষা করিতে মেরী ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত। ১৮১৩ খৃঃ অব্দের মে মাসে বিবি পিকার্ডের মৃত্যু হইল। অতঃপর মেরী যে সকল দুঃখ ও ক্লেশে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এই সময় তাহার প্রথম সূচনা। মাতৃ-হীনা বালিকা মেরীর উপরেই গৃহ কার্য্যের সমুদায় ভার অর্পিত হইল। তাঁহার পিতার একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে কলত্র-বিয়োগ শোকে তিনি এক্ষণে একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িলেন। গৃহে মেরীর বৃদ্ধ পিতাও জরাগ্রস্ত মাতামহ এবং বৃদ্ধা মাতামহী; সুতরাং তিনি একাকীই সকলের যষ্টি স্বরূপ হইলেন। কিন্তু অতি বাল্যকালেই এরূপ সঙ্কটাবস্থায় নিপতিত হইয়া তিনি অসামান্য সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশবর্ত্তিনী হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মন কিছু শান্ত হইলে তিনি পুনরায় বোষ্টনের কোন বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হইলেন। এখানে দুই বৎসরের অধিক থাকিতে পারেন নাই।

মেরী মাতৃকুল হইতে কিছু সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অর্থ তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে বিক্ষিপ্ত ছিল। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে মূল ধনের কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া গেল। পিকার্ড কন্যার নিকট তাহার সংবাদ দিলেন। কিন্তু মেরী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "পিতঃ যখন অর্থাভাবে পরের অথবা বন্ধু

বান্ধবের অন্নভোগিনী ও গলগ্রহ হইতে হয় এবং কাহারও কোন উপকার সাধন করিতে পারা যায় না, আমি তখনই ধনক্ষয় বিবেচনা করি।

এই দুই বৎসরের মধ্যে পিকার্ডের সংসার কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অর্থের অনাটন হওয়াতে তাঁহাকে এক্ষণে আবার ব্যয়কুণ্ঠ হইতে হইল। বিশেষতঃ এই সময়ে তাহার শ্বশুরের কাল হইল। শ্বশ্রূ অশক্তা হইয়া পড়িলেন। মেরী আর কি গৃহ হইতে অন্যত্র থাকিতে পারেন? গৃহ মন্দিরে তাহার কার্য্যের নিতান্তই প্রয়োজন হইল। অগত্যা তিনি অতি দুঃখের সহিত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন; এবং 'বিধাতার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক' বলিয়া গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জনের সময় এরূপ উৎকট ব্যাঘাত ঘটিল বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইলেন। তাহার এই সময়ের পত্র নিচয়ে তাহা প্রকাশিত আছে। দুই বৎসর পরে তাহার মাতামহীর মৃত্যু হইল। বৃদ্ধার কিছু সঞ্চিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও মেরী মিতব্যয়তার শিথিলতা করিলেন না। তিনি অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার অদৃষ্টে অনেক ক্লেশ আছে। এই সকল দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া পিকার্ডের বাসস্থান পরিবর্ত্ত করিতে হইল। বোষ্টন নগরী হইতে নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রামে উঠিয়া গেলেন। শৈশব-বাস পরিত্যাগ করাতে মেরীর কিছু দুঃখ বোধ হইল। কিন্তু পল্লীগ্রামের নির্জ্জনতায় আসিয়া দেখিলেন যে, সেখানে আত্মপরীক্ষা ও চিন্তার বিশেষ সুবিধা হয়। সেখানে পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া তিনি যে কত আনন্দানুভব করিতেন তাহা তাহার এসময়ের পত্রাবলীতেই প্রতীত হয়। সেখানে আসিয়াও তিনি পরের হিত চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতেন। কোন পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমাদিগের সম্মুখেই একটী মূক ও বধিরা বালিকা বাস করে। যে কৌশলে এরূপ বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া যায় আমি জানিলে ইহাকে পড়াইতে শিখাইতাম।"

১৮২৩ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পিকার্ডের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কিন্তু যে অল্পকাল তিনি পীড়িত ছিলেন, মেরীর পিতৃসেবায় অণুমাত্রও ত্রুটি হয় নাই। তিনি নিরাহারা হইয়াও একান্তমনে তাঁহার পার্থিব

শেষবন্ধুর গুরুসেবায় অহর্নিশ নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মেরী যখন দেখিলেন তাঁহার সকল প্রয়াস নিষ্ফল হইল, পিতা হিম-কলেবর হইতেছেন, তিনি শোকে অধীরা হইয়া একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি একাকিনী। দুই বৎসর মাত্র নূতন পল্লীতে বাস পরিবর্ত্ত করিয়াছেন; সুতরাং নিঃসহায়া। কোথায় যাইবেন ও কাহার শরণাপন্না হইবেন? তাঁহার অবশিষ্ট আত্মীয়েরা ইংলণ্ডের দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন। মধ্যে ভীষণ পারাবার বিস্তারিত, গৃহে সকলি শূন্যময়। আপনি তরুণবয়স্কা বালিকা, তাঁহার নিকট পৃথিবীর সকলই জটিল ও দুর্ব্বোধ। তিনি জানিতেন ইংলণ্ডে তাঁহার পিতৃব্যপত্নী বৃদ্ধা, নির্ধন ও অশক্তা হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কি করেন তাহার আর দ্বিতীয় স্বজন নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া অল্পদিনেই স্থির করিলেন, আটলান্টিক পার হইয়া ইংলণ্ডে যাইতে হইবে। তখনই প্রস্তুত, পোতে আরোহণ করিলেন। বিভীষণ আটলান্টিকের শত যোজন বিস্তার, একাকিনী, অনাথিনী বালিকা উত্তীর্ণ হইতে চলিলেন। কেবল তাঁহার দুঃখিনী খুড়ীর সহায়তা ও দুঃখহ্রাস করিবার জন্য। ধন্য তাঁহার মনস্বিতা! ধন্য তাঁহার সাহস!!

পিতৃব্যপত্নীর দুঃখালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি লণ্ডন নগরী ভ্রমণ করিয়া গেলেন। ইয়র্ক সায়ারে অস্‌সদলী নাম্নী পল্লীতে তাঁহার খুড়ী বাস করিতেন। তিনি আনন্দের সহিত মেরীকে গ্রহণ করিলেন। যে সময় মেরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে সময়ে তদীয় পিতৃব্যপত্নীর তাঁহার ন্যায় একটী স্ত্রীলোকের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছিল। এই সময়ে মেরী এক পত্রে লেখেন—"আমি যে সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পরের হিতসাধন পক্ষে এতদপেক্ষা আর ভাল সময় ঘটিতে পারে না। আমার পিতৃব্যপত্নীর দুই কন্যারই বিবাহ এই গ্রামে হইয়াছে। অন্যতরটীর তিনটী শিশুসন্তান, কিন্তু তাহার স্বামী জ্বররোগে মৃতপ্রায়। তাহার দেবর গতকল্য বসন্তরোগে মারা পড়িয়াছেন। দুইটী সন্তানের বিষম কাশী। অন্যটী দেড় বৎসরের, এবং আমার খুড়ীর কাছেই থাকে। সেটীও এরূপ পীড়িত যে আমার খুড়ী তজ্জন্য বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আবার মড়ার উপরে খাঁড়ার

যা, এই সময়েই খুড়ীর একটী সন্তান পাগলের মত হইয়া দিন কয়েক হইল বাড়ীতে আসিয়াছেন। কোন ক্রমেই তাহাকে স্থিরচিত্ত করা যায় না। আমার কথায় তিনি একটু স্থির হন, এজন্য বোধ হয় আমি তাহাকে আরাম করিতে পারিব। এসময়ে আমি খুড়ীর কেমন উপকারে আসিতে পারি।"

অস্‌সদালী একটী বহুকালের পুরাতন পল্লীগ্রাম। গ্রামবাসীরা অসভ্য, মূর্খ, এবং ঠিকা মজুরী করিয়া দিনপাত করে। এরূপ স্থান মেরীর কেমন অভিলষিত, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাহার পিতৃব্যপত্নীকে প্রায় কুড়ি বৎসর দেখেন নাই। অন্যান্য পরিজনবর্গকে তিনি একেবারেই জানিতেন না। অন্য কেহ হইলে এরূপস্থলে তখনই স্থানান্তর হইত। মেরী কর্ত্তব্যের আহ্বানকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজ সুখাশা বিসর্জ্জন দিয়া পরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮২৫ খৃঃ অব্দের শরৎকালে উক্ত গ্রাম বাস্তবিক মারী-পীড়িত হইয়াছিল। জ্বর, কাশী, এবং বসন্তরোগে ঐ গ্রাম একেবারে উৎসন্ন হইতেছিল। খুড়ীর নিজ বাটীতেই একজন পীড়িত, একজন বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অশক্তা, অন্যটী বুদ্ধিভ্রষ্ট। কিছুদিন পরেই তাঁহার ভগ্নীপতির কাল হইল। ভগ্নী সপরিবারে পিত্রালয়ে আইলেন। তিনি নিজে পীড়িতা, তাহার সন্তানত্রয়ও পীড়িত। মেরী ক্ষমতাতীত পরিশ্রম স্বীকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারই ক্রোড়ে একটী ভাগিনেয়ের মৃত্যু হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়ার আশ্চর্য্য সাহসিকতা।

(১২৭ পৃষ্ঠার পর)

চিরস্মরণীয় সালামিস্‌ যুদ্ধে আর্টিমিসিয়া যেরূপ কৌশল ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তাহাতে তিনি সম্রাটের অধিকতর অনুরাগভাজন হন। যৎকালে সম্রাটের রণতরীব্যূহে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তৎকালে

আর্টিমিসিয়ার জাহাজ একজন এথিনীয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যার পর নাই সঙ্কটে পড়িল। এই বিপদ্‌কালে তিনি আপনাকে শত্রুগণের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ এবং মিত্র রাজগণের অর্ণবপোত তাঁহার সম্মুখস্থ দেখিয়া একটী চতুরতা অবলম্বন করিলেন। তিনি এথিনীয়ের হস্ত হইতে প্রস্থান করিবার সময় স্বপক্ষের একখানি জাহাজ আক্রমণ করিলেন। এইখানি কালিণ্ডীয় জাহাজ এবং তাহাতে কালিণ্ডীয়ার রাজা ডামাসিথিমস্‌ ছিলেন। হেলিস্‌পন্ট প্রণালীর নিকট এই রাজার সহিত রাজ্ঞীর কলহ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনাটী ইচ্ছাপূর্ব্বক কিংবা দৈববশতঃ হইয়াছিল ঠিক্‌ বলা যায় না। আর্টিমিসিয়া এই জাহাজখানি আক্রমণ করিয়া জলমগ্ন করিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহার দুইটী লাভ হইল। এথিনীয় সেনাপতি যখন দেখিলেন যে তিনি যে জাহাজের পশ্চাদ্‌গমন করিতেছিলেন, তাহা এক অসভ্যের* জাহাজ আক্রমণ করিল, তখন ভাবিলেন যে হয় ইহা কোন গ্রীসীয়ের জাহাজ অথবা অসভ্যদিগের কোন জাহাজ বিদ্রোহী হইয়া গ্রীকদিগকে সাহায্য করিতেছে; এই ভাবিয়া তিনি অন্যদিকে ফিরিয়া গেলেন। আর্টিমিসিয়া এই চাতুরী দ্বারা কেবল যে আসন্ন বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন তাহা নহে, কিন্তু সম্রাটের বাস্তবিক অপকার করিয়াও তাঁহার অধিকতর প্রিয়পাত্র হইলেন। সম্রাট যখন স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন তখন একজন অনুচর বলিল, 'দেখুন, মহারাজ! আর্টিমিসিয়ার পরাক্রম দেখুন! তিনি বিপক্ষদিগের একখানি জাহাজ জলসাৎ করিলেন।' সম্রাট্‌ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাস্তবিক এই জাহাজ আর্টিমিসিয়ার কি না?' তাঁহার পার্শ্বস্থ লোকেরা রাজ্ঞীর জাহাজের বিশেষ নিদর্শন চিনিত, সুতরাং সম্রাটের দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইয়া দিল; আক্রান্ত জাহাজ যে বিপক্ষের নয়, তৎকালে তাহাদের মনে এ সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই। আর্টিমিসিয়ার আর

* মনুষ্যদিগের স্বজাতির প্রতি অনেক অন্যায় পক্ষপাত এবং ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা দেখা যায়। হিন্দুরা যেমন আপনাদিগকে পবিত্র ও অপর জাতি সকলকে 'ম্লেচ্ছ' বলেন, গ্রীকেরা সেইরূপ আপনাদিগকে সভ্য ও আর সকল জাতিকে অসভ্য বলিয়া গণনা করিতেন।

একটী সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কালিণ্ডীয় জাহাজের এক ব্যক্তিও জীবন রক্ষা পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে নাই। জরাক্ষিস্ ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "আমার পুরুষেরা স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিল।" তৎপরে সম্রাট্ আর্টিমিসিয়ার জন্য সম্পূর্ণ এক প্রস্ত গ্রীসীয় যুদ্ধ পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং আপনার জাহাজাধ্যক্ষের জন্য সুতা কাটিবার চরকা ও কাটী পাঠাইয়া দিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় মহাকবি এস্কাইলসের ভ্রাতা এমিনিয়াস্ আর্টিমিসিয়ার জাহাজের পশ্চাৎগামী হইয়াছিলেন এবং রাজ্ঞী সে জাহাজে আছেন, জানিলে কখনই তাঁহাকে ছাড়িতেন না। একজন স্ত্রীলোক এথিনীয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছে এই লজ্জাকর সংবাদ শুনিয়া এথেন্সের অধ্যক্ষগণ সেনাপতিদিগের উপর দৃঢ় আদেশ দিয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তি আর্টিমিসিয়াকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞীর বুদ্ধি কৌশলে তাহাদিগের আশা বিফল হইল।

জরাক্ষিস্ সালামিস্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গ্রীসে থাকিবেন কি পারস্যে ফিরিয়া যাইবেন অনেকক্ষণ স্থির করিতে পারিলেন না। মার্ডোনিয়স্ গ্রীকদিগকে জয় করিবার পরামর্শ দিলেন, অন্যান্য মন্ত্রীরাও ইহাতে সায় দিতে লাগিলেন। সম্রাট আর্টিমিসিয়ার বিচক্ষণ বুদ্ধির যথেষ্ট সমাদর করিতেন, অতএব সকলকে বিদায় করিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্রাট বলিলেন "মার্ডোনিয়স্ আমাকে দক্ষিণ-গ্রীস্ আক্রমণ করিতে বলিতেছেন এবং গত দুর্ঘটনায় আমার সৈন্যগণের কোন দোষ নাই তাহার প্রমাণ দর্শাইতে চাহিতেছেন। ইহাতে আমার অমত হইলে তিনি স্বয়ং ৩ লক্ষ সৈন্য লইয়া গ্রীস্ দেশ আমার অধীন করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশিষ্ট সেনানী সমভিব্যহারে আমাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইহার মধ্যে কোন্ কার্য্যটী তোমার অভিমত?" আর্টিমিসিয়া উত্তর করিলেন "মহারাজ! এরূপস্থলে কোন্ কার্য্যটী উৎকৃষ্ট, বলা সহজ নহে; কিন্তু আমি যতদূর বলিতে পারি

তাহাতে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর। মার্ডোনিয়স্ যত সৈন্য চান, লইয়া আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করুন্। যদি তিনি গ্রীস্ জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন, সে গৌরব আপনারই, কারণ আপনার সৈন্য লইয়াই তাঁহার বল; যদি তিনি নিরাশ ও পরাস্ত হন, আপনি, আপনার পরিবার ও ধনসম্পত্তি সুরক্ষিত রহিল অতএব তাহাতে কি বিশেষ ক্ষতি হইবে? আপনি ও আপনার পরিবার অনেক দিন বাঁচিবেন, ইহার মধ্যে গ্রীকেরা অনেক যুদ্ধে জড়িত হইতে পারে। মার্ডোনিয়স্ যদি পরাভূত হইয়া হত হন, আপনার একজন ভৃত্যের পরাজয় ও মৃত্যুতে গ্রীকদিগের অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। এথেন্স দগ্ধ করা আপনার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে অতএব এখন আপনার প্রস্থানে কোন অগৌরব নাই।"

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটস উল্লিখিত আখ্যায়িকা শেষ করিয়া বলেন "জরাক্ষিসের মনে এত ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল যে সহস্র প্রকারে বুঝাইয়াও কেহ তাঁহার প্রস্থান নিবারণ করিতে পারিত না। আর্টিমিসিয়ার মতটী তাঁহার মনের মত হওয়াতে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং যথেষ্ট সমাদর ও সম্মানের সহিত রাজ্ঞীকে বিদায় করিলেন।"

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

(গত প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন। কি রূপ স্ত্রী, শ্রী হইতে অভিন্ন?

উত্তর। "অনুকূলা ন বাগ্দুষ্টা, দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী নসংশয়ঃ॥"

পতি অনুকূলা, দক্ষা, মধুর ভাষিণী,
পতিব্রতা, সাধুশীলা, হয় যে কামিনী;
স্ত্রীরত্ন শ্রীরূপা সেই, নাহিক সংশয়,
"গৃহ লক্ষ্মী" নামে তাঁর দিই পরিচয়।

যে স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা, প্রিয়বাদিনী, গৃহ-কার্য্য-দক্ষা, সাধুশীলা ও পতিব্রতা, তিনিই গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা, তাহার সন্দেহ নাই।

প্র। সাধুশীলা রমণীদিগের কি কি পরিত্যাজ্য?

উ। "প্রমাদোন্মাদ রোষের্ষ্যা, বঞ্চনঞ্চাভিমানিতাং।
পৈশুন্য হিংসা বিদ্বেষ মহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্য সাহস স্তেয় দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জয়েৎ॥

ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অভিমান, অনবধানতা,
দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, বঞ্চনা, খলতা,
শঠতা, মত্ততা, দম্ভ, চৌর্য্য, নাস্তিকতা,
ত্যজিবেন দুঃসাহস, দূরে পতিব্রতা।

পতিব্রতা রমণীগণ, অসাবধানতা, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, অপহরণ, ও দম্ভ এই সকল মহানিষ্টকর দোষ একবারে পরিত্যাগ করিবেন।

প্র। যাবতীয় তেজের মধ্যে কোন্ তেজ সর্ব্ব প্রধান?

উ। "হুতাশনো বা সূর্য্যোবা, সর্ব্বতেজস্বিনাং পরঃ।
পতিব্রতা তেজসশ্চ, কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥"

প্রখর আদিত্য আর দীপ্ত হুতাশন,
যার কাছে যাবতীয় তেজ নতানন,
তেজোরাশি সেই রবি, সেই হুতাশন,
পতিব্রতা তেজ সম নহে কদাচন।

যে অগ্নি ও সূর্য্য সকল তেজঃ পদার্থ হইতে অধিক তেজস্বী বলিয়া খ্যাত, তাহারাও পতিব্রতার পাতিব্রত তেজের ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

প্র। যাবতীয় ধর্ম্মাচরণের মধ্যে রমণীদিগের কোন্ ধর্ম্মাচরণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

উ। "সর্ব্বদানং সর্ব্বযজ্ঞঃ সর্ব্বতীর্থ নিসেবনং।
সর্ব্বব্রতং তপঃ সর্ব্ব মুপবাসাদিকঞ্চযৎ।

সর্ব্ব ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ সর্ব্বদেব প্রপূজনং।
তৎ সর্ব্বং স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীং।"

অন্নাদি দান, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ সেবা, তপোজপ, ব্রতোপবাস, সত্য কথন, দেব পূজা এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তৎসমুদায় সাধ্বী রমণীদিগের পতি সেবার ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

(ক্রমশঃ)

উট্ট-পক্ষী।

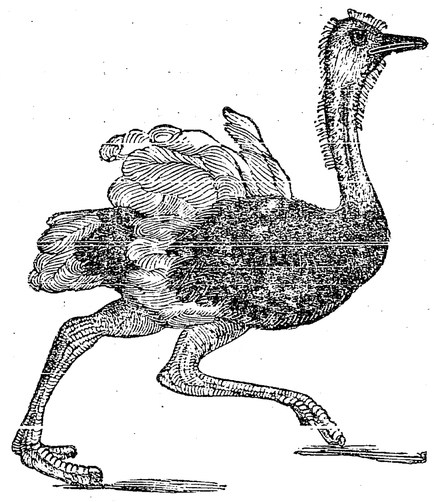

পক্ষি-জাতির মধ্যে উট-পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। আরবেরা ইহাকে উট-পক্ষী বলিয়া থাকে, সেই জন্য ইহার নাম উট-পক্ষী হইয়াছে। ইহা উষ্ট্রের ন্যায় বালুকাময় মরুভূমিতে অবিশ্রান্ত রূপে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহার পালক সকল পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোক মহামূল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

উট-পক্ষীদিগকে আরব ও আফ্রিকার সকল স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ বনাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে ইহারা বাস করে। ইহা-

দিগের শরীরের অনুরূপ বলও আছে। ইহারা অতিশয় শান্ত ও নিরীহ; কিন্তু নূতন লোকদিগের পক্ষে ইহারা নিষ্ঠুর ও ভয়াল।

ইহারা কাহারও সহিত অগ্রে বিবাদ করিতে যায় না। যখন হিংস্র ও নিষ্ঠুর পশুরা ইহাদিগের বাসায় আসিয়া পক্ষিশাবকদিগকে নষ্ট করে, তখনই আত্ম-রক্ষার জন্য ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পদদ্বয় দ্বারা বিলক্ষণ আঘাত করিতে থাকে।

ইহাদিগের গতি অতিশয় চমৎকার। ডাক্তার সা বলেন—প্রখর সূর্য্যকিরণ সময়ে ইহারা অত্যুত্তাক্ত হইয়াও শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে রাজ-গতির ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতে থাকে; এবং গমন কালে আপন আপন পক্ষ দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করতঃ পথ শ্রান্তি দূর করে।

আফ্রিকার দক্ষিণভাগস্থ উট-পক্ষীরা পারাবতদিগের ন্যায় আপন আপন ডিম্বোপরি তা দিয়া থাকে, অনেক গুলি মেয়ে উট-পক্ষী একত্র এক বাসায় ডিম্ ফুটায়। পক্ষীদিগের ন্যায় ইহারা বৃক্ষোপরি বাসা করে না। মৃত্তিকা খনন করিয়া আপনাদিগের শরীরের অনুরূপ এরূপ ভাবে বাসা নির্ম্মাণ করে যে, তাহার চারি ধার বালুকা দ্বারা উচ্চ করিয়া লয়। মেয়ে উট-পক্ষীরা এককালে ১০।১২টী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এক একটী বাসায় ৪০।৫০টী ডিম্ব থাকে। এক একটী ডিমের আকার এক একটী হুঁকোর খোলের ন্যায়। ডিম্ব গুলি এত ভারি যে ওজনে প্রায় ৩৷৷০ সের হইবে। ডিম্বের খোলা শ্বেতবর্ণ, হস্তি দন্তের ন্যায় চক্‌চকে।

উট-পক্ষিণীরা দিবাভাগে পর্য্যায়ক্রমে ডিমের উপর তা দেয়, কিন্তু রাত্রিকালে একটী মাত্র পুরুষ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করে। ডিম ফুটিতে ৪০ দিন লাগে। উষ্ণ প্রধান দেশে উট-পক্ষীদিগকে ডিমে তা দিতে হয় না। গরম বালুকার উপর ডিম রাখিলে সূর্য্য উত্তাপে ডিম ফুটিয়া যায়।

উট-পক্ষীদিগের দুই পা, প্রত্যেক পদে দুইটী করিয়া অঙ্গুলী; এক এক অঙ্গুলীতে ব্যাঘ্রের ন্যায় বড় বড় নখ আছে। ইহা দ্বারাই ইহারা সকলকে আঘাত করিতে পারে। উটের ন্যায় ইহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে কুঁজ আছে, তাহাদিগের ন্যায় ইহারাও তৃষ্ণায় কাতর হয় না। ইহা-

দিগের উচ্চতা প্রায় ৪৷৷০ হাত, গ্রীবা লম্বা। গ্রীবার উপর অর্দ্ধ ভাগ পালকে ঢাকা। পক্ষদ্বয় অতি সুন্দর শ্বেত বর্ণের পালক দ্বারা সুসজ্জিত এবং ইহার দুই ধারে সজারু কাঁটার ন্যায় দুইটী কাঁটা আছে। লাঙ্গুলের দিকও ঐরূপ শ্বেত বর্ণের পালকে ঢাকা। অবশিষ্ট সমুদয় পালক পুরুষদিগের কৃষ্ণবর্ণ এবং মেদীদিগের পাটল বর্ণ।

শুক শারী সংবাদ।

শাখি পরে দুটী পাখী শারী আর শুক,
সুখে বসি হেরিতেছে এ উহার মুখ,
প্রেমভরে প্রেমালাপ করিছে উভয়,
হেনকালে তথা এক ব্যাধের উদয়।
এক হাতে ধনু তার অন্য হাতে শর,
লক্ষ্য করি শুক শারী ক্রমে অগ্রসর।
নিষাদে হেরিয়া শারী বিষাদেতে কয়,
হা নাথ! হইল আজি মরণ নিশ্চয়।
এই দেখ অধোদিকে সাক্ষাৎ শমন,
আকর্ণ পূরিয়া শর করিছে ক্ষেপণ;
ঊর্দ্ধ দিকে দেখ পুনঃ দৈব বিড়ম্বন,
দ্বিতীয় শমন শ্যেন করিছে ভ্রমণ।
কি করি কোথায় যাই দেখি না উপায়,
বুঝিনু বিধাতা বাম আজি, হায়! হায়!
বসে থাকি যদি মোরা মারিবে নিষাদ,
উড়িলে আক্রমে শ্যেন হইল প্রমাদ!
এই বলি প্রাণভয়ে শারিকা আকুল,
অনুপায় দেখি শুক হইল ব্যাকুল।

হেন কালে দেখ এক দৈবের ঘটন,
এক বিষধর ব্যাধে করিল দংশন।
সর্পের দংশনে শর চঞ্চল হইল,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে শ্যেনে সংহার করিল।
শর-বিদ্ধ হয়ে শ্যেন পড়িল ধরায়
বিষের জ্বালায় ব্যাধ পরাণ হারায়।
শুক শারী আনন্দেতে করে উচ্চারণ,
জয় জয় জগদীশ, বিপদ ভঞ্জন।

বাত্যা।

বায়ু কখন স্থিরভাবে থাকে, কখন তাহার গতি হয়। কিন্তু এই গতির বেগ সকল সময় সমান থাকে না। তাহা নানা কারণ বশতঃ নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে। কখন বায়ু মন্দ মন্দ হিল্লোলে বহিতেছে, কখন এমন ভীষণ প্রবল বেগে বহিতেছে যে তাহাতে কত শত দেশ একেবারে সমভূমি করিয়া ফেলিতেছে। বায়ু যখন মৃদুভাবে ধীরে ধীরে বহিতে থাকে তখন তাহাকে আমরা সমীরণ কহি। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বেগ হইলে কেহ কেহ তাহাকে অনিল বলে। অনিল হইতে প্রলয়-ঝটিকা পর্য্যন্ত যত প্রকার বায়ু-প্রবাহ আছে তাহাদিগের সাধারণ নাম বাত্যা দেওয়া গেল। বাত্যার বেগ অনুসারে তাহাকে অনিল, ঝটিকা, ঝঞ্ঝাবাত, প্রলয়-ঝটিকা, ঘূর্ণী, প্রভৃতি বলা যাইবে। বাত্যা যে দিক হইতে উত্থিত হয় তাহাকে সেই দিকের বাতাস বলে। যথা পূর্ব্বদিক হইতে উত্থিত হইলে পূর্ব্ব-বাতাস, দক্ষিণ হইতে হইলে দক্ষিণ বাতাস, ইত্যাদি।

এক্ষণে বাত্যা কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে তাপের একটী গুণ বুঝিতে হইবে। তাপ তরল ও ধাতু পদার্থে প্রয়োগ করিলে তাহাদিগের পরমাণুসকলের যোগ-আকর্ষণ হ্রাস করিয়া ফেলে, সুতরাং তাহারা বিস্তারিত হয়। জলকে জ্বাল দিলে তাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা গলিয়া যায়। বাষ্প ও গলিত ধাতুর বিস্তার অধিক, অর্থাৎ তাহাদের পরমাণুপুঞ্জ পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা নূতন অবস্থায় অধিক স্থান ব্যাপিয়া লয়। বায়ু একটী তরল পদার্থ; বায়ুতেও যখন তাপ লাগে তখন তাহা শুষ্ক, বিস্তারিত ও লঘু হইতে থাকে। শুষ্ক, পাতলা ও লঘু বায়ু স্বভাবতঃ ভিজা, ঘন ও ভারী বায়ুর উপর উঠিয়া থাকে। তাপে একস্থানের বায়ু উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া যেমন উঠিয়া যায়, চারিদিকের ভারী বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই ভারী বায়ু আবার উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং অন্য শীতল ও ভারী বায়ু বেগে তাহার স্থানে আসিয়া পড়ে। বায়ুতে তাপ প্রযুক্ত হইলে যে এই রূপ ঘটিয়া থাকে, গৃহ-দাহ কালে ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। গৃহ-দাহ কালে দেখা যায় কোথা হইতে পবন আসিয়া সহায়তা করিতে থাকে। অথবা কোন গৃহমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেও ইহা দৃষ্ট হইবে। তখন দেখিবে দ্বারের উপর দিয়া তপ্ত বায়ু বাহিরে নির্গত হইতেছে এবং নীচে দিয়া ভারী ও শীতল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতেছে। রন্ধনশালায় ইহা সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে।

পৃথিবী সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার ব্যাপার ঘটিতেছে। সূর্য্যের তাপই বাত্যা উৎপত্তির প্রধান কারণ। পৃথিবীর স্থলবিশেষ যখন সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হয়, সেই স্থলের বায়ুও তৎসঙ্গে উত্তপ্ত হয়। এই উষ্ণ বায়ু লঘু ও বিস্তারিত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে, পার্শ্বস্থ অন্যদিকের গুরু বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। সুতরাং বায়ুর গতি হয়। আকাশের উপর দিয়া উষ্ণ তরল বায়ু চলাচল করিতেছে, অধস্তল দিয়া শীতল ও গুরু বায়ু-প্রবাহ নিয়তই বহমান হইতেছে। শীতল স্থানের বায়ু উষ্ণ দেশাভিমুখে আসিতেছে, এবং উষ্ণ স্থানের বায়ু আকাশের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া বহমান হইয়া শীতল দেশাভিমুখে যাইতেছে। বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ উষ্ণ প্রধান দেশ সমুদায়ের বায়ু নিয়তই উত্তপ্ত হইয়া আকাশের উপরের স্তরে উত্থিত হইতেছে, এবং দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলস্থ শীতপ্রধান

দেশীয় বায়ু আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে।

স্থায়িত্ব অনুসারে বাত্যা তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। স্থায়ী, অস্থায়ী ও সাময়িক বাত্যা। বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ গ্রীষ্মমণ্ডলীর প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়তই যে পূর্ব্ব-বাতাস বহিতেছে তাহাকে স্থায়ী বাত্যা বলে। নানা কারণ বশতঃ যে সকল বাত্যার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্ত হইতেছে তাহাদিগকে অস্থায়ী বাত্যা বলে। অস্মদ্দেশে শীতও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুতে যে উত্তর ও দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে তাহাদিগকে সাময়িক বাত্যা বলা যাইতে পারে। পশ্চাৎ এই কয় প্রকার বাত্যার বিবরণ ও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইবে।

উপন্যাস।

অতি পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশের উত্তরাংশে আট্‌লান্টা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। তিনি এমত দ্রুতগামিনী ছিলেন যে তাহাঁর মত শীঘ্র দৌড়িতে অতি অল্প লোকেই পারিত। অবশেষে তিনি ইহাতে এমত নিপুণা হইলেন যে বিবাহের সময় এই পণ করিলেন, যে তাঁহাকে দৌড়িয়া হারাইতে পারিবে তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। অনেক দ্রুতগামী যুবকগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। অবশেষে একটী সামান্য লোক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহার্থ উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তি তদ্রূপ দৌড়িতে পারিত না, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রকৃতি বুঝিয়া একটী চমৎকার কৌশল করিল। দৌড়িবার সময় পথের দুইপার্শ্বে স্বর্ণমণ্ডিত কৃত্রিম আপেল ফল ফেলিয়া যাইতে লাগিল। আটলান্টা নিজ স্বভাব প্রযুক্ত দৌড়িতে দৌড়িতে পথিমধ্যে যেমন এই ফল গুলি আহরণ করিতে লাগিলেন, দ্রুতগামী যুবক একমনে দৌড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার অগ্রে উপনীত হইল। আটলান্টা পরাজিত হইলেন।—আমরাও এইরূপ অনেক সময় আটলান্টার ন্যায় উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পথিমধ্যে সুবর্ণ ফল আহরণ করিতে গিয়া থাকি।

নূতন সংবাদ।

(ঢাকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।)

১। আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দেশীয় ভদ্র মহিলাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র রেলওয়ে শকট রাখার প্রস্তাব অবধারিত হইয়াছে। বোধ করি স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষার্থ যত প্রকার উপায় করা আবশ্যক, তাহার সকলই উহাতে থাকিবে। ভদ্র মহিলা ভিন্ন যে সে ইতর স্ত্রীলোকেরা উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ঐ সকল মহিলাদিগের স্বামী কিংবা অপর কোন আত্মীয়, স্ত্রীশকটের নিকটস্থ শকটে অবস্থান করিতে পারিবেন। মহিলাশকটে ইউরোপীয় স্ত্রীলোক প্রহরী থাকিবেন। শকটারূঢ়া মহিলারা নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নামিয়াই যাহাতে যানাদি প্রাপ্ত হন, রেলওয়ে কোম্পানি তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাঁহাদিগের নিমিত্ত এক এক খানি নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ গৃহ রাখিলে আরো ভাল হয়।

২। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন দুই জন স্ত্রীলোক বীরত্ব প্রদর্শন করাতে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রত্যেকে ৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক ব্যক্তি চারি জনকে খুন করিতে উদ্যত হয়। উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয় সাহস পূর্ব্বক তাহাকে বাধা দেয় এবং তাহার নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লয়; পরে পুলিসে এজাহার দিয়া তাহাকে ধৃত করাইয়া দেয়। উক্ত ব্যক্তির ফাঁসি হইয়াছে।

৩। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের মিস গডসে নামক জনৈক মহিলা চৌদ্দ বৎসর নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক ডাক্তার ও বড় ২ লোক ইহার এই অদ্ভুত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কেহই কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে ইহার বিষয় প্রায় সকলে জ্ঞাত আছেন। বার বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহার পীড়া হয়। অনেক ঔষধ ব্যবহারের পর পীড়া আরোগ্য হয় কিন্তু তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় পতিত হন। সেই অবধি মাঝে ২ দুই এক বার ছাড়া তিনি কখন জাগরিত হন নাই। প্রথমতঃ তিনি দিবা রাত্রের মধ্যে দুই বার জাগিয়া উঠিতেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যহ প্রায় এক সময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া

যাইত, কিন্তু ইদানীং তিনি ঘন২ জাগরিত হইতেন। পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট এবং কখন কখন এক২ কোয়াটার পর্য্যন্ত সচেতন থাকিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। সচেতন অবস্থায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ সহজ মানুষের মত বোধ হইত। ঘুমাইয়া পড়িবার সময় তাঁহার হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কমিতে থাকিত, এবং নিদ্রিতাবস্থার ও মাঝে২ ঐরূপ দৃষ্ট হইত, কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাহার কোনরূপ কষ্ট বোধ হইত না। তাঁহাকে সুস্থ ও সবলকায় বলিয়া বোধ হইত। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৪। এডুকেশন গেজেট অপত্যস্নেহের একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, "গর্ভবতী একটী ইতর স্ত্রীলোক কর্ম্ম করিতে করিতে এক কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই কূপ মধ্যে নিপতিত হইয়াই স্ত্রীলোকটীর একটী সন্তান হইয়া পড়ে। উক্ত স্ত্রী সেই সকল যাতনা সহ্য করিয়াও যে পর্য্যন্ত অন্য লোকে তাহার উদ্ধার সাধন না করিল সে পর্য্যন্ত সে ছেলেটী ধরিয়া জলের উপরে রক্ষা করিয়াছিল। সেই কূপের জল ৭।৮ হাত গভীর হইবে।

৫। ইণ্ডিয়ান মিরর বলেনজাপানে ১৮ মাসে একটী সন্তান প্রসূত হইয়াছে।

৬। "রামপুরের নবাবের কন্যার মৃত্যু হওয়াতে তিনি একেবারে শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। এই মহিলা অতিশয় গুণবতী ও ধার্ম্মিকা ছিলেন। কোরান খানি তাঁহার আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। নবাবের প্রজারা তাঁহার শোকে শোকাকুল হইয়াছেন। এক বৎসর হইল, মন্নুর খাঁর পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহার জামাতাও অতি প্রশংসিত ব্যক্তি।"

বামাগণের রচনা।

শুন শুন ভ্রান্ত মন বলিহে তোমায়।
ঈশ্বরের পদ ভুলে আছ কি আশায়?
বারে বারে বলি মন না শোন বারণ।
ভ্রমণ করিছ যেন প্রমত্ত বারণ॥
মদে মত্ত হয়ে ভ্রম করে অহঙ্কার।
জাননা যে কিছু দিনে হবে ছারখার॥
অতএব বলি মন করিয়া মিনতি।
ভক্তিভাবে কর সদা ঈশ্বরের স্তুতি॥
ঈশ্বরের পদে যদি হয়ে থাক নত।
অনায়াসে ফল তুমি পাবে মনোমত॥
দয়াময় নাম তুমি ভুলে আছ কিসে?
বোধ হয় মজে আছ বিষয়ের বিষে।
ওরে মন এই বেলা হও সাবধান।
সেই নাম বিনা নাহি দেখি পরিত্রাণ॥
কেন মন অকারণ কর অন্বেষণ!
কত কাল ভ্রমপথে করিবে ভ্রমণ॥
জেনেও জাননা তুমি কর হাহাকার।
দেখিতেছ এসংসার সকলি অসার॥
ঘুমে অচেতন আর রবে কত কাল।
ক্রমে ক্রমে ছেদ কর ভব মায়া জাল॥
দুদিনের খেলা মাত্র এভব সংসার।
কেহই তোমার নয় তুমি নও কার॥
মরণ নিকটে যবে হবে আগুসার।
ভাবরে ভাবরে দশা কি হবে তোমার॥

তখন কোথায় যাবে, রবে কোন্ খানে।
কি ভাবে কাটিবে কাল থাকি কার স্থানে॥
কোথায় রহিবে তব প্রিয় অহংকার।
লোভমোহ দ্বেষ ক্রোধ হিংসা কদাচার॥
অতএব বলি মন হও সাবধান।
ঈশ্বরের প্রতি তুমি রাখ ধ্যান জ্ঞান॥
নহিলে নিস্তার কিসে পাইবি রে মন।
নিকটে বসিয়ে আছে দুরন্ত শমন॥
যখন দংশন তোমা করিবেক হরি।*
কে হইবে সখা তব বিনা সেই হরি॥†
হায় মন একি ভাব দেখিরে তোমার।
অকারণে ভ্রম কেন অখিল সংসার॥
রয়েছে অমূল্য ধন তব দেহ পুরে।
তবে কেন মর তুমি ত্রিভুবন ঘুরে॥
জানিতেছ সদা যাঁরে দেহ রূপ পুরে।
কেন মন তবে তুমি ভাব তাঁরে দূরে॥
হৃদয় মন্দিরে দেখ মুদিয়ে নয়ন।
ধ্যানেতে তাঁহার সঙ্গে করহে মিলন॥
তাঁর প্রেমে মত্ত হও হৃদয়ে পশিয়ে।
কাজ নাই আর মন অন্য দেশে গিয়ে॥
ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের সহায়।
ভক্তিভাবে প্রেম পুষ্প দেহ তাঁর পায়॥
কোথায় কি কর তত্ত্ব পূজার কারণ।
শরীর নৈবেদ্য তব কর নিবেদন॥
ভক্তির অধীন নাথ সকলেতে কয়।
ভক্তি ভাবে যেই ডাকে তাহারে সদয়॥

---

* যম † পরমেশ্বর।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

১২৭৬ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

রাধাগোবিন্দ দত্ত	রাণাঘাট	২৲
দুর্গামোহন দাস	বরিশাল	২৲
শিব মনোমোহিনী	গোপালপুর	২৲
রাধাপ্রসন্ন মজুমদার	ইছলামপুর	২৲
রাসেশ্বর সিংহ	ভাস্তাড়া	১।০
বরদাদাস বসু	কোন্নগর	২৲
কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	রামপুরহাট	২৲
গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোঃ	রোয়ালপিণ্ডী	২৲
অক্ষয় কুমার দাস	ঢাকা	২৲
কীর্ত্তিচন্দ্র রায়	শান্তিপুর	২৲
রামদাস সেন	বহরমপুর	২৲
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়	ঢাকা	২৲
ব্রজসুন্দর মিত্র	শিবপুর	২৲
কৈলাশচন্দ্র ঘোষ	ভদ্রবিলা	২৲*
পাঁচকৌড়ী বিশ্বাস	শ্যামবাজার	১।০
কালীনাথ দেব	বগুড়া	২৲
যদুনাথ ঘোষ	জামালপুর	২৲
প্রসন্নকুমার সেন	মুঙ্গের	২৲
যোগেন্দ্র নাথ সেন	জয়পুর	২৲
গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলী	২৲

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

পঞ্চম বৎসরের পরীক্ষায় সাবিত্রী চরিত কাব্য ৪র্থ সর্গ (সাবিত্রীর বিবাহ) পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা যাইবে।

* দুই টাকা গচ্ছিত রহিল।

গ্রন্থ সমালোচনা।

আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন (ধর্ম্ম বিষয়ক)। এই পুস্তক একটী বাস্তব আশ্চর্য্য স্বপ্ন ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সংসার-মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের কত দুর্দ্দশা; ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি কিরূপে সংসারের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হন এবং অবশেষে অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন সেই বিষয় গুলি ইহাতে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইহার শেষে কতকগুলি নূতন পরমার্থ সঙ্গীতও মুদ্রিত হইয়াছে। ধর্ম্ম সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে পুস্তক খানি বিশেষ উপকারী হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি।

মফঃ স্বলস্থ যে সকল গ্রাহকের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না, শীঘ্র সংবাদ না পাইলে আর তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইবে না। যাঁহাদিগের নিকট সাবেক মূল্য অনাদায় আছে ত্বরায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা।

আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন (ধর্ম্ম বিষয়ক) ... .. মূল্য ।৴০
কুমুদিনী চরিত (উত্তম কাগজে ছাপা ৬ ফরমা) ... ।৵০
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (১৯ ফরমা) ... . ॥০
ঐ ২য় ভাগ (২৬ ফরমা) ৸০

বামাবোধিনী পত্রিকা।
(৩ ফরমা মাসিক)

এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য কলিকাতার জন্য ১৷০
ঐ ঐ ঐ মফঃসলের জন্য ..... ২৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০
বামাবোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ ১২৭০ ভাদ্র হইতে ৭১ চৈত্র পর্য্যন্ত, পুস্তকাকারে বাঁধা (বাদ ৩।১৩। ১৫ সংখ্যা ... ১৷৷১০
ঐ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড (১২৭২ সাল বাঁধা) বাদ ২১।২২ সংখ্যা ১।০
ঐ ঐ (১২৭২ সাল বিলাতি কাপড়ে বাঁধা) ... ১৸০
ঐ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড (১২৭৩ সাল বাঁধা) ... মূল্য ... ১৷৷০
ঐ ৩য় ভাগ (১২৭৪ সাল বাঁধা) ... ... মূল্য ... ১৷৷০
ঐ ৪র্থ ভাগ (১২৭৫ সাল বাঁধা) ... ... মূল্য ... ১৷৷০
১ম ভাগ হইতে ৪র্থ ভাগ পর্য্যন্ত.... নগদ মূল্য ... ৬৲

*** নগদ মূল্যে ১২ খণ্ডের অধিক ৫০ খণ্ড পর্য্যন্ত পুস্তক ক্রয় করিলে ১২৷৷০ টাকা, এবং ৫০ খণ্ডের অধিক পুস্তক ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

নগদ মূল্যে এক কালে ১২ বার খণ্ড পত্রিকা কিম্বা একবৎসরের পত্রিকা ক্রয় করিলে অগ্রিম মূল্য হিসাবে দেওয়া যাইবে।

☞ ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকা বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ সংখ্যক ভবনে, সংস্কৃত পুস্তকালয়ে, ১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোংর ছাপাখানায় এবং বটতলা শ্রীরাধাবল্লভ শীলের "বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে" প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

CALCUTTA

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৭ সংখ্যা। } পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

১। গৃহ-চিকিৎসা ... ১৬২
২। নারী চরিত ... ১৬৩
৩। উট-পক্ষী ১৬৮
৪। আমার জননী (পদ্য) ১৭১
৫। স্থায়ী বাত্যা ১৭৩
৬। কথোপকথন ... ১৭৬
৮। নূতন সংবাদ ১৮০
৭। বামাগণের রচনা .. ১৭৯

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

☞ বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ৵০ আনা।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে প্রায় পত্রিকা প্রেরিত হয় না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে প্রায় পত্রিকা বন্ধ হইয়া থাকে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে ৵০ আনার হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য ... ... ১।০
মফঃস্বলের জন্য ... ... ২৲

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য ... ... ।৶
মফঃস্বলের জন্য ১/০
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতিবার প্রতি পংক্তি .... /০

_ যাঁহারা ক্রমাগত এক বৎসর বা ছয় মাস বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

পরীক্ষা পুস্তকের মূল্য।

আখ্যান মঞ্জরী ২য় ভাগ ...	।।০
ইংলণ্ডের ইতিহাস	।।০
চারু পাঠ ১ম ভাগ	।৵০
ঐ অর্থ পুস্তক	৵,।০
টেলিমেকস্	১।০
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ ..	।।০
ঐ ২য় ভাগ ..	৸০
পদ্যপাঠ ১ম ভাগ ..	৵০
ঐ ২য় ভাগ ..	।০
ঐ ৩য় ভাগ ..	॥০
ঐ অর্থ পুস্তক ...	।০
পাটীগণিত	১৵০
২য় ভাগ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা ...	৵০
বোধোদয়	৵০
ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	।।০
ভূগোল পরিচয়	৵১০
লোহারাম কৃত ব্যাকরণ ...	৸০
সীতার বনবাস	১৲
ঐ অর্থ পুস্তক	।।০
সাবিত্রী চরিত	১৲

এই সকল পুস্তক যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোংর যন্ত্রে এবং আমাদের নিকট ডাকমাসুল সমেত পুস্তকের মূল্য এবং ফি টাকায় ৵ আনা অতিরিক্ত খরচ পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৭ সংখ্যা। } পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

গৃহ-চিকিৎসা।

স্ত্রীলোকদিগের অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় চিকিৎসার প্রকরণও কিছু কিছু শিক্ষা করা আবশ্যক। যে সে পীড়ায় ডাক্তার ডাকা সহজ ও উপকারক নয়। তাঁহাদিগের আপনাদের এবং ছেলে মেয়ের এমন পীড়া সকল হইয়া থাকে তাহাতে ডাক্তার ডাকার গোল করিতে গেলে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা, অনেক সময় তাহাতে কেবল মিছামিছি অর্থ ব্যয় করা হয় মাত্র, এবং কোন কোন সময় তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারও হইয়া থাকে। আজি কালি লোকের যেমন অনেক কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে, আবার সেইরূপ একটী নূতন কুসংস্কার দাঁড়াইতেছে যে, সকল পীড়াতেই ইংরাজী মতে চিকিৎসা করাইতে হইবে। যাঁহারা এই মত অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে ক্রমাগত জোলাপ লইয়া আর কুইনাইন খাইয়া আপনাদের ধাতু বিকৃত করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহারা ক্রমাগত রোগ ভোগ, আর ক্রমাগত ঔষধ সেবন করেন। আমাদের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে এক্ষণে অধিক সবল ও সুস্থ দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা প্রায় স্বভাবের অনুগত হইয়া চলেন এবং যে অল্প ঔষধ সেবন করেন তাহা প্রায় দেশীয়। যাহা হউক

কি ইংরাজী, কি কবিরাজী, কি হকিমী যেরূপ চিকিৎসা হউক তাহা সাধারণতঃ উপকারী আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু সর্ব্বদাই সে সকলের সাহায্য লইয়া শরীরকে ঔষধ ভাণ্ডার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সে কেলে স্ত্রীলোকেরা যে সকল টোট্‌কা, গাছ গাছড়া ব্যবহার করিয়া এত দিন আমাদিগকে অনেক পীড়া হইতে আরোগ্য করিয়াছেন, অধুনাতন স্ত্রীলোকদিগকে আপনাদিগের এবং সন্তানগণের অনুরোধে যত্নপূর্ব্বক সে সকল শিক্ষা করা উচিত। বস্তুতঃ সময় সময় সামান্য গাছের ফল, ফুল, পাতা, শিকড় ও বিচীদ্বারা যে সকল আশ্চর্য্য উপকার হয়, ডাক্তার খানার মহামূল্য সমস্ত ঔষধও একত্র করিয়া তাহা হয় না। আমাদিগের ধন্বন্তরীর সমান প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকার মহাত্মা চরক বলিয়াছেন :—

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
সএব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যোযঃ প্রমোচয়েৎ।"

যাহা দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়, তাহাই উত্তম ঔষধ এবং যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারেন তিনিই উত্তম চিকিৎসক। বস্তুতঃ চিকিৎসা বিদ্যা বহুদর্শনের উপর নির্ভর করে। তবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক দিনের পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া নিতান্ত অবোধের কার্য্য।

গৃহ-চিকিৎসা এদেশের নারীগণ অনেক দিন হইতে করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে উপায়ে যে রোগের চিকিৎসা করেন এবং যে যে ঔষধ ব্যবহার করেন তাহার বিবরণ আমরা লিখিতে চেষ্টা করিব এবং আপনারা পরীক্ষা দ্বারা যে সকল সুলভ ঔষধ জ্ঞাত হইতে পারি তাহাও ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। এস্থলে আমরা পাঠিকাগণকে অনুরোধ করি, যে তাঁহারাও স্ব স্ব সাধ্যমতে এই সাধারণ হিতব্রতে আমাদিগের সহকারিতা করেন।

সামান্য গাছগাছড়ার যে কত আশ্চর্য্য গুণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত এস্থলে কয়েকটী সুলভ দ্রব্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

১। বিষতাড়কের পাতা—যে প্রকার ঘা হউক এই পাতা বসাইয়া দিলে আরোগ্য হয়। ইহার সাদা দিক্ রস বাহির করে এবং উল্‌টা পিট শুক মলামের ন্যায় রস শুকাইয়া দেয়। ইহা নালী ঘার চমৎকার ঔষধ।

দুই বৎসর অতীত হইল, চোঙ্গন পাঁড়ে নামে একজন হিন্দুস্থানীর ডানি পার গাঁইটের নীচে একটী বাঁশের গোঁজা ফুটিয়া ৩ বুরুল গভীর ঘা হইয়া প্রায় ৬ মাস ছিল। ঐ ব্যক্তি কলিকাতা মেডিকাল কলেজের হস্‌পিটালে এক মাস থাকে, পরে কোন বিচক্ষণ ডাক্তর সাহেব পা খানি কাটিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করাতে সে ভয়ে পলায়ন করে। তৎপরে আমাদিগের একজন বহুদর্শী বন্ধুর পরামর্শে বিষতাড়কের পাতা দিন কুড়ী ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এক জন সব্ আসিষ্টাণ্ট সর্জনের সাংঘাতিক পৃষ্ঠব্রণের ঘা এই পাতার গুণে আরাম হইয়াছিল।

২। হাবলমালীর আটা—ইংরাজী কাষ্টকীর যে গুণ, ইহারও সেই গুণ দেখা যায়। ইহাতে নালী ভাল করে, ঘা পূরণ ও ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া দেয়। নখের কোণের, জুতার কড়ার এবং স্তনের ঘা ইহাতে আরাম হয়।

প্রায় ২৫ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোকের স্তনে ফোঁড়া হইয়া অস্ত্র করাতে নালী ঘা হয়। ডাক্তরেরা তিন বার কাটিয়া ও ঔষধ দিয়া তাহা আরোগ্য করিতে পারেন নাই। পরে এক সপ্তাহ হাবলমালীর আটা দিয়া তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

নারী-চরিত।

মেরী লভেল ওয়্যার।

(১৪৬ পৃষ্ঠার পর)

এক্ষণে প্রতিবেশীরা এরূপ শঙ্কিত হইল, যেকেহ একটু জলদান করিতেও আসিতে চাহিল না। কাজে কাজেই এখন মেরীকে সমস্ত গৃহকার্য্য ও দুইটী শিশু-সন্তানের ভার গ্রহণ করিতে হইল। এ সময়ে

রবিবারে দরিদ্র সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।

এখন আমরা এই বীরাঙ্গনার জীবন চরিতের একটী গুরুতর পরিচ্ছেদে উপনীত হইলাম। মেরী বাল্যাবস্থায় যৎকালে বিদ্যালয়ে ছিলেন, হেন্‌রী ওয়ার নামক জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠার্থীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহাদিগের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। ইতিমধ্যে হেন্‌রী দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছিল। মেরী ফিরিয়া আসাতে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ পুনরুজ্জীবিত হইল। মেরীর গুণনিচয় হেন্‌রীর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হেন্‌রীর সাধু ব্যবহার এবং ধর্ম্ম পরায়ণতায় মেরীর কোমল অন্তরও বিমুগ্ধ হইল। তাঁহারা পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইলেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। মেরীর মৃত সপত্নীর দুইটী পুত্র ছিল, কিন্তু বিমাতার দ্বেষ হিংসা তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে এক দিনের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যুত, মাতৃবৎ সস্নেহ ব্যবহারে তিনি বিমাতার কলঙ্ক এতদূর অপনয়ন করিয়াছিলেন, যে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে এই সন্তান-দ্বয়ের অন্যতরটী বলিয়াছিল "এমন মা কাহারো হয় নাই"।

সুখে ও সচ্ছন্দে এক বৎসর কাল চলিয়া গেল। কিন্তু জন্ম দুঃখিনী মেরীর কপালে সুখ নাই। এক বৎসর পরে তাঁহার স্বামী রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। মেরীর একটী পুত্র হইল। কিন্তু সেটীও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার নিমিত্ত জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, এখন তাঁহার একদিকে নব পুত্রের মুখ দর্শন, অন্যদিকে স্বামীর রুগ্নাবস্থা। কি করেন, স্বামীর যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। বহুদিনেও রোগের কোন প্রতীকার না হওয়াতে ওয়্যার যাজকতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইল। তাঁহার সুহৃদগণ অর্থানুকূল্য করিলেন। এই সাহায্যে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। সন্তানত্রয়কে বান্ধবগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া মেরীকে পতির সঙ্গে যাইতে হইল। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পিতা মাতার কতই না কষ্টবোধ হইয়া ছিল!

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াও ওয়্যারের শরীর সম্পূর্ণরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিল না। অর্থের অভাব হইতে লাগিল। কিন্তু মেরী এই ভ্রমণ কালেও তাঁহার পিতৃব্য পত্নীকে কখন কখন যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য করিতে ক্ষান্ত হন নাই। ক্রমে মেরীর অসুখ বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহাদিগকে আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। পথি মধ্যে ওয়ার একবার ভয়ানক পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ত্বরায় আরোগ্য লাভ করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলেন। ওয়ার স্বদেশীয় ক্যাম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়াতে দম্পতীকে তথায় যাইতে হইল। পরে দ্বাদশ বর্ষ কাল তাঁহারা সুখে দুঃখে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে মেরীর নিজের সন্তানটীর মৃত্যু হয়। অনন্তর ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়্যার মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন। স্বামী পরলোক প্রাপ্ত হইলে মেরীকে জীবিকা স্বরূপ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা পাইতে হইল। ইতি মধ্যে কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন। ছয় বৎসর এইরূপে অতিবাহিত করিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসের শুভ শুক্রবারে মেরী স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন——"গৃহে যাইবার অদ্য কি শুভ দিন উপস্থিত!"

মেরী যে এখন পরলোকে সাধু জীবনের শান্তিসুখ লাভ করিতেছেন তাহার সন্দেহ কি? এই বীরাঙ্গনা কিছু তদ্রূপ বিদ্যাবতী বা ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন না। মাতৃক্রোড়ে যে বিদ্যা শিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার সমস্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাঁহার জীবনে কিছুই অদ্ভুত, কিছুই আড়ম্বর-বিশিষ্ট ছিল না, সে জীবন স্রোত অতি নীরবে ও শান্তভাবে নিঃস্বার্থ পরোপকারের পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সাহস ও পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ভগিনী ভাব, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও ঈশ্বরেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ইহা হইতে এই সকল সদ্গুণের শিক্ষা লাভ করা যায়। আহা! এ প্রকার সাধু জীবন মানবগণের স্মৃতিপটে বহুকাল অঙ্কিত থাকিবে!

উট-পক্ষী।

(১৫৩ পৃষ্ঠার পর)

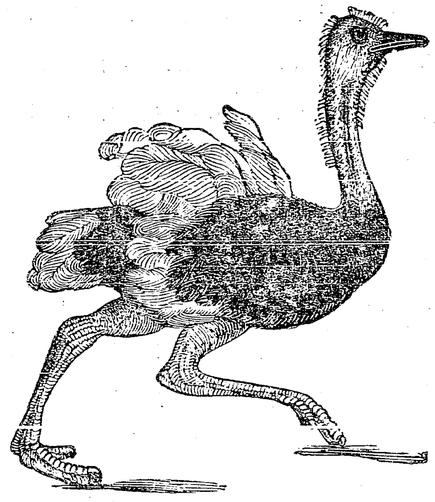

উট-পক্ষীর এক একটী ডিম্ব ২৪টী মুরগীর ডিমের মত, কিন্তু আফ্রিকার হটেন্‌টট জাতীয় এক এক জন অসভ্য সম্পূর্ণ এক একটা ডিম অনায়াসে খাইয়া ফেলে। ডিম্ব রন্ধনের প্রণালী অতি আশ্চর্য্য। তাহারা ডিম্বের একধারে অঙ্গুলি প্রমাণ একটী ছিদ্র করে এবং জঙ্গল হইতে দুই-মুখ একগাছ ছড়ি কাটিয়া চিমটার মত করিয়া ডিমের ভিতর প্রবেশিত করে; পরে যেমন মথনবাড়ী দিয়া দধি মন্থন করে, তেমনি দুই হাতের চেটো দিয়া কিছুক্ষণ ছড়ি গাছি ঘুরাইতে থাকে তদ্দ্বারা ডিম্বের মধ্যে যে শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণ দুই প্রকার পদার্থ থাকে তাহা একত্র মিশিয়া যায়। তৎপরে ডিম্বটী আগুনের উপর রাখিয়া যতক্ষণ তাহার শাঁস না সিদ্ধ হয়, ছড়ী দিয়া নাড়িতে থাকে। ইহা সিদ্ধ করিবার হাঁড়ী প্রয়োজন হয় না, ইহার শক্ত খোলাই হাঁড়ীর কার্য্য করে। এই খোলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া এবং কঠিন রূপে যুড়িয়া হটেন্‌টট্ রমণীরা অতি

সুন্দর কটিভূষণ অর্থাৎ কোমর পাটা তৈয়ার করে। ইহা হস্তিদন্ত নির্ম্মিত পেটির ন্যায় শুভ্র, চিক্কণ ও দৃঢ়।

উট-পক্ষীর পালক সকল যার পর নাই সুন্দর বলিয়া লোকে ইহাকে শিকার করিতে যায়। এই পালক সকল ইহার লেজ হইতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, উট পক্ষীর অপত্য স্নেহ নাই, কিন্তু ইহা অন্য অন্য জন্তু অপেক্ষা ন্যূন নহে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক থন্‌বর্গ ইহার একটী উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি এক সময় একটী উট-পক্ষিণীর বাসার নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সে লাফাইয়া উঠিল এবং তিনি তাহার ডিম অথবা ছানাগুলি দেখিতে না পান এই মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যতবার তিনি তাঁহার অশ্ব উহার দিকে ফিরাইলেন, সে ততবার ১০।১২ পা পিছু হাঁটিয়া গেল; কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিলেই সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অবশেষে তাঁহাকে অনেক দূরে প্রস্থান করিতে হইল।

উট-পক্ষীদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ও আশ্চর্য্য। পারিস নগরের রাজকীয় উদ্যানে একটী উট-পক্ষিণী একখণ্ড কাচ ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যায়। তাহার স্বামী সঙ্গিনী হারা হইয়া অবধি অস্থির হইয়া পড়িল; সে যেন প্রতি দিন কোন হারা বস্তু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত এবং দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। শোক ভুলিয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল এবং অধিকতর স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তথাপি সে ঠিক্ বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কোন মতে প্রবোধ মানিল না এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল।

আত্মরক্ষার নিমিত্ত উট-পক্ষীদিগের বুদ্ধি কৌশলও চমৎকার। অনেক সময় ডালকুরতা সকল ইহাদিগকে শিকার করিতে যায় তাহাতে যখন ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইহারা হঠাৎ থামিয়া যায়, একটী পাখা নামাইয়া দেয় এবং তদ্দ্বারা সমুদায় শরীর ঢাকিয়া রাখে। কুকুরেরা ডানাতে কামড়াইলে যেমন পালকে তাহাদের মুখ চোক ভরিয়া

যায়, তাহারা বিপাকে পড়ে, উট-পক্ষীরা সেই অবসরে দ্রুতবেগে অনেক দূর পলায়ন করিয়া নিস্তার পায়।

উট-পক্ষীর শরীরের বল যথেষ্ট এবং ইহাকে শিক্ষিত করিলে অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। আফ্রিকার পদর নামক কারখানায় আডান্‌সন সাহেব দুটী পোষা উট-পক্ষী দর্শন করেন। ইহারা এত পোষ মানিয়াছিল, যে দুই জন নিগ্রো একত্রে বড় উট-পক্ষীটীর পৃষ্ঠ-দেশে আরোহণ করিল। সে অমনি নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল এবং অনেক বার গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। অবশেষে তাহাকে বাধা দিয়া থামাইতে হইল। উক্ত সাহেব বলেন, "এই দর্শনটী আমার এত প্রীতিকর হইল, যে আমি পুনঃ পুনঃ ইহা দেখিতে উৎসুক হইলাম। পরে আমি একজন বলবান্ নিগ্রোকে ছোট পক্ষীর এবং তদ্রূপ দুইজনকে বড় পক্ষীর উপর চড়াইয়া দিলাম। তাহাদের যেরূপ বল, তাহাতে এ প্রকার ভার অধিক বলিয়া বোধ হইল না। প্রথমে তাহারা মধ্যবিধ কদমে চলিতে লাগিল; কিন্তু একটু উৎসাহিত হইবা মাত্র পক্ষ বিস্তার করিল, বোধ হইল যেন বায়ু ধারণ করিবে এবং এত দ্রুত চলিতে লাগিল যে ক্ষণমাত্রে চক্ষুর অদৃশ্য হইল। একে ইহাদের লম্বা পা, আবার গতি দ্রুত ইহাতে যে এত শীঘ্র দৌড়িবে, কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইংলণ্ডে ঘোড়দৌড়ের জন্য যে সকল অশ্ব সুশিক্ষিত হয়, ইহারা যে তাহাদিগকে বহু দূরে পরাস্ত করিয়া চলিয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। ইহারা ঘোড়ার ন্যায় তত অধিকক্ষণ ধরিয়া ঘুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু ঘোড়া যত দৌড়িবে ইহারা অল্প ক্ষণে তাহা সম্পন্ন করিবে।"

আমরা অনেকদিন হইতে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা কি জন্তু এতদিন ভাবিয়া পাই নাই। বোধ হয়, এই উটপক্ষীরাই সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া।

আমার জননী।

কে আমারে শিশুকালে দিয়াছিল স্তন,
বুকে কোরে স্নেহ-ভরে তুষেছিল মন?
কে কোরেছে মুখে মোর মধুর চুম্বন?
আমার জননী।

ছিল না নয়নে ঘুম আমার যখন,
'ঘুমপাড়ানী' গান কেবা গাইত তখন?
দোলাইত নিবারিতে বিকট রোদন?
আমার জননী।

পাড়ায়ে আমার ঘুম কত সুযতনে,
কে দিত পরায়ে টিপ ধরিয়া বদনে?
দেখি মোর মুখ-ছবি গদ্‌গদ মনে,
আমার জননী।

কে দেখিত অনিমেষে ছেলেবেলা মোরে,
যখন দোলায় শুয়ে ঘুমের বিঘোরে,
তাড়াইয়া দিত মাছি আমার শিয়োরে?
আমার জননী।

যাতনা পীড়ায় যবে কোরেছি রোদন,
সারাদিন কাছে বোসে ছিল কে তখন?
কত ভয় পাছে হয় আমার মরণ।
আমার জননী।

কে মোরে ধরিত ধেয়ে পড়িলে ভূতলে,
অমনি ভুলাত মন নানা গল্প ছলে
অথবা চুম্বন করি বদন কমলে?
আমার জননী।

কে আমারে হাতে ধোরে বেড়াইত নিয়া,
ধীরে ধীরে চলিবারে দিত শিখাইয়া,
মধুর শিশুর বোল ক্রমে ফুটাইয়া?
আমার জননী।

কে আমারে শিখাইত ভক্তি দেবতায়,
গুরুজনে শ্রদ্ধা মনে তুষিতে সেবায়,
সুযতনে উপার্জ্জন করিতে বিদ্যায়?
আমার জননী।

কেমনে জীবনে আমি ভুলিব তোমায়,
কেমনে তোমার ধার শুধিব ধরায়?
চিরকাল উপকার কোরেছ আমায়!
আমার জননি!

কি সাধ্য তোমার স্নেহ ফিরে দিব হায়!
তবে যদি কিছু দিন বাঁচি মা হেথায়,
দেখি পারি কতদূর সেবিতে তোমায়;
আমার জননি!

বয়সে দুর্ব্বল যবে, হবে শুভ্র কেশ,
তোমার সেবায় মন করিব নিবেশ।
না রাখিব মাতঃ তব কোন মতে ক্লেশ;
আমার জননি!

অন্তিম শয্যায় যবে হইবে শয়ান,
তব পাশে অনিমেষ থাকিবে এ প্রাণ,
ভাসিবে ভক্তির নীরে আমার বয়ান।
আমার জননি!

স্থায়ী-বাত্যা*।

পূর্ব্বকালীন ইউরোপীয় নাবিকেরা প্রথমে যখন আটলান্টিক নামক মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অবিশ্রান্ত পূর্ব্ব বাতাসে নিপতিত হইল, তখন তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিল। নূতন পৃথিবী আবিষ্কারক কলম্বসের সহচরগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে এই বাত্যা তাহাদিগকে ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে পৃথিবীর কোন অজ্ঞাত অনিশ্চিত স্থানে লইয়া যাইতেছে। তাহাদিগের আর আশা ছিল না যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে যাইতেছি ভাবিয়া তাহারা একেবারে অধীর ও ভয়-ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কলম্বসই কেবল এমত সময়ে তাহাদিগকে ধীরভাবে সান্ত্বনা দিয়া আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করিলেন। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই ভয়ানক বাত্যার বিষয় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে ইউরোপ-বাসীরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। পরে কত শত বৎসরেও ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপিত হয় নাই। তখনকার কালে ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন অল্পমাত্র ছিল। যাহা হউক, এই বাত্যা অধিকন্তু প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলে পূর্ব্বদিক হইতে নিয়তই বহিয়া থাকে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পক্ষে এই বাতাসে অত্যন্ত সুবিধা ঘটে। স্পেন দেশে যে সকল ব্যবসায়ী জাহাজ একাপল্‌কা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জের দিকে যাতায়াত করে, তাহারা দুই মাসের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধ ভাগ বেষ্টন করিয়া যায়। এই বাত্যা বিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিণ দুই পার্শ্বের ৩০ ত্রিশ অক্ষাংশের ন্যূনাধিক দেশব্যাপিয়া বহিয়া থাকে, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বক্ষের উপরে ইহা যেমন অবাধে সকল সময় নিয়মিত রূপে বহিয়া থাকে, অন্যান্য সাগরে সেরূপ নহে। আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানীয় প্রতিবন্ধকতায় ইহার গতির অনেক ব্যতিক্রম ও পরিবর্ত্তন ঘটে। ভারতবর্ষীয় মহাসাগরের দুই পার্শ্বে দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তরে মহাদেশ

* এই প্রস্তাব পাঠ করিবার সময় বামাবোধিনী ৩ সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠায় 'গোলকের বিবরণ' দেখ।

থাকাতে আরও অধিক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই মহাসাগরের দক্ষিণাংশে তাদৃশ দ্বীপপুঞ্জ ও পর্ব্বত না থাকাতে আফ্রিকা মহাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের মধ্যে নিয়মিতরূপ পূর্ব্ব-বাতাস বহিতে দেখা যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যের সহায়তা করে বলিয়া বণিক ও নাবিকেরা ইহাকে ব্যবসায়ী-বাত্যা বলিয়া থাকে। এক্ষণে এই বাত্যার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।—

মনুষ্যেরা এই বাত্যার বিষয় জানিয়াও অনেক শতাব্দ পর্য্যন্ত ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। অবশেষে হালি এবং হাড্‌লি নামক দুই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষুব রেখা অথবা নিরক্ষবৃত্ত সন্নিহিত দেশ সকলই অত্যন্ত উষ্ণ দেশ। এ সকল দেশ সূর্য্যের ঠিক্ সম্মুখে থাকে এবং এখানে সূর্য্য রশ্মি সরল রেখা অথবা অতি অল্প বক্র রেখায় পতিত হয়, এই জন্য পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা এখানে সূর্য্যের তাপ অধিক ও প্রচণ্ড। এই সকল দেশের উত্তর দক্ষিণে ক্রমশঃ যতদূরে যাওয়া যায়, সূর্য্যতাপ ততই হ্রাস এবং শীতাংশ ততই বৃদ্ধি বোধ হয়। উষ্ণ প্রধান দেশ সমুদায়ে অধিক তাপ লাগে বলিয়া এখানকার বায়ু রাশি ক্রমাগতই উত্তপ্ত হইতেছে। ঐ বায়ু রাশি কাজে কাজেই আকাশের ঊর্দ্ধদেশে উঠে এবং উহার এক প্রবাহ কুমেরু ও অন্য প্রবাহ সুমেরু অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এদিকে আকাশের নিম্নতল দিয়া দক্ষিণ ও উত্তর মেরু সন্নিহিত দেশ সকল হইতে শীতল বায়ু অনবরত উষ্ণ প্রধান দেশাভিমুখে ধাবিত হয়। এইরূপে দুইটী বায়ু প্রবাহ আকাশের উচ্চদেশ ও আর দুইটী নিম্নদেশ দিয়া সর্ব্বক্ষণই বহমান হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইলে নিম্নতল-বাহী বায়ু প্রবাহদ্বয় উত্তর ও দক্ষিণে বাতাস বলিয়াই প্রতীত হইতে পারে; তাহা না হইয়া গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ সাগরে কোথা হইতে একটী পূর্ব্ব বাতাস উৎপন্ন হয়? উত্তর গোলার্দ্ধে সুমেরু অভিমুখে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায় এই বাত্যা উত্তর-পূর্ব্ব হইয়াছে। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দেখা যায় দক্ষিণ পূর্ব্ব হইয়াছে। এরূপ ব্যতিক্রমের কারণ কেবল পৃথিবীর দৈনিক গতি।

একটা কমলালেবুর মাঝখানের বেড় বড়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোঁটা বা মুখের দিকের বেড় ছোট দেখা যায়। একটী শলাকা দ্বারা একটী কমলা লেবু বিঁধিয়া যদি ঘুরান যায়, মাঝখানের বড় বেড় যে সময়ে ঘুরিবে, বোঁটার দিকের ছোট বেড়ও ঠিক্ সেই সময়ে ঘুরিবে। আমরা ১০ হাত পথ যে সময়ে যাই, ১ হাত পথ সেই সময়ে গেলে পূর্ব্বাপেক্ষা আস্তে আস্তে চলিলাম, অবশ্যই বলিতে হইবে। এই নিমিত্ত কমলা লেবুর বড় বেড় ও ছোট বেড় যদিও এক সময়ে ঘুরে, কিন্তু বড় বেড় অধিক বেগে এবং ছোট বেড় অল্প বেগে ঘুরে অবশ্যই বলিতে হইবে।

পৃথিবীর বিষয়েও ঠিক্ সেইরূপ। পৃথিবীর পৃষ্ঠের মধ্যস্থলের বেড়, অর্থাৎ বিষুব রেখা অনেক বড়, ইহার সুমেরু ও কুমেরুর দিকের বেড় সকল ক্রমে ছোট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় একবার আপনা আপনি যখন ঘুরিতেছে, তখন বৃহৎ বিষুব রেখা যে সময়ে ঘুরে, কেন্দ্রের দিকের ছোট ছোট বেড়ও সেই সময়ে ঘুরে। এই জন্য পৃথিবীর মধ্যস্থল যত বেগে ঘুরে, সুমেরু ও কুমেরু তদপেক্ষা অনেক আস্তে আস্তে চলে তাহার সন্দেহ নাই।

দৈনিক গতিদ্বারা পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে। ইহার সুমেরু বৃত্ত যে বেগে ঘুরিতেছে, কর্কটবৃত্ত তদপেক্ষা অধিক বেগে ঘুরিতেছে, আবার নিরক্ষবৃত্তের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য হিমমণ্ডলস্থ বায়ুর বেগ, গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ বায়ুর বেগ অপেক্ষা অধিক ন্যূন হয় সুতরাং হিমণ্ডলস্থ বায়ু-প্রবাহ যখন বিষুব রেখাভিমুখে আসিতে থাকে তাহা একেবারে অচিরাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলের বেগ গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই পশ্চাৎগামী হইয়া পড়ে, অথবা পাছিয়া পড়ে অর্থাৎ সেই বায়ু প্রবাহ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইয়া যায়। এজন্য সমমণ্ডলের বায়ু উত্তর গোলার্দ্ধে উত্তর পূর্ব্ব, এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দক্ষিণ পূর্ব্ব দেখা যায়। কিন্তু এই বায়ু-প্রবাহদ্বয় যখন গ্রীষ্মমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, বিষুব রেখার যতই নিকটস্থ হয় ততই অধিক পশ্চাৎগামী হইয়া পড়ে। এদিকে, গতির নিয়ম অনুসারে, উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব বাত্যা সংমিলিত হইয়া

তখন একমাত্র পূর্ব্ব বাত্যা উৎপন্ন করে। প্রশান্ত মহাসাগরে তাহাই দৃষ্ট হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডল যদি পৃথিবীর সর্ব্ব-ভাগেই কেবল জল রাশি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় আমরা সর্ব্ব সাগরেই ব্যবসায়ী বাত্যা সমান দেখিতাম। কিন্তু অন্যান্য সাগরে স্থলভাগের প্রতিবন্ধকতা থাকাতে সেরূপ ঘটিতে পায় না। কোন খানে তুষারাচ্ছাদিত তুঙ্গ মহীরুহ শৃঙ্গ, কোন খানে বিস্তারিত বালুকাময় প্রান্তর এই বাতাসের অনেক ব্যতিক্রম ঘটাইতেছে। এ-জন্য আটলাণ্টিক ও ভারতসাগরে ইহাকে তত নিয়মিত দেখা যায় না।

কথোপকথন।

মোক্ষদা।—জ্ঞান! ভাল আছ ত? অনেক কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল; বড়ই আহ্লাদ হচ্চে।

জ্ঞানদা।—আর, ভাই! ভাল কি? তুমি কি শুন নাই, যে আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

মো।—কি ভাই কি? কৈ আমাকে ত কেহই কিছু বলে নাই।

জ্ঞা।—ভাই! বোলতে বুক ফেটে যায় এক মাস-এক মাস!

মো।—এক মাস কি? কেন কি হয়েছে?

জ্ঞা—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার প্রাণের চন্দ্রকে হারাইয়াছি।

মো—(মস্তক নত করিয়া এবং হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া পরলোক গত শিশুর জন্য মনে মনে প্রার্থনা)।

জ্ঞা—(দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! বিধাতা।

মো।—ভাই, সংসার অনিত্য, ইহার কিছুই স্থির নহে; পিতা মাতা, পতি পুত্র সকল সম্বন্ধই চলিয়া যায়। নির্জ্জনে স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে এ সকল স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। চতুর্দ্দিগেই পরিবর্ত্তন। দেখ যে মা বাপ এত ভাল বাসিতেন, তাঁহারা কোথায়! শিশুকালে যাহারা কত আদর করিত তাহারাই বা কোথায়! সংসারের কেমন একটী মায়া, ইহাতে সকলেই মুগ্ধ রহিয়াছে। পিতা মাতা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেলেন, কন্যা কিছুকাল বিলাপ করিল। পরে স্বামির প্রণয়ে এমনি আসক্ত হইল যে তিনিই তাহার হৃদয় প্রাণ সর্ব্বস্ব হইলেন। কন্যা, পিতা মাতাকে

ভুলিয়া গেল; গৃহিণী হইয়া কায়-মনোবাক্যে পতিব্রত ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। কিন্তু দেখ কাল কেমন কঠিন প্রাণ! ইহার দংশনে কত স্বামী প্রাণ হারাইয়া পরলোকে যাইতেছে। আহা! তাহাদের বিয়োগ কাতরা স্ত্রীদিগের কত সর্ব্বনাশ হইতেছে। তবু কি আশ্চর্য্য মোহ! মনুষ্য একটী ছাড়িয়া আর একটী আশ্রয় করিতেছে, পিতার উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া স্বামিকে অবলম্বন করিতেছে, স্বামিবিয়োগে পুত্র স্নেহে বদ্ধ হইতেছে, কিন্তু কিছুই স্থির থাকে না। কিছুই নিত্য হয় না।

জ্ঞা।—মোক্ষ! ভাই যথার্থই সংসার অসার। তোমার কথা গুলিন্ বড়ই মনে লাগ্‌ছে। কিন্তু এক বার আমার চন্দ্রের মুখ এবং তাহার মধুমাখা, "মা মা" বোল মনে হইয়া আমার প্রাণটী, যে কেমন কেমন কোর্‌ছে। হা! নিষ্ঠুর বিধি!

মো।—ঐত, ভাই, যদি জানিতে পারিতে, যে ঈশ্বর ঐ পুত্রটী কেন তোমাকে দিয়াছিলেন তাহা হইলে তোমার জিহ্বা কখনও তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া দূষিত হইত না। যিনি তোমার গর্ভে এই পুত্রটীর জন্ম দান করিয়াছিলেন, তিনি স্নেহময়, তাঁহার স্নেহের তুলনা নাই। তুমি চন্দ্রের জন্য বিলাপ করিতেছ, তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতে সত্য; কিন্তু তোমার স্নেহ অপেক্ষায়, শিশুর প্রতি তাঁহার স্নেহ অনন্ত গুন; চন্দ্র এখন তাঁহারই স্নেহ ক্রোড়ে বিরাজ করিতেছে। যদি ভাই একবার সেই স্নেহময়ী, সেই আনন্দময়ী বিশ্ব মাতাকে দেখিতে পার, সকল শোক ভুলিয়া যাইবে, সকল অশান্তি দূর হইবে। তাঁহার বিধি নির্দ্দয় বলিও না। তাঁহাকে নিষ্ঠুর প্রাণ বলা পাপ। পুত্র নিধি পাইয়া তুমি এত দিন অপত্য স্নেহের মধুরতা আস্বাদন করিলে, সেই পুত্র তাঁহারই প্রেম প্রসূত, তোমাকে পবিত্র স্নেহ শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, চন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বৃথা শোক করিও না। সংসার অনিত্য, এবং নিঃস্বার্থ স্নেহ কেমন সুমধুর ইহা তোমাকে স্পষ্ট রূপে শিখাইবার জন্যই চন্দ্র তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সে দেহ যন্ত্রটী ত্যাগ করিয়া এখন ঈশ্বরের অন্য কোন কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

চন্দ্রের জন্য যে অশ্রুপাত করিয়াছ, ভালই হইয়াছে, চন্দ্রের মৃত্যু তোমার নব জীবনের উৎস স্বরূপ হইল। ইহাতেই তোমার বৈরাগ্য ও ভক্তি শিক্ষা হইল। সংসার অনিত্য, সংসারের কাহাকেও চিরকাল আশ্রয় করিয়া থাকা যায় না, এই সত্যে দৃঢ় নিষ্ঠা হইলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই অবস্থা না হইলে মনের পরিবর্ত্তন হয় না। সাধারণ লোকের এই ভাব নাই, ইহারই জন্য, তাহারা পৃথিবীর ধন এবং সুখে মুগ্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানদা! তুমিত স্বয়ংই বলিয়াছ সংসার অসার, তুমিত এখন স্পষ্ট দেখিতেছ ইহা কেমন অস্থায়ী, এই তোমার বৈরাগ্যের সময়। তোমার বড়ই সৌভাগ্য, তোমার মুক্তির পথ সরল হইল। করুণাময়ী বিশ্ব জননী স্নেহের সাগর অচিরেই তাঁহার শান্তি গৃহে তোমাকেও স্থান দান করিবেন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তোমার প্রাণ মন সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ কর।

জ্ঞা।—(বিনয় কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া মোক্ষদার পদতলে পড়িলেন, বাক্যে কিছু বলিতে পারিলে না)

মো।—ভাই, আমি পাপীয়সী, কেন আমাকে এরূপ করিতেছ। পিতা তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমার হৃদয় পূর্ণ করিতেছেন; তাঁহাকে প্রণাম কর।

জ্ঞা।—ভাই, তোমাকে আমি চিনিতাম না। বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, অনেক গ্রন্থাদিও পাঠ করিয়াছি, ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক সাধু ধার্ম্মিকের উপদেশ, বক্তৃতা শুনিয়াছি কিছুই এতদিন আমার পাষাণ প্রাণ ভেদ করিতে পারে নাই। মনে করিতাম মান এবং সুখ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই বিদ্যা শিক্ষা। ঈশ্বর এক জন আছেন জানিতাম; কিন্তু এই জ্ঞান এত শুষ্ক ছিল যে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি ভক্তি করিতাম না। আমি যথার্থ অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলাম। তোমার কথা শুনিয়া আজ আমার এতদিনের জ্ঞানচর্চ্চা সার্থক হইল। আমার পুত্র শোক দূর হইয়াছে। আমার চিরদিনের মাতা পিতা সেই ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। বস্তুতঃ তিনিই একমাত্র প্রিয়ধন। তিনি এ সংসার একটী বিদ্যালয় করিয়া পিতা মাতা, পতি পুত্র ইত্যাদি, এক একটী গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার প্রেম শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ে প্রীতি করিতে পারিলেই ইহ জীবন সার্থক হয়। মোক্ষদা! তুমি ধন্য; তোমার প্রসাদে আমি মোক্ষ পথ লাভ করিলাম।

নূতন সংবাদ।

১ম। ইংলণ্ডে মিস্ কবলার নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সম্প্রতি এক খানি প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়াছেন, তাহার গ্রাহক ৬০।৭০ হাজার হইয়াছে।

২য়। যাঁহারা ভূগোল পড়িয়াছেন,জানেন আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যে সুএজ নামে একটী যোজক ছিল। অনেক দিন হইতে অনেক রাজা ইহা কাটিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ইউরোপের প্রায় সকল জাতি একত্র হইয়া এইটী কাটাইয়াছেন। এক্ষণ হইতে আফ্রিকা একটী স্বতন্ত্র দ্বীপ হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু সুএজ প্রণালী দ্বারা লোহিত সাগর ও ভূমধ্যস্থ সাগর সংযুক্ত হওয়াতে আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য কার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হইল।

সুএজ প্রণালী পৃথিবীর আর একটী কৃত্রিম আশ্চর্য্য হইল।

৩য়। কলিকাতা সহরের বড় ধূম। আমাদিগের রাজ্যেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমার আলফ্রেডের শুভাগমন উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বড় বড় শাসনকর্ত্তা ও রাজা সকল এখানে একত্র হইতেছেন। আপামর সাধারণ রাজভক্তি প্রদর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন। কলিকাতা নগরী আলোকময় হইবে।

ইংলণ্ডের রাজপরিবারের কেহই এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। এই সাধারণ আনন্দকর ব্যাপারে অন্তঃপুরস্থ অবলাগণ কি চুপ করিয়া থাকিবেন? তাঁহারা কোন প্রকারে রাজকুমারের নিকট আপনাদিগের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেন আমাদিগের একান্ত অভিলাষ।

৪র্থ। বোম্বাইয়ে চন্দনবাড়ী নামক স্থানের বালিকা বিদ্যালয় গৃহে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় খুলিয়াছে। ৩টী পারসী ও ১২টী হিন্দু-নারী তাহার ছাত্রী হইয়াছেন।

৫ম। মিস্ কার্পেন্টার ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাইর ডাক্তর আত্মারামের বাটীতে তিনি তথাকার স্ত্রীলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে যে কাজ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মিস্ কার্পেন্টার শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া এখানকার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করিলে তাহা হওয়া ভার।

বামাগণের রচনা।

বিদ্যানিধি উপার্জ্জিলে, জ্ঞান রত্ন তাহে মিলে,
অমূল্য রতন বলি যায়।
বাড়য়ে ধর্ম্মের বল, লভি পরমার্থ ফল,
হয় নর নির্ম্মল হৃদয়॥
অনেকেই মনে করে, বিদ্যাত অর্থের তরে,
সংসার নির্ব্বাহ যাতে হয়।
করি অর্থ উপার্জ্জন. পালি বন্ধু পরিজন,
নিজ সুখ ভাগ্য মানি লয়॥
এই অপরূপ ভ্রমে, ভ্রমে সবে বৃথা ভ্রমে,
সার ভ্রমে অসারেতে আশ।
সর্ব্বস্ব হইলে ধন, ধনির সন্তান গণ,
বিদ্যাতে না করিত প্রয়াস॥
পঙ্কজ সলিলে থাকে, কন্টকে মৃণাল ঢাকে,
ফুল তার কমল নিকর।
নিশিতে নিদ্রিত থাকে, প্রস্ফুটিত করে তাকে,
কেবা বল বিনা দিন-কর?
সেইরূপ বিদ্যালোকে, প্রস্ফুটিত হয় লোকে,
ঘোর মোহ নিদ্রা পরিহরি।
বিদ্যাদেবী কর দিয়ে, জ্ঞানালোক বিকাশিয়ে,
নাশ করে অজ্ঞান সর্ব্বরী॥
সেচিলে শ্রমের জল, জ্ঞান পদ্ম নিরমল,
দশদিক করে সুশোভন।
সুপথে ভ্রমণ করি. জগতের শুভকারী,
সর্ব্বমতে হয় সেই জন॥
এমন বিদ্যার লাগি, হও সবে অনুরাগী,
ভদ্র কি ইতর নর নারী।
ইহকালে কীর্ত্তি পাবে, মনের মালিন্য যাবে,
হবে পরে মুক্তি অধিকারী।

জগদ্দল বাসিনী।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

১২৭৬ বৈশাখ হইতে চৈত্র।

জগন্মোহিনী দেবী	রামেশ্বরপুর	২৲
স্বর্ণময়ী চৌধুরী	সেরপুর	২৲
শ্রীনাথ রায়	লক্‌নাউ	৪৷৷০
শশিশেখর মুখো		
রমানাথ বন্দ্যো		
চন্দ্রকুমার দাস	পটলডাঙ্গা ...	১৷০
ঐ (ষাণ্মাসিক)	.. ...	১/০
উমাচরণ ঘোষ	হরিনাভি ...	১৷০
নবীনচন্দ্র সেন	ট্রেজরি ...	১৷০
প্রহ্লাদচন্দ্র সেন	বড়বাজার	১৷০
কালীকৃষ্ণ বসু	পাঁজিয়া	২৲
দিগম্বর মৈত্র	কম্বুলেটোলা	১৷০
মতিলাল নিত্র	বাহির সিমলা	১৷০
ত্রৈলোক্যনাথ সিংহ	শিয়ালদহ	১৷০

পুস্তক-প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে আমরা স্ত্রী জাতি বিষয়ক দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি—

১—হিন্দু মহিলা নাটক। বাবু বটুবিহারী বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। ইহার বাহ্য অবয়ব সুদৃশ্য, ভাষা সরল এবং স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের লোকজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে স্ত্রী জাতির দোষের অন্যায় বর্ণনা ও অনেক অশ্লীল প্রয়োগ থাকাতে ইহা কোন মতে অবলাগণের পাঠ যোগ্য নহে।

২—নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহা ৮ পেজী ফরমার ২৪২ পৃষ্ঠা পরিমিত এক খানি বৃহৎ পুস্তক, উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। কালী-প্রসন্ন বাবু যে নারী জাতির প্রকৃত বন্ধু তাহা এই পুস্তক দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। এবারে আমরা ইহার সমালোচনা করিবার অবকাশ পাই-লাম না। আমরা উন্নত বামাগণ ও বামা হিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুরোধ করি, এই পুস্তক খানি অভিনিবিষ্ট চিত্তে এক একবার পাঠ করেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

অনেক বামা রচনা আমরা বিশেষ প্রমাণ অভাবে প্রকাশ করিতে পারি না, লেখিকাগণ লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাঠা-ইবেন। তাঁহারা নানা বিষয়ে চিন্তা করিয়া লেখেন এবং পদ্যের ন্যায় গদ্যের প্রতি অনুরাগিণী হন আমা-দিগের অভিলাষ। স্ত্রীলোক সংবাদ দাতা হইলে ও বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য বিষয় সকল ঘটিত প্রস্তাব লিখিতে চেষ্টা করিলে আমরা তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিতে বিরত হইব না।

বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত ও বিক্রেয় পুস্তক ও পত্রিকা।

আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন (ধর্ম্ম বিষয়ক) ... .. মূল্য ।/০
কুমুদিনী চরিত (উত্তম কাগজে ছাপা ৬ ফরমা) ... ।৵০
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (১৯ ফরমা) ... . ॥০
ঐ ২য় ভাগ (২৬ ফরমা) ৸০

বামাবোধিনী পত্রিকা।
(৩ ফরমা মাসিক)

এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য কলিকাতার জন্য ..... ১।০
ঐ ঐ ঐ মফঃসলের জন্য ..... ২৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০
বামাবোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ ১২৭০ ভাদ্র হইতে ৭১ চৈত্র পর্য্যন্ত, পুস্তকাকারে বাঁধা (বাদ ৩।১৩। ১৫ সংখ্যা ... ১॥১০
ঐ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড (১২৭২ সাল বাঁধা) বাদ ২১।২২ সংখ্যা ১।০
ঐ ঐ (১২৭২ সাল বিলাতি কাপড়ে বাঁধা) ... ১৸০
ঐ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড (১২৭৩ সাল বাঁধা) ... মূল্য ... ১।০
ঐ ৩য় ভাগ (১২৭৪ সাল বাঁধা) ... ... মূল্য ... ১॥০
ঐ ৪র্থ ভাগ (১২৭৫ সাল বাঁধা) ... ... মূল্য ... ১॥০
১ম ভাগ হইতে ৪র্থ ভাগ পর্য্যন্ত.... নগদ মূল্য ... ৬৲

*** নগদ মূল্যে ১২ খণ্ডের অধিক ৫০ খণ্ড পর্য্যন্ত পুস্তক ক্রয় করিলে ১২।০ টাকা, এবং ৫০ খণ্ডের অধিক পুস্তক ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

নগদ মূল্যে এক কালে ১২ বার খণ্ড পত্রিকা কিম্বা একবৎসরের পত্রিকা ক্রয় করিলে অগ্রিম মূল্য হিসাবে দেওয়া যাইবে।

☞ ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকা বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ সংখ্যক ভবনে, সংস্কৃত পুস্তকালয়ে, ১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোংর ছাপাখানায় এবং বটতলা শ্রীরাধাবল্লভ শীলের "বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে" প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৮ সংখ্যা। } মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

চিত্তবিনোদিনী।

একাদশ অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে চারুচন্দ্র কর্ণেল সাহেবের অনুমতি ক্রমে নিজ আবাসে বিশ্রামার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি রেমণ্ড সাহেবের যে কিছু মাত্র সন্দেহ হইয়াছিল, এই ভাবিয়া চারু বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রতি রেমণ্ড পরিবারের কোন প্রকার অযথাভাব উদয় না হয়, সেই জন্য চারু সন্ধ্যাকালে রেমণ্ড ভবনাভিমুখে চলিলেন। যৎকালে তিনি সেখানে পৌঁছিলেন, বিদ্রোহের বিষম কাণ্ড ছাউনিতে আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে সৈন্যাগারে দাহন ও সিপাহীগণের হল্লা, অপর দিকে ধর্ম্মালয়ের হত্যাকাণ্ড জনিত বিসদৃশ গোলমাল এককালে ইন্দ্রিয় গোচর হইল। চারু দূর হইতে এই অজ্ঞাত-কারণ গোলযোগ শুনিয়া যেমন তদুদ্দেশে ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইবেন, সম্মুখে গত রজনীর পরিচিত সিপাহীকে দেখিলেন। দেখিবামাত্র চারুর মনে ভয়, ঘৃণা ও কৌতূহল যুগপৎ উদয় হইল। কহিলেন "তোমার পত্র আমাকে যৎপরোনাস্তি দুঃখ দিয়াছে; পূর্ব্বে অবগত হইলে কখনই তোমাদের সহিত কোন প্রকার আলাপই করিতাম না।" সিপাহী কহিলেন দ্বিতীয় পত্রে এই জন্যই তিনি চারুকে ঐ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। চারু কিঞ্চিৎ তেজের সহিত কহিলেন; "আমি শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান

করি, আমার মানসিক যে অনুতাপ হইতেছে তাহাই ক্লেশকর, যেহেতু তোমাদের ন্যায় অবিবেচক কৃতঘ্ন রাজ-বিদ্রোহী দুষ্টগণের কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিয়াছিলাম!" চাকুর কর্ক্কশ বচনে সিপাহীর ভ্রূ রোষকষায়িত হইতেছিল কিন্তু অমনি সে ভাব প্রশমন করিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, "কৃতজ্ঞতাই এতদ্রূপ অকারণ ভৎর্সনা সহ্য করিতে কহিতেছে। যাহা হউক এখনও কি আপনার চেতন হয় নাই? যাহাদের দাসত্ব করিতেছেন, যাহাদের মঙ্গলার্থ এত ব্যস্ত, তাহাদের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া এখনও কি সৎপরামর্শ লাভের যোগ্য হন নাই? আর ভারতবর্ষের প্রতি ঔদাস্য, আর বিধর্ম্মী বিজাতীয়ের প্রতি প্রভুভক্তি ভাল দেখায় না; পরমেশ্বর এতদিনের পর ভারতের স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, আর কেন দাসত্ব, আর কেন ভয়, আর কেন ঔদাস্য? আসুন আমাদের সঙ্গে ভারতের শত্রুগণের মূলোচ্ছেদ করিয়া ইহার স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ করুন। ঐ দেখুন এতক্ষণে ফিরিঙ্গীরা, খৃষ্টানেরা নরকগামী হইয়াছে, এতক্ষণে ম্লেচ্ছ পাষণ্ডেরা সমুচিত দণ্ড পাইয়াছে!"

চাকু এই কথা শুনিয়া ক্রোধে, শোকে ও ভয়ে অভিভূত হইলেন: তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ক্ষণেক বিলম্বে কহিলেন, "কি? নৃশংস দস্যুদিগের দুরভিসন্ধি সত্যই সিদ্ধ হইল! আমি পূর্ব্ব হইতে আভাস পাইয়াও কোন উপায় করিতে পারিলাম না? রে পাপিষ্ঠ নরাধম! তোরও মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে এক জন নরহত্যাকারীর ভার হইতে মুক্ত করিতে পারি।" বলিয়া সিপাহীর করবাল অপহরণার্থ যেমন হস্ত প্রসারণ করিবেন, অমনি সিপাহী ক্রোধে করস্থ অসি উত্তোলন করিয়া ক্রোধে কহিলেন, "ক্যা, বাঙ্গালীকা মকদুর হায়, হাতকা তরওয়াল ছিন্ লেনা? অভি দোজখ্ মে ভেজ দেউন?" এই কথা বলিতে না বলিতে হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল, মস্তক হেট হইল। বাম হস্তে চাকুর হস্ত ধরিয়া কিঞ্চিৎ নম্রভাবে কহিলেন, "হিন্দুস্থানীকা এক হি জবান্ হায়? আগর্ জান্, আউর উস্‌সে বড়ী যো ইজ্জত, উওভি জের হোয়, তব্‌ভি তোমহারা উপর কুচ্ কর শিক্‌তা নেহি;

কেঁউকে এক দফে তোমহারা খিদ্‌মৎ করণা ওয়াদা কিয়া হায়!" চাকুর সাধ্য কি সে দৃঢ় মুষ্টি শিথিল করিয়া আপন হস্ত টানিয়া লয়েন, তথাপি দৃঢ়তা নিবন্ধন কিঞ্চিৎ কষ্ট হওয়াতে হস্ত ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। সিপাহী বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল করিয়া, একটু মুখস্থ হাস্যের সহিত পুনর্ব্বার কহিলেন "কেউ ভাই খফা মৎ হো; জেরা দিল্ লগা কর হাম্‌লোগকা বাত শুন্‌কে গউর ফর্‌মাও, তব মালুম হোগা কিস্‌কা কাম বেসমঝ্ হায়!" এই বলিয়া চাকুর সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দোষের বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। চাকু বুঝিলেন বলদ্বারা সিপাহীকে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য; যদি কৌশলে কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাকে কোন স্থলে লইয়া যাইতে পারেন, যথায় ইউরোপীয় বল বা অন্য কোন বলবান ব্যক্তি তাহাকে হস্তগত করে, তাহাই শ্রেয়। বাদানুবাদে চাকু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সিপাহীর কথানুসারে তিনি ইংরাজগণের সাংকোচ্য দোষ স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেছিলেন। রেমণ্ড সাহেব ইহারই কিয়দংশ মাত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী জ্ঞান করেন।

যাহা হউক এই কথোপকথনের মধ্যেই চাকু রেমণ্ড পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। সিপাহী চাকুকে নির্ভয় থাকিতে কহিলেন, কেন না তাঁহার আজ্ঞানুসারে রেমণ্ড পরিবারের কোন ক্ষতি হইবেক না। যাহাতে দস্যু ও অবিবেচক লোকেরা রেমণ্ড ভবনের কোন অপচয় না করে, এজন্য তথায় দুই প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চাকু রেমণ্ড পরিবারের অনুসন্ধানার্থ যাইবেন বলাতে, সিপাহী তাবৎ সংবাদ এইখানেই জ্ঞাপন করাইবেন বলিয়া, একটি বংশীধ্বনি করিলেন। তাহাতে দূর হইতে তদনুরূপ বংশীধ্বনি হইল এবং অবিলম্বে অপর এক সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনা গেল যে বিবি রেমণ্ড নির্ব্বিঘ্নে গোরা ছাউনির মধ্যে আছেন। রেমণ্ড সাহেব ও বিজয় এই অশ্বশালার মধ্যে আছেন। বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া আগন্তুক কহিল সেই উদ্ধত যুবা ঔদ্ধত্য বশতঃ একজন সিপাহীর প্রাণবধ করেন বলিয়া, দিলারাম নামক একজন সিপাহী তাহাকে লক্ষ্য

করে কিন্তু আগন্তুক অনেক অনুরোধে এবং পাঁড়েজীর আজ্ঞার বলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। সিপাহী চারুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "আপনার অনুরোধে এক নরহত্যাকারীর শাস্তি অদত্ত রহিল।" চারু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সংসার বিপর্য্যয়কারী, নির্দ্দোষী আবালবৃদ্ধ বনিতা বধকারী বিদ্রোহীর মুখে একথা ভাল লাগে না। যাহা হউক এক্ষণে এমি ও হেলেনা কোথায়?" আগন্তুক কহিল "বিবি রেমণ্ডের পূর্ব্বে তাঁহারা ছাউনির দিকে পলায়ন করেন, ভকত রাম তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে।" সিপাহী ভকতরামকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিয়া চারুর সহিত পূর্ব্বমত কথোপকথন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে মীরটের হত্যাকাণ্ড শেষ হইল এবং বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ দিল্লী প্রস্থান সূচক তূরীধ্বনি করিল।

সিপাহী চারুকে কহিলেন, "চলুন, আমাদের সঙ্গে দিল্লীতে চলুন, আপনি বহু সমাদর পাইবেন।"

চারু।—কি? রাজ বিদ্রোহীর বিত্তভোগী সেই ইন্দ্রিয় পরায়ণ মোসলমানের কর কবলে যাইব? যদি আমার কোন উপকার করিতে চাহ আমাকে ছাড়িয়া দাও এবং রেমণ্ড পরিবারকে আমার সম্মুখে অক্ষত আনিয়া দাও—সিপাহী।—এখানে থাকিলে আপনার বিশেষ ক্ষতি হইবে; আর কুমারীদ্বয়ের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তাঁহাদিগকে এখানে উপস্থিত করাইয়া আমি প্রস্থান করিব।

ইতিমধ্যে ভকতরাম উপস্থিত। কুমারীদ্বয়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ও বিষণ্ণ রহিল। চারুর মন ব্যাকুল হইয়াছে, হৃদয় দুর দুর করিতেছে। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসার পর ভকতরাম কহিল, "এনায়ৎ খাঁ আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন।"

সিপাহী সক্রোধে।—তাহারা যদি ক্ষত বা হত হইয়া থাকে আজ এনায়তের মস্তক আমার অসিতে।

চারু অন্ধকার দেখিতেছেন, তাঁহার বাগ্‌রোধ হইয়াছে।

ভকতরাম।—পাঁড়েজি! যখন আমি বারাকের পার্শ্বে উপস্থিত হই, দেখি কতিপয় স্ত্রীলোক ও বালক হত বা আহত হইয়াছে এবং কতিপয়

বিবি তখনও জীবিত। আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, 'ভাই সব এই রেমণ্ড পরিবারস্থ কুমারীদ্বয় পাঁড়েজীর আজ্ঞায় অবধ্য।' একথা শুনিয়া এনায়ৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন 'আমরা শপথ করিয়াছি ফিরিঙ্গীকে জীবিত ছাড়িব না' বলিয়া স্বহস্তে যেমন কুমারীদ্বয়কে কাটিতে যাইবেন, অমনি সেই দীর্ঘকার পরম সুন্দরী সাহসী কুমারীটি হস্তরোধ করিয়া কহিলেন, 'পাষণ্ড! অবলার প্রাণ বিনাশে পৌরুষ কি? আমাদের প্রাণনাশে তোদের ভয়ানক ক্ষতি বই আর লাভ নাই। মোসলমান! তোকে স্ত্রীমর্য্যাদা রক্ষার্থে কি কহিব?, এনায়ৎ অপ্রস্তুত হইলেন এবং কুমারীদ্বয়ের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, 'হাঁ, স্ত্রীমর্য্যাদা আমরা বুঝিতে পারি, তোমাদের জেনানাতে রাখাই উচিত। রহিম্ খাঁ এঁদের সাবধান লও।' রহিম খাঁ কাণে কাণে কি কহিল এবং খাঁ সাহেব কহিলেন, "ভকতরাম, তোমার পাঁড়েজীর কথা রাখিলাম, ইঁহারা অবধ্য হইলেন। যাহাতে ইঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক পরম সুখলাভ হয়, এ নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব কুমারীদ্বয়ের ভোগোপযোগী মহামান্য শাহাজাদা কে ভেট দিতে চলিলাম। বিশেষতঃ আমরা রিক্ত হস্তে যাইতেছি, এ পরামর্শে আমাদের ও এই রমণীদিগের সমূহ উপকার সম্ভাবনা, তাহাতে পাঁড়েজী অসন্তুষ্ট হইবেন না।" ইহা শুনিয়া সেই সাহসী রমণী সতেজে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন "পাপিষ্ঠ, নরাধম! এরূপ নির্ঘৃণ কথা উচ্চারণ করিতে গিয়া তোর জিহ্বা স্খলিত হইল না; এরূপ কল্পনা হৃদয়ে স্থানদান করিতে তোর হৃদয় বিদীর্ণ হইল না? ভীরু! নিজ দুরভিসন্ধি সাধনার্থ আমাদের প্রাণ বিনাশে অনিচ্ছুক হইতেছিস্? ভাল, এই তোকে ফল দিই, অথবা আপনারা সয়তানের হস্ত হইতে মুক্ত হই;" বলিয়া যেমন খাঁ সাহেবের হস্ত হইতে নিপতিত অসি উঠাইতে যাইবেন, অমনি তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার অনুচরেরা কুমরীদ্বয়ের হস্ত বন্ধন করিয়া ফেলিল। আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম, তথাপি সে পাষাণ-হৃদয় যবনের মনে দয়া হইল না। কি করি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

সিপাহী। তাঁহারা এখন কোথায়?—

ভকতরাম। খাঁ সাহেব বন্দীগণ লইয়া সর্ব্বাগ্রেই অশ্বারোহী দলের সহিত দিল্লী প্রস্থান করিয়াছেন।—ঐ শুনুন, প্রস্থান সূচক, জয় সূচক মধুর তূরী ভেরী দমামা ইত্যাদি রণ বাদ্য বাজিতেছে; ঐ দেখুন্ জ্যোৎস্নায় বন্দুকের ফলক ও উজ্জ্বল অসি চাকচিক্যমান হইয়াছে। আপনার অনেক বিলম্ব হইয়াছে; আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে।

চারুচন্দ্র এতক্ষণ অচেতন প্রায় হইয়া কতক শুনিতে পাইতেছিলেন ও কতক শুনেন নাই; এক্ষণে শোক দুঃখে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, "কি! নিষ্কলঙ্ক সুকোমল কামিনী দিগের এই দশা হইল! পাঁড়ে জি! কৈ তোমার কৃতজ্ঞতা, কৈ তোমার প্রতিজ্ঞাপালন? ধিক্ ধিক্! বিদ্রোহীর আবার ধর্ম্ম জ্ঞান!—হায়! আমার এ জীবন ও বল সত্ত্বে প্রভুকন্যাগণকে রক্ষা করিতে পারিলাম না!—হায়! এতদিনে ভারতবর্ষ কলঙ্কিত হইল, পৃথিবী কলঙ্কিত হইল!" বলিয়া অচেতন প্রায় বসিয়া পড়িলেন। সিপাহী অধোমুখে সলজ্জভাবে কহিলেন, "যদি এখনও সেই দুরাত্মা নির্ব্বোধ যবন তাঁহাদের প্রাণবধ না করিয়া থাকে, যদি তাঁহাদের সতীত্ব বিনাশের পূর্ব্বে, দুরাত্মার দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি তাহার কাছে যাইতে পারি নিশ্চয়ই তাঁহারা নিরাপদ হইলেন।—রামচন্দ্রই জানেন, আমার চেষ্টার কিছু ত্রুটী হয় নাই তবে প্রতিজ্ঞাপালন মানব ক্ষমতায় হয় না! অবশ্যই ধর্ম্মরাজ আমাকে রক্ষা করিবেন। আসুন আপনাকে কন্যাদ্বয় সমর্পণ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করি।" চারু নিস্তব্ধ তাঁহার বাক্ শক্তি নাই—বোধ আছে কি না সন্দেহ। সিপাহী কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "মহাশয় আমার আর সময় নাই, আমার ইচ্ছা আমার সঙ্গে আইসেন, কি বলেন?"

চারু ক্রোধে কহিলেন, "কি? দুরাত্মা ধর্ম্মবিদ্বেষী নরহত্যাকারী অত্যাচারী পাষণ্ড বিদ্রোহীর সহিত যাইব! কোথায়?—নরকে?—রে পাপিষ্ঠ দূর হ, চারুচন্দ্র আর এরূপ লোকের মুখাবলোকন করিতে পারে না!"

সিপাহী কষ্টে বিরক্তি পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখানে থাকায় আপনার সমূহ বিপদ, এই জন্যই অনুরোধ করিতেছি।—ভাল, এখন

বিদায় লইলাম। ভকতরাম, দুরাত্মা কতক্ষণ গিয়াছে, কিরূপে যাইতেছে, আমরা তাহাকে ধরিতে পারিব না?"

ভকতরাম। পাঁড়েজী, আমার ভয় হইতেছে, আপনি কন্যাদ্বয় উদ্ধার করিতে হয়ত অক্ষম হইবেন; কেন না সে সর্ব্বাগ্রে রমণীদ্বয় লইয়া দ্রুতগামী সতেজ অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবমান হইয়াছে এবং সুখ্যাতি লাভার্থে যাইবামাত্রই উহাদিগকে ভেট দিবে।

সিপাহী কহিলেন "রামজীর ইচ্ছা।" এইরূপ কথোপকথন করিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছেন, ইত্যবসরে চারুচন্দ্রের স্বর শুনিয়া দাঁড়াইলেন।

চারুচন্দ্র ভাবিলেন এমি ও হেলেনা বিরহে মীরটশূন্য। কোন্ লজ্জায় আবার লোককে মুখ দেখাইবেন। আর এখনও তাহারা জীবিত, এখনও পথে। তাহাদের অনুসন্ধান না করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। অতএব শীঘ্র সিপাহীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "রে দুর্ব্বৃত্ত, কোথায় যাইস্ তোর প্রতিজ্ঞা পালন করে যা।" সিপাহী কহিলেন "যদি আমাদের সহিত দিল্লী যাইতে ঘৃণা বোধ হয়, আপনি এই অনুমতি-পত্র লউন। কল্য সেখানে উপস্থিত হইবেন। আর আমার বিলম্ব করাইবেন না। হয়ত এতক্ষণে পাষণ্ড হস্ত বহির্ভূত হইল।" বলিয়া উত্তর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

চারু রেমণ্ড ভবনে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এতক্ষণ ইউরোপীয় সেনারা নিদ্রিত ছিল অথবা জাগরিত থাকিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত ছিল, তাঁহারা জানেন। বৃদ্ধ সেনাপতি সদ্বিবেচনা বশতই হউক অথবা ভয়েই হউক এতক্ষণ নিষ্কর্ম্মা ছিলেন। এক্ষণে, যখন বিদ্রোহীরা নিরাপদে স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রস্থান করিল, যখন হতভাগ্য ইউরোপীয়গণ জীবন ও বিষয়াদি হইতে অপহৃত হইল, যখন বিদ্রোহ ঝটিকা স্থগিত হইল, সুবুদ্ধি ইউরোপীয় সেনাগণ মীরট রক্ষার্থ নির্গত হইলেন। তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া বিজয় একজন সেনাপতির কাণে কাণে কিছু কহিয়া চারুকে ধরাইয়া দিলেন। চারু বন্দীভাবে বারাকে প্রেরিত হইলেন। সমস্ত রজনী অবরুদ্ধ রহিলেন। প্রাতঃকালে (কোর্ট মার্সালে) সৈনিক বিচারে তাঁহার দণ্ড হইবেক।

শিশুপালন।

ষষ্ঠ দিবস।

শৈশবকাল গত না হইতে হইতে অধিকাংশ শিশুরই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের মৃত্যু-বিবরণ দ্বারা জানা যায় যে এক বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতে শতকরা ২০ জন ও পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতে শতকরা ৩৩ জন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার যে সকল শিশু শৈশবে জীবিত থাকে তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ জরাজীর্ণ কলেবর লইয়া চিরকাল পিতামাতার দুঃখ ও কষ্টের কারণ হইয়া উঠে, অতি অল্পমাত্র শিশুই বলবান ও সুস্থ হইয়া জীবিত থাকে। যখন শৈশবেই অধিকাংশ শিশুকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখা যায় তখন শিশুদিগের পালন বিষয়ে পিতা মাতার বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুদিগের পীড়িত হইবার সাধারণতঃ দুইটী কারণ লক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ—পিতা মাতার পীড়া নিবন্ধন—গর্ভ সঞ্চার অবস্থা হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়তঃ—শিশুপালন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন—ভূমিষ্ঠ হওয়া হইতে ৫ মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত।

১ম। গর্ভ সঞ্চারের সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক পীড়া এবং গর্ভাবস্থায় মাতার শারীরিক ও মানসিক পীড়া এই সকল কারণে পিতামাতা হইতে গর্ভ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের রোগেরও সঞ্চার হইয়া থাকে। হাঁপানী, যক্ষ্মা, ধনুষ্টঙ্কার (ছিষ্টিরীয়া) প্রভৃতি রোগ গর্ভসঞ্চারের সময় শিশুকে আক্রমণ করে। গর্ভসঞ্চারের সময় পিতা মাতার এবং গর্ভাবস্থায় মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ থাকে সন্তানেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। অধিকাংশ পিতা মাতার অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা প্রথম সন্তানের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার

কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যাইবে যে অধিকাংশ দম্পতি যৌবনের নব উদ্যমে বিদ্যালোচনা, সদনুষ্ঠান ও শারীরিক নিয়ম পালনে যথোচিত মনোযোগী না হইয়া যথা ইচ্ছা আহার বিহার ও কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই রত থাকিয়া শরীর ও মনকে নিস্তেজ ও মন্দীভূত করিয়া ফেলেন; সুতরাং সে সময়কার সন্তানের শরীর যে দুর্ব্বল ও রুগ্ন এবং মন যে অবসন্ন ও জড়ের ন্যায় হইবে ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। যখন কালক্রমে তাহাদিগের যৌবনের উদ্যম কিছু পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকে, তখনকার সন্তান অপেক্ষাকৃত শারীরিক ও মানসিক বলে সতেজ হয়। কিন্তু এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দম্পতিও দেখা যায় যাঁহারা যৌবনের স্রোতে ভাসিয়া না গিয়া উত্তেজক বৃত্তি সকলকে শাসনে রাখিয়া সমভাবে বিদ্যালোচনা, সদনুষ্ঠান ও শারীরিক নিয়ম পালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহাদিগের কি জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সন্তান সকলেই শারীরিক ও মানসিক বলে বলবান হয়। দম্পতির বিশেষতঃ গর্ভবতীর উপর যে সন্তানের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিতেছে এবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এই সকল দোষের কারণ। যে মুহূর্ত্ত হইতে গর্ভে শিশু সঞ্চারিত হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জননীর উপরে শিশুপালনের কর্ত্তব্য ভার পড়িল। তিনি যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য এরূপ মনে না করেন, যত দিন পর্য্যন্ত শিশু ভূমিষ্ঠ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি আবার কর্ত্তব্য কি? গর্ভস্থ শিশুর সহিত গর্ভবতীর এরূপ সম্বন্ধ, যে অতি সামান্য রূপে গর্ভবতীর শারীরিক ও মানসিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে শিশুরও সেই পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়টী আরো বোধগম্য করা যাইতেছে।—অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে ভূমিষ্ঠের পরক্ষণ হইতেই শিশুর কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া থাকে, এবং প্লীহা ও (লিবরের) জকৃতের সঞ্চার দেখা যায় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই জানা যাইবে যে গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্ব হইতে গর্ভসঞ্চারের সময় পর্য্যন্ত স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই বা গর্ভবতী ঐ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ৭৮ বৎসর ক্রমাগত যে সকল পল্লীতে জ্বর হইতেছে সে স্থানের লোকেরা এবিষয় বিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

২য়। ভূমিষ্ঠের পরক্ষণ হইতে শিশুদিগের পীড়িত হইবার কারণ নির্ণয়।—পালন বিষয়ে পিতা মাতার অনভিজ্ঞতাই শিশুদিগের পীড়া হইবার প্রধান কারণ। অন্যান্য কাল অপেক্ষা শৈশব কালে সংক্রামক রোগ অতি শীঘ্রই শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, এজন্য বাসগৃহে বা তৎনিকটবর্ত্তী স্থানে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে সদ্‌বিবেচক পিতা মাতা শিশু সন্তানকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় সকল গ্রহণ করিবেন—এমন কি যদি সেই বাসগৃহ বা পল্লী কিছু দিনের জন্য বা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইবেন না। শৈশবকালে সংক্রামক রোগে অধিকাংশ শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর গত হইল বিলাতে "দরিদ্রাশ্রয়ে" শৈশব মৃত্যুর এত আধিক্য হইয়া ছিল, যে মৃত্যু বিবরণ দ্বারা জানা গেল যে এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শতকরা ৯৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়। পরে পার্লিয়ামেণ্ট সভা এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সংক্রামক রোগের সমূলে বিনাশ করিয়া শিশুদিগের পালন বিষয়ে এরূপ সুনিয়ম করিয়া দিলেন যে অতি শীঘ্রই মৃত্যুর পরিমাণ কমিয়া ১১৬০০ হইতে ৪৫০ হইয়া গেল। শুদ্ধ শিশুপালন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু ১১১৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অনেক পরিবারে এরূপ দেখা গিয়াছে যে সুস্থ ও বলবান্ শিশু সকল, পিতা মাতার পালন বিষয়ে অসাবধানতা ও মূর্খতা নিবন্ধন রুগ্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, আবার রুগ্ন ও জীর্ণ-কলেবর শিশু সকল পিতা মাতার গুণে ও যত্নে বলিষ্ঠ ও সুস্থ হইয়াছে। একটী সামান্য বৃক্ষ রোপণ করিলে কত যত্ন ও কত পরিশ্রম করিতে হয়। একটু মাত্র সাবধানতা ও যত্নের ত্রুটী হইলে সে বৃক্ষ যে নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহা প্রায় সকলেই জানেন। বৃক্ষ রোপন অপেক্ষা শিশুদিগের পালন বিষয়ে কত গুণ যত্ন ও সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। সংক্রামক রোগ ভিন্ন উদরাময়, গলা ঘড়ঘড়ে প্রভৃতি রোগেও শিশুদিগের প্রাণ বিয়োগ হয়। এই সকল পীড়া যাহাতে শিশুদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, পীড়ার সূত্রপাত মাত্র সুচিকিৎসক দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় এবং সুপ্রণালী ক্রমে শিশুদিগকে পালন

করিয়া সুস্থ ও সবল করা যায় তাহা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ বিষয়ে অসাবধানতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইলে সন্তানের বিয়োগ হেতু চিরকাল দুঃখে ও শোকে কালযাপন করিতে হইবে। অনেকের মাতা এরূপ মূর্খ যে অধিকতর স্নেহের সহিত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা শিশুর উদর পূরণ করিয়া দেন; শিশু স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বারম্বার খাদ্য দ্রব্য উদ্গীরণ করিলেও মাতা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া উপর্য্যুপরি দুগ্ধ বা অন্য খাদ্য দ্বারা শিশুকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু সেই স্নেহ উদরাময় প্রভৃতি হইয়া মাতার স্নেহময় ক্রোড় শূন্য করিয়া থাকে। অতএব নারীগণ পুত্রবতী হইয়া একদিনের জন্যও যেন পুত্রকে উপযুক্ত মত লালন পালনে অবহেলা না করেন। তাঁহাদিগের উপরেই শিশু সন্তানের জীবন নির্ভর করিতেছে। ক্রমে ক্রমে পীড়া, পীড়ার লক্ষণ ও উপযুক্ত ঔষধের বর্ণন করা যাইবে।

সাময়িক বাত্যা।

সচরাচর দেখা যায় সাময়িক বাত্যা প্রায় ঋতু পরিবর্ত্তের সহিত পরিবর্ত্ত হয়। এজন্য মালয়বাসীরা ইহাকে মনসুন অর্থাৎ আর্ত্তিক বায়ু বলিয়া থাকে। ইহা দ্বিবিধ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব। এই আর্ত্তিক বাত্যা ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া ছয় মাস ধরিয়া প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ পশ্চিম বাত্যা বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত থাকে। বিষুব রেখা হইতে উত্তরে কর্কট বৃত্ত পর্য্যন্ত এই বাত্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহা আফ্রিকার পূর্ব্বকূল হইতে উত্থিত হইয়া ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন ও ফিলিপাইনপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, আবার সময়ে সময়ে প্রশান্ত সাগর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেরিয়ান দ্বীপ, এমত কি, জাপানপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া থাকে। বিষুব রেখার দক্ষিণেও এই কালে অপর একটী আর্ত্তিক বাত্যা দৃষ্ট হয়। তাহা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্থিত হইয়া মোজাম্বিক উপসাগরের দক্ষিণ ভাগে বহিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যখন বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিতি করে, তখন সুতরাং আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ, ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ সমুদায় ভারত সাগর অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। ভারতসাগরের শীতল বায়ু আসিয়া তৎ-কালে এই সকল দেশের উষ্ণ বায়ুর স্থান গ্রহণ করিতে থাকে। আবার সূর্য্য যখন দক্ষিণায়ন হয় অর্থাৎ বিষুব রেখার দক্ষিণে গমন করে তখন ভারত সাগরের বায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত হয় বলিয়া উক্ত কতিপয় দেশ হইতে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু উত্থিত হইয়া ঐ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই আর্ত্তিক বায়ু, ব্যবসায়ী বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে গ্রীষ্মমণ্ডলের এই স্থলে স্থলভাগ এবং কতকগুলি দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে মধ্যে বায়ু-দ্বার থাকাতে ঐ স্থায়ী-বাত্যার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আফ্রিকা ও মাদাঘাস্কার দ্বীপ মধ্যে যে দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ঐ ভূভাগের সাগর কূলের গঠন প্রকৃতির জন্য ঘটিয়া থাকে। মালক্কা প্রণালীর অপ্রশস্ততা নিবন্ধন এই অঞ্চলের আর্ত্তিক বায়ুরও সময়ে সময়ে ব্যত্যয় ঘটে। এইরূপ অবান্তর কারণ জন্য ভারতবর্ষীয় আর্ত্তিক বাত্যারও কখন কখন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাবা উপসাগর, মলক্কা এবং বাণ্ডা প্রভৃতি সুগন্ধ দ্বীপ-পুঞ্জ হইতে আমেরিকাস্থ নব-গিনির পূর্ব্বকূল পর্য্যন্ত আর্ত্তিক বাত্যা নিয়-মিত রূপে বহিতে দেখা যায়।

আর্ত্তিকের পরিবর্ত্তন কাল অতি ভয়ানক। এ সময় সর্ব্বদাই ঝড়ের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। নাবিকেরা এইকালে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে আমাদের দেশে যে প্রকার ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হয় অন্য কালে তদ্রূপ দেখা যায় না। আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠেতেও ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূলেও এইরূপ ঝড় এই সময়ে ঘটিয়া থাকে।

এই আর্ত্তিক বায়ু দ্বারা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়। বাণিজ্য পোত এক আর্ত্তিকে আসিয়া অন্য আর্ত্তিকের সহায়তায় অনায়াসে ফিরিয়া যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার সাময়িক বায়ু দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদিগকে স্থলীয় ও সামুদ্রিক অনিল কহে। স্থল ও জলের তাপ বৈষম্যই ইহার কারণ। সূর্য্য রশ্মি স্থলোপরি নিপতিত হইলে তাহা পৃথ্বীগর্ভে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং ভূতলের উপরি ভাগকেই ত্বরায় উত্তাপিত করে। ভূমি উষ্ণ হইলে সন্নিকটস্থ বায়ুও ত্বরায় উত্তাপিত হইয়া পড়ে। এজন্য গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোদয়ের দুই এক প্রহর মধ্যে সামুদ্রিক অনিল উত্থিত হইয়া স্থলাভিমুখে বহিতে থাকে। তাপও যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে এই অনিলও তেমনি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সেই এক সময়ে সমুদ্র অথবা জল রাশিতে যে কিরণপাত হয় তাহা জলের গভীরতম তল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হয় বলিয়া সমুদ্র জল স্থলদেশের উপরি ভাগের ন্যায় উষ্ণ হয় না। সুতরাং তৎ সন্নিহিত বায়ুও শীঘ্র উত্তাপিত হয় না। কিন্তু যখন সূর্য্য অস্তগত হয় ও স্থলদেশ শীতল হইয়া পড়ে তখন সাগর গর্ভস্থ তাপ রাশি ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া উপরিস্থ বায়ু রাশিকে উত্তাপিত করিতে থাকে। সুতরাং এই সময়ে স্থলীয় শীতল অনিল সমুদ্র দিকে বহিতে থাকে। এই অনিল প্রভাতে অন্যূন এক প্রহর পর্য্যন্ত বহিতে দেখা যায়। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে জল স্থলের তাপ সাম্য হওয়াতে, বায়ুসাগরও শান্তভাব ধারণ করে। সূর্য্যাস্তের কিছু পরেও এইরূপ আর একবার বায়ু শান্তভাবে অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পর এজন্য কিছুকাল একটু গুমট বোধ হয়। স্থলীয় অনিল, অধিকন্তু উচ্চ পার্ব্বতদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালবরের ভৃগু দেশ হইতে যে স্থলীয় অনিল উত্থিত হয় তাহা নিকটস্থ সমুদ্রের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। জামেকা ও অন্যান্য পার্ব্ব-তীয় দ্বীপে, এবং মালবরের ন্যায় অন্যান্য পার্ব্বতীয় উপকূলেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণ প্রধান দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে সামুদ্রিক অনিল অতি মধুর বোধ হয়। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে দিবসান্তে সুখসেব্য সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যা সমীরণ সম্ভোগ করিয়া আমরা কতই না সন্তুষ্ট হই!

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব ভাগে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই অনিলদ্বয়ের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

সিংহের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

ইংলণ্ডের ওয়ার উইক সায়ারে দুইটী সিংহকে ডালকুরতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে একটী এরূপ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি, যে কুকুরদিগের বৈরভাব বুঝিতে পারিল না এবং ধীর-ভাবে তাহাদিগের আক্রমণ সহ্য করিল। অপর সিংহটী অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি, কুকুরেরা সম্মুখে আসিবামাত্র কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিল।

সিংহ-যুদ্ধ প্রাচীনকালে এক নিষ্ঠুর আমোদকর ক্রীড়া ছিল। প্রাচীন রোমক সেনাপতি শীলা ১০০, পম্পে ৬০০ এবং সিজার ৪০০ সিংহকে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া হত করেন। রোমক সম্রাট আড্রিয়ান, আণ্টোনাইনস এবং অরিলিয়সও এইরূপ ক্রীড়া দ্বারা মহোৎসব করিতেন। ইহাতে বোধ হয়, পৃথিবীতে এক্ষণকার অপেক্ষা পুরাকালে সিংহের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল।

বচেল নামক এক সাহেব আফ্রিকাখণ্ডে ভ্রমণ করিতে গিয়া একটী সিংহের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে কয়েক জন লোক এবং অনেক গুলি কুকুর ছিল। এক নদীরতীরে সরবনের ধার দিয়া যাইতে২ কুকুরেরা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। অনুসন্ধান করিয়া তথায় সিংহের বাস বোধ হইল। কুকুরদিগকে উত্তেজিত করাতে তাহারা অগ্রসর হইল এবং একটী বৃহদাকার কৃষ্ণকেশর সিংহ ও একটী সিংহী দৃষ্ট হইল। সিংহী চকিতের ন্যায় দেখা দিয়া সরবনের মধ্যে চলিয়া গেল, সিংহ দৃঢ় পদে অগ্রসর হইল এবং এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সিংহ আমাদিগের উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আমরা পিস্তল, বন্দুক তাগ করিয়া ধরিলাম। এমত সময়ে কুকুরেরা সিংহের চারিদিক্ ঘেরিয়া অসমসাহসে ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ আপনার বিক্রমে অটল থাকিয়া তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না। একবার কয়েকটী কুকুর তাহাকে ধরিবার জন্য পদতলের নিকট যেমন গেল, সে কিছুমাত্র না

টলিয়া একবার একটী থাবা নাড়িল এবং তৎক্ষণাৎ দুইটী ডালকুরতা হত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। আমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলাম। একটী গুলিতে তাহার পাঁজরা ভেদ হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি সে পূর্ব্ববৎ স্থির রহিল। সিংহ নিশ্চয়ই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে ভাবিয়া আমরা পুনরায় গুলি ভরিতে ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাহাকে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইলাম। এই সিংহটী অত্যন্ত বৃহৎ জাতীয় এবং একটী বলদের তুল্য। ইহার স্থিরতা, গাম্ভীর্য্য এবং সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলাম।"

আফ্রিকার দক্ষিণাংশে হটেনটটদিগের দেশে সিংহ ও মানুষদিগের দেখা সাক্ষাৎ সচরাচর হইয়া থাকে। একদিন সন্ধ্যাকালে এক জন হটেনটট একটী সিংহ দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রাণ রক্ষার অতি আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিল। সে একটী পর্ব্বত শৃঙ্গের ধারে গিয়া আপনি একটু নিম্নে বসিল এবং মাথার উপরে লাঠিতে করিয়া আপনার জামা ও টুপী সাজাইয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল। সিংহ তাগ করিয়া জামা ও টুপিকে মানুষ ভাবিয়া যেমন লম্ফ প্রদান করিল, অমনি পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইল। মানুষেরা এইরূপ কৌশলে দুর্দ্দান্ত বলবান্ জন্তুকে কত সময় ফাঁকি দেয়।

সিংহের স্মরণ শক্তির অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কয়েক জন নাবিক একটী ধৃত সিংহকে দেখিতে গিয়াছিল। সিংহ এক খণ্ড মাংস খাইতেছিল এবং নিকটবর্ত্তী লোকদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। আগত নাবিকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি যেমন বলিল "ও নিরো! হতভাগ্য নিরো! আমাকে চিন না!" অমনি সে খাদ্য ফেলিয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। নাবিক সিংহের মাথা চাপড়াইতে লাগিল, সিংহ বিড়ালের ন্যায় তাহার হাতে মাথা ঘষিতে লাগিল। দর্শকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত নাবিক বলিল ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে সে এক জাহাজে ঐ সিংহকে আহার দিত।

পারিসের জাতীয় চিত্রশালিকার রক্ষক ফিলিক্স একটী সিংহ ও একটী সিংহী আনিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে ঐ ব্যক্তি পীড়িত হইলে অন্য এক লোকের উপর সিংহদিগের খাওয়াইবার ভার পড়িল। ইহাতে সিংহ সেই অবধি আহার পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানের এক কোণে পড়িয়া থাকিত এবং নূতন লোক আসিলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিত। সে সিংহীর সহবাসেও সুখী হইত না। ফিলিক্স আরোগ্য লাভ করিলে সিংহ তাহাকে দেখিয়া সহস্র প্রকারে হর্ষ চিহ্ন প্রদর্শন করিতে লাগিল। এমন কি সে সিংহীর প্রতি হিংসান্বিত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিত এবং একাকী রক্ষকের স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য বিবাদ করিত।

সিংহদিগের কৃতজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ একটী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। প্রায় ২০০০ বৎসর হইল, রোমের এক শাসনকর্ত্তা আণ্ড্রোক্লিস্ নামক এক ক্রীতদাসকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করাতে সে পলায়ন করিয়া একটী পর্ব্বত গুহার আশ্রয় লয়। সেই গুহা এক সিংহের এবং বৃহদাকার একটী সিংহ তথায় উপস্থিত হইল। আণ্ড্রোক্লিস্ ভয়ে কাঁপিতেছে, কিন্তু সিংহ কিছু না বলিয়া একটী পা তুলিয়া তাহার কাছে ধরিল। দাস তাহাতে কাঁটা ফুটিয়াছে দেখিয়া আস্তে আস্তে বাহির করিয়া দিল। সিংহ অত্যন্ত সুস্থ হইয়া কুকুরের ন্যায় উপকারীর প্রতি প্রভু ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই দাস দেশে ফিরিয়া আসিলে বন্যজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইবে বলিয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইল। সৌভাগ্য ক্রমে উক্ত সিংহ নূতন ধৃত হইয়াছিল, উহারই মুখে সে নিক্ষিপ্ত হইল। সিংহ তাহাকে দেখিয়া আনন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। আণ্ড্রোক্লিস্ ঐ সিংহকে রোমের রাস্তায় রাস্তায় লইয়া বেড়াইয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল।

১৮২৩ খৃ: অব্দে সেনাপতি ওয়াটসন বাঙ্গালার জঙ্গলে এক সিংহ ও সিংহীকে দেখেন। সিংহ গুলিতে হত হয়, সিংহী পলাইয়া যায়। সিংহের গহ্বরে একটী মর্দ্দা ও একটী মেদী শাবক পাওয়া যায়। সেনাপতি ছাগীর স্তন পানে সিংহ-শিশু দ্বয়কে বলিষ্ঠ করিয়া তৎকালের ইংলণ্ডের রাজাকে উপঢৌকন দেন। ইহারা লণ্ডনের দুর্গে রক্ষিত হইয়াছিল।

রাজকুমারের শুভাগমন।

আনন্দে ভাসিল বঙ্গ-ভাসিল ভারত।
জয় বিক্টোরিয়া জয়, ভারতের শুভোদয়,
কুমার অলফ্রেড নাকি হবে সমাগত?
হেরিবারে চন্দ্রানন, রাজ্য ছাড়ি রাজগণ,
আগুসারি মিলে সবে বরযাত্র মত।
কি আনন্দে কলিকাতা ভাসে অবিরত!
কেন পোত সব আজি পতাকা সজ্জিত?
উর্দ্ধশ্বাসে দুঃখী ধনী, মুখে জয় জয় ধ্বনি,
দুর্গের প্রান্তর রাজ জন-কল্লোলিত?
কেন রাজবাটী আজি, সুশোভন সাজ সাজি,
অশ্ব গজ সেনাদলে উৎসব-পূরিত?
আসিতেছে রাজপুত্র ভুবন বিদিত।

ঘন ঘন তোপধ্বনি কেন উভরায়?
অশ্ব পৃষ্ঠে রক্ষী ঘেরা, ছোট বড় সাহেবেরা,
শশব্যস্তে ভাগীরথী তটে কেন ধায়?
আগু পিছু চারিদিক্, করে লোকে থিক থিক,
খেদায় প্রহরী যত গ্রামসিংহ প্রায়?
উপনীত রাজসুত গালেটিয়া নায়।

আসিল অনেক লোক বহু আশা করে,
যাদের সৌভাগ্য ছিল, হেরি আঁখি সফলিল,
নিরাশে দুর্ভাগ্য যত ফিরে যায় ঘরে।
সন্ধ্যা বন্ধ্যা নারী প্রায়, হিংসায় ঢাকিয়া কায়,
বাদ সাধি আঁধারিল রাজপুত্র বরে।
কোথায় ডিউক কাণাকাণি পরস্পরে!

ফিরিল জনের স্রোত এক বেগ টানে,
আশা হর্ষ দুঃখ ভয়, করে নানা ভাবোদয়,
কেহ বলে কেহ শোনে ধায় গৃহপানে।
আলো করি রাজালয়, স্মরি জননীর জয়,
চিরঞ্জীব রাজপুত্র সুখের উদ্যানে।
দুঃখীদের দুঃখে তুমি কাঁদিবে কি প্রাণে?

গৃহ-চিকিৎসা।

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ।

৩। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে তাহাতে বড় গউলে লতার পাতার রস দিয়া ঐ পাতা দিয়া ২।১ দিন বান্ধিয়া রাখিলে পূয রক্ত হয় না, ব্যথা থাকে না এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়। কাটিবা মাত্র যেন ঔষধ দেওয়া হয় এবং কাটা স্থানে যেন কোনমতে জল না লাগে। গ্লাসে কাটা, ছুরিতে কাটা এবং গাড়ী হইতে পড়িয়া কাটা ঘা সকল ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

৪। চিনিও কাটা ঘার এক মহৌষধ, এমন কি বাস ও কুড়ালী দ্বারা বদ্ধ কাটা ঘা তৎক্ষণাৎ ইহা দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া অনায়াসে যুড়িয়া যায়।

৫। আয়াপান বা বিশল্যকরণীর পাতার রসেও কাটা ঘা আরোগ্য হয় এবং ইহা খাইলে রক্তওটা পীড়া ভাল হইয়া যায়।

৬। রক্ত আমাসয়ের ঔষধ। বিশল্যকরণীর পাতা আধ কাচ্চা, বেলশুঁট এক কাচ্চা এবং ডালিম ফলের খোসা এক কাচ্চা, তিন পোয়া জলে সরা ঢাকিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইবে। বয়স অনুসারে ইহা এক ছটাক বা দেড় ছটাক করিয়া প্রতিদিন তিনবার করিয়া ৪।৫ দিন সেবন করিতে হয়।

৭। রক্ত আমাসয় ও উদরাময়ের ঔষধ। শুষ্ক আঁবের কসী অর্থাৎ আঁটীর শাস ২ ভাগ, বেলশুঁট ১, ঈষবগুল আধ, বাওলার-আটা আধ এবং শুঁট সিকি ভাগ লইয়া পৃথক পৃথক্ গুঁড়া করিয়া ও নেকড়া দিয়া ছাঁকিয়া একত্র করিবে। পরে এই সকল মিশাইয়া যত হইবে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মিছরির গুঁড়া মিশাইবে। ইহার আধ কাচ্চা করিয়া ৪ ঘন্টা অন্তর চিবাইয়া বা অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া সেবন করিবে। ৬ বৎসর বয়সের শিশু হইলে ১৫ রতির অধিক দিবে না।

৮। ছোট ছেলেদের পেটের পীড়া হইলে ৩ রতি খয়ের ও ৬রতি খড়ি জলের সঙ্গে গুলিয়া খাওয়াইবে। দিনের মধ্যে এরূপ ৩ বার দিলেই যথেষ্ট।

৯। রক্ত আমাসয় ও রক্তস্রাবের ঔষধ। একদিন পূর্ব্বে একটী পাথর বাটীতে এক ছটাক চিনি আধপোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহাতে তেলাকুচা পাতার এক কাচ্চা রস মিশাইয়া দুইবার করিয়া দুই দিন সেবন করিবে।

১০। রক্তস্রাবের আশু উপকারী আশ্চর্য্য ঔষধ। একটী কাঁচা দেশী ডালিম এক কুঁচ আফিমের সহিত বাটিয়া একবার বা দুইবারে সমুদয় খাইয়া ফেলিলে পীড়া আরোগ্য হয়।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৮ই পৌষ বুধবার সন্ধ্যাকালে রাজকুমার আলফ্রেড কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার উপলক্ষে এক পক্ষ কাল রাজধানীতে যেরূপ সমারোহ হয়, এরূপ কস্মিন্-কালে হয় নাই। বৃহস্পতিবার নগর আলোক-মণ্ডিত এবং গড়ের মাঠে আতোষ বাজী হয়। পরে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ প্রভৃতি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করেন। রাজপুত্রও এক রাত্রে তাঁহার গালেটিয়া জাহাজে প্রধান লোক দিগকে আহ্বান করিয়া আমোদ প্রমোদ করেন। জাহাজে বাষ্পীয় আলোক জ্বালার না কি এই প্রথম দৃষ্টান্ত। অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় ভূপালের বেগম রাজপুত্র দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। রাজপুত্র এদেশীয়দিগের রাজভক্তি এবং মঙ্গলোন্নতির বিষয় মহারাণীকে নিবেদন করিবেন বলিয়াছেন। ইনি এখন উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও বোম্বাই মান্দ্রাজ দেখিয়া হয় কলিতায় ফিরিবেন, নয় ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

২। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেন আগামি ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ইংলণ্ডে যাইবেন। সেখানকার অনেক ধর্ম্ম পরায়ণ স্ত্রীলোক ও বড় বড় সাহেব তাঁহার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন।

৩। আমাদিগের মহারাণীর জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রুসিয়ারাজের পুত্রবধূ সম্প্রতি একটী কাল্পনিক যুদ্ধে একদল অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষতা করাতে সৈন্যগণ তাঁহাকে কর্ণেল উপাধি এবং একখানি তলয়ার ভেট দিয়াছেন।

৪। রায় বেরিলীনগরে একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার দুই মাথা, তিন হাত এবং তিন পা। জন্মিবার অব্যবহিত পরেই ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মাতাও আতঙ্কে মরিয়া যায়।

৬। দরিদ্রবন্ধু জর্জ পিবডি সাহেব মৃত্যুকালে 'দরিদ্রাশ্রয়' নির্ম্মাণার্থ আর ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বশুদ্ধ ২ কোটী টাকা দান করিলেন।

৭। আমেরিকার মিস্ত্রীরা শিল্পকৌশলে ১৭ ঘন্টার মধ্যে ৭০ ফিট প্রশস্ত ও ১০০ ফিট বলিয়াদ পাঁচতালা একটী বাটী নিরাপদে ২০ ফিট সরাইয়া দিয়াছেন।

৮। চত্বারিংশৎ সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ১০ই মাঘ প্রাতে ও ১১ই মাঘ দিবা রাত্রি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি হইবে। ব্রাহ্মিকাদিগের নিমিত্ত পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এবারে দেশীয় বিদেশীয় অনেক ধর্ম্মপরায়ণ বামাগণের সম্মিলনে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা।

বামাগণের রচনা।

হে ভগিনীগণ! আমাদিগের উচিত ফল কামনা রহিত হইয়া কার্য্য করা, যে হেতু আমাদিগের মন অতি দুর্ব্বল সহজেই ক্ষুণ্ণ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তজ্জন্য আমরা যেন সাবধানতা সহকারে ঈশ্বরেতে লক্ষ্য রাখিয়া সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করি।

ভগিনীগণ! যদি কখন কোন প্রকার সৎকর্ম্ম আমাদিগের জীবন হইতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে যেন সেই উপলক্ষে তৎক্ষণে সাধারণ সমক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব এই লালসায় কর্ণকে খাড়া করিয়া না রাখি, এবং আমি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সদৃশ কেহ নয় মনে করিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ না করি: কিম্বা কাহারও প্রমুখাৎ আত্ম প্রশংসা শ্রবণে উৎফুল্ল হইয়া আরও প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইব এই কামনায় তৎসন্নিধানে স্বীয় গুনের পোষকতা না করি অথবা কেবল মনুষ্যের নিকট পুরস্কারের লোভে শুভ কর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী না হই। আমরা সংসারে যে কার্য্য করি তাহা যেন লোকের হিতার্থে ও ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে মনন করিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমরা সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইব ও ঈশ্বরের নিকট একটি পাপাচরণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। এই সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য করাই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি কর্ম্মশীল ঈশ্বর, তিনি প্রতিনিয়ত আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছেন ও করাইতেছেন। অতএব হে ভগিনীগণ যদ্যপি তোমরা উন্নতি পদবীতে পদার্পণ করিতে চাহ, তবে ফল কামনা শূন্য হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুবর্ত্তিনী হও, তিনিই আমাদের জীবনের এক মাত্র উপায় ও তাঁহাতেই আমাদের সমুদায় সুখ দুঃখ বদ্ধ রহিয়াছে এবং আমরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কার্য্য করি তাহাই সুসম্পন্ন হয়। হায়! তবে কেন আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দাম্ভিকা হই ও ঈশ্বরকে একেবারে ভুলিয়া যাই!

আমাদের শত শত সাধু ব্যবহার ও শত শত সাধু কার্য্য করিতেই হইবে ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন করিতেই হইবে, এবং অনন্ত জীবনের অনুসরণ লইতে হইবে, তবে কিসের নিমিত্ত অনিত্য সংসারের মধ্যে মনুষ্যের নিকট সামান্য ফল কামনা করিব?

বামাবোধিনী পত্রিকা।

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৯ সংখ্যা। } ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব।

কেবল স্ত্রীর উপরে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব আছে; আর স্বামীর উপর স্ত্রীর কোন ক্ষমতা নাই একথা কেহ বলিতে পারেন না। স্বামীর গুণে বা দোষে যেমন অনেক পত্নী ভাল বা মন্দ হয়, আবার পত্নী হইতেও অনেক স্বামীর স্বভাব ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার সহস্র প্রমাণ আছে, আমরা স্বচক্ষেও ইহার শত শত উদাহরণ দর্শন করিতেছি। ভারতবর্ষের নারীগণ যে এত হীনবল ও দুরবস্থাপন্ন, অনেক স্থলে স্বামীদের উপরে ইহাদেরও অতুল প্রভাব। শান্ত প্রকৃতি ভার্য্যার গুণে কত পতি শান্তভাবে বহু পরিবারের সহিত কালযাপন করিতেছেন এবং দুরন্ত ভার্য্যার দোষে কত স্বামীও হিংসা দ্বেষ পরায়ণ হইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পিতামাতার সহিত কলহ বিবাদ করিতেছেন ইহা কে না দেখিতে পান? দুঃখের বিষয়, আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের ভীরুতা, স্বার্থপরতা, কুসংস্কার ইত্যাদি দোষে স্বামীদিগের প্রকৃতি দূষিত হইতেছে এবং তাহাতে সমুদায় সমাজের বহুতর অনিষ্ট হইতেছে। বিদ্যাবতী ও সদ্‌গুণান্বিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা যত অধিক হইবে, ততই তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে পরিবার সকল বিশুদ্ধ ও সুখী হইবে এবং সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের নারীগণের বিশেষ রূপে জানা উচিত যে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR

যখন তাঁহারা সমাজের কিছু মধ্যে নয়, এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও স্বামীদিগকে অল্প বা অধিক পরিমাণে বশবর্ত্তী করিতে পারিতেছেন, তখন তাঁহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারিলে স্বামীদিগকে সহজেই পরাজয় করিতে পারিবেন। দয়াময় পরমেশ্বর স্ত্রীদিগকে বাহুবলে শ্রেষ্ঠ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের এরূপ প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন যে তাহা সুমার্জ্জিত হইলে সকলকেই তাহার নিকট পরাভব মানিতে হয়। স্ত্রীর গুণে স্বামী নাস্তিক হইলে আস্তিক, মূর্খ হইলে বিদ্বান, নিষ্ঠুর হইলে দয়ালু, অলস হইলে পরিশ্রমী, নিরুৎসাহ হইলে সাহসী এবং বিলাসী হইলে পরিমিতাচারী হইতে পারেন। এইরূপ জয়েই স্ত্রীজাতির গৌরব, ইহাতেই পরিবারের সুখ এবং সমাজের নিত্য মঙ্গল।

এস্থলে আমরা একটী ফরাসী স্ত্রীলোকের সাধু দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি। ফ্রান্সের ঘোর রাজ্য বিপ্লব সময়ে শত শত পরিবার বিপন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহার মধ্যে এই স্ত্রীলোকটী আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী এবং পাঁচটী সন্তানের সহিত নগর প্রান্তে এক কুটীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পতি পূর্ব্ব ধনসম্পত্তি হারা হইয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন এমন কি অনেক সময় দুঃখের ভাবনায় আত্মহত্যা করিতে যাইতেন। তিনি পতির অস্থির মতি জানিতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যায় ভাবিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পরিবারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ এবং পরিবারের কথা হইলেই তিনি নিরাশ হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মন অভিমানী, প্রতিবাসীদিগের নিকট সাহায্য চাহিতে বলিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইবেন। বিশেষতঃ সাহায্য চাহিলে একবার যদি কেহ অস্বীকার করে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক ক্লেশ হইবে। সান্ত্বনারও কোন পথ ছিল না, আশার কোন কথা কহিলে স্বামী তাহা শুনিতেন না, কেবল ব্যাকুল হইয়া সকলকে তাঁহার সঙ্গে মরিতে অনুনয় করিতেন। এরূপ নিরাশায় চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি নিরাশ হইলেন না। তিনি মনে মনে একটী উপায় স্থির করিলেন এবং স্নেহ ও সাহসপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীকে বলিলেন :—

"এখনও সকল আশা যায় নাই, আমার সুস্থ শরীর এবং পাঁচটী সন্তান আছে। এস আমরা এস্থান পরিত্যাগ করি, এবং যেখানে কেহ আমাদিগকে চিনে না এমন স্থানে যাই। সন্তানেরা তাহাদের পিতার প্রতিপালনের জন্য আমার সহিত পরিশ্রম করিবে। আর যদি পরিশ্রমে সঙ্কুলান না হয় আমি নিজে ভিক্ষা করিয়া আপনার ভরণপোষণ করিব।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া স্বামী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এবং হৃদয়ে যেন সাহস ও গভীর শান্তি অনুভব করিয়া উত্তর করিলেন "আমি তোমাকে ভিখারিণী হইতে দিব না, কিন্তু তুমি যখন আমার নিমিত্ত এত অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারিলে, তখন আমার যে কি করা উপযুক্ত বুঝিতে পারিতেছি।"

তিনি এই কথা বলিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। অবশিষ্ট যে কিছু টাকা কড়ী ছিল তাহা লইয়া সপরিবারে একটী দূরদেশে প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে যেখানে লোকে তাঁহাদিগকে চিনে না, সেইখানে সকলে সামান্য কৃষকের বেশ পরিধান করিলেন এবং এক নগরে গিয়া বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। তথায় ফরাসী একটী গৃহ এবং ক্ষেত্র ভাড়া করিলেন। পশম ও পাট কিনিয়া স্ত্রী ও কন্যাদিগকে শিল্পকার্য্য করিতে দিলেন এবং বালকদিগের সহিত আপনি কৃষিকার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট চলিয়া গেল। পিতা মাতার দৃষ্টান্তে সন্তানেরা উৎসাহিত হইয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অভ্যাস করিতে লাগিল এবং সেই সাধু রমণীর একটী সাহস বাক্য হইতে সমুদায় পরিবার চিরদিন সুখ ও শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিল।

মৃতদিগের বিচার।

মানুষ মরিয়া গেলে যে পরলোকে তাহার পাপ পুণ্যের বিচার হয় এবং পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে, ইহা সকল জাতি স্বীকার করে। কিন্তু প্রাচীন মিসর দেশে ইহলোকেই মৃতদিগের বিচারের একটী আশ্চর্য্য প্রথা ছিল। কোন ব্যক্তি মরিয়া গেলে তাহার পরিবারেরা তাহার শরীর সুগন্ধ দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া সুচিত্রিত দুই তিনটী শবা-

ধারে পূরিত এবং যতক্ষণ কবর এবং অন্ত্যেষ্টি বিক্রয়ার অন্যান্য উদ্‌যোগ না হইত ততক্ষণ গৃহের মধ্যে দেওয়াল ঠেসান দিয়া সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিত। তৎপরে শবাধারটী গাড়ীতে করিয়া নিকটস্থ পবিত্র হ্রদের তীরে নীত হইত। ইতি পূর্ব্বে বিচারকদিগকে সমাচার দেওয়া হইত এবং বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিন সাধারণের নিকটে ঘোষণা করা হইত। পরে ৪২ জন বিচারক আহূত হইয়া হ্রদের তীরে অর্দ্ধগোল আকারে উপবেশন করিলে শব গ্রহণার্থ এক খানি নৌকা আনীত হইত।

নৌকাতে যখন শবাধারটী তুলিবার উদ্যোগ হইত, তখন যে কেহ ইচ্ছা মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিত। তাহার চরিত্র মন্দ ছিল সপ্রমাণ হইলে বিচারকেরা দণ্ডাজ্ঞা দিতেন এবং সেই শবের কবর হইত না। কিন্তু অভিযোগকারী যদি আপনার কথা প্রমাণ করিতে না পারিত, তাহার গুরুতর দণ্ড হইত। যখন কোন নিন্দক উপস্থিত না হইত অথবা নিন্দা-বাক্য অমূলক বলিয়া প্রমাণ হইত, তখন পরিবারস্থ লোকেরা বিলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক গতাসু ব্যক্তির প্রশংসাধ্বনি করিত। মিসরীয়দিগের মতে সকল লোকেই সমান ভদ্রবংশজ, সুতরাং তাহারা তাঁহার বংশমর্য্যাদার উল্লেখ করিত না, কিন্তু তাহার বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া এবং তাহার ধর্ম্মপরায়ণতা ন্যায়পরতা, মিতাচারিতা এবং অন্যান্য গুণের প্রশংসা করিয়া দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিত যে তাহারা তাঁহাকে পুণ্যাত্মাদিগের সহচর করিয়া লউন। সমাগত লোকেরা এই ঘোষণা শুনিয়া জয়ধ্বনি করিত এবং স্বর্গস্থ পুণ্যাত্মাদিগের সহচর বলিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিত। অনন্তর শবাধারটী পারিবারিক শব নিবাসের একটী অংশে নিহিত হইত।

যাহাদের শব নিবাস না থাকিত তাহারা আপনাদিগের গৃহে একটী নূতন স্থান প্রস্তুত করিয়া প্রাচীরে হেলান দিয়া শবাধারটী রাখিয়া দিত। অভিযোগ হেতু অথবা নিজের বা সন্তানগণের ঋণ নিবন্ধন যাহাদিগকে কবর হইতে বঞ্চিত করা হইত, তাহাদিগের মৃত্যু দেহও এইরূপে স্থাপিত হইত। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের পুত্র পৌত্রাদি যদি কেহ ধনবান হইত, মহাজনদিগের ঋণশোধ করিয়া মহোৎসবপূর্ব্বক রক্ষিত শবের সমাধি

ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। মিসর দেশে সমাধিস্থ পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি অসাধারণ ভক্তি প্রকাশ একটী পবিত্র নিয়ম বলিয়া প্রচলিত ছিল। এই জন্য সন্তানেরা ঋণের নিমিত্ত মৃত পিতামাতার দেহ বন্ধক রাখিত; যাহারা তাহা মুক্ত করিতে না পারিত তাহাদিগের ঘোরতর অখ্যাতি হইত এবং মৃত্যুর পরে কবর লাভের অধিকার হইত না। যে পরিবারের কোন ব্যক্তি কবর সৎক্রিয়া হইতে বঞ্চিত হইত, তাহার দুঃখ এবং লজ্জার পরিসীমা থাকিত না।

মৃত ব্যক্তির অপরাধের পরিমাণ অনুসারে তাহার দণ্ডের কাল নির্দ্দিষ্ট হইত এবং যখন তাহার বন্ধুগণের চেষ্টায় ধর্ম্মার্থে অর্থদান ও পুরোহিতদিগের বলবৎ প্রার্থনা দ্বারা ক্রুদ্ধ দেবগণের কোপ শান্তি হইত, তখন দণ্ডের কাল হ্রাস হইত। উত্তরাধিকারীরা এইরূপ উপায়ে মহাজন ও দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিত।

মৃত ব্যক্তিদিগের দোষ ক্ষালন সূচক যে মন্ত্র পাঠ হইত, তাহা সচরাচর তাহার কবরের দ্বারে খোদিত থাকিত; মিসরীয় আইন অনুসারে যে সকল অপরাধ নিষিদ্ধ তাহা এক এক করিয়া পাঠ হইত এবং তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিতে হইত। মৃতের বিচারক যেমন ৪২ জন, মিসর দেশের আইন অনুসারে অপরাধের সংখ্যাও তেমনি ৪২টী নির্দ্দিষ্ট ছিল।

থিব্‌স, মেম্ফিস্ প্রভৃতি এক একটী বৃহৎ নগরের এক একটী হ্রদ ছিল এবং তথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। যে বিভাগে কোন লোক মরিত, সেই বিভাগের হ্রদেই তাহার সৎক্রিয়া করিতে হইত। যখন পুরোহিতেরা নগরান্তরে শব লইয়া যাইবার অনুমতি পত্র দিতেন, তখনও নিজ বিভাগে তাহার বিচার নিয়মের অন্যথা হইত না।

মৃত্যুর পরে কেবল সামান্য লোকেরাই এই প্রকার বিচারাধীন হইত না স্বয়ং রাজার চরিত্রও এইরূপে পরীক্ষিত হইত। যদি কোন ব্যক্তি তাহার অধার্ম্মিকতা কিম্বা অন্যায়াচারিতা সপ্রমাণ করিতে পারিত; তাহাকেও কবর হইতে বঞ্চিত করা হইত। নিয়মিত পরীক্ষা আরম্ভ হইলে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিত। প্রথমে পুরোহিতেরা তাঁহার সমুদায় সৎকার্য্য বর্ণনা করিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেন,

সমাগত সহস্র সহস্র লোক চারিদিক্ বেড়িয়া থাকিত, যথার্থ প্রশংসা হইলে আনন্দপূর্ব্বক প্রতিধ্বনি করিত। আর যদি তাহার জীবন পাপ কিম্বা অন্যায়াচরণে দূষিত হইত, তাহারা উচ্চৈঃস্বর চীৎকার করিয়া অনভিমত প্রকাশ করিত। সাধারণ লোকের আপত্তি হেতু মিসর ভূপতিরা কবর সৎকার পান নাই, তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এই উপকার দর্শিত যে পূর্ব্ব রাজগণের অপমান ও চিরকলঙ্ক স্মরণ করিয়া পরবর্ত্তী রাজারা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণের অনুরাগ ভাজন হইবার চেষ্টা করিতেন।

মিসর দেশে মৃতব্যক্তিদিগের এই প্রকার বিচারের প্রথা থাকাতে সর্ব্ব সাধারণে মনুষ্যদিগের নিকট প্রশংসা পাইবার লোভেই হউক, অথবা দেবগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়েই হউক, সর্ব্বদা ধর্ম্মের পথে থাকিতে চেষ্টা করিত। তাহারা জীবিতাবস্থায় শত শত দুঃখ ক্লেশ অপেক্ষা মৃত্যুর পর দুর্নাম ও অপমান অত্যন্ত কষ্টকর বোধ করিত, সুতরাং এই নিয়মদ্বারা তাহাদের দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

ব্যয়।

১। আয় অপেক্ষা ব্যয় করা কঠিন। আয় পরিশ্রমের ফল, ব্যয় বিবেচনা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। "অর্থ, ব্যয়ের নিমিত্ত বটে, কিন্তু ব্যয় সৎকার্য্য ও সম্মানের জন্য" বেকনের এই কথার অর্থ এই যে ব্যয়ের উপরেই সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ভর করে। মানুষকে আয়ের সময় অত্যন্ত যত্নশীল দেখা যায়, কিন্তু ব্যয়ের সময় কিছুই কুণ্ঠিত দেখা যায় না। কিন্তু যিনি নিয়মিত হইয়া ব্যয় করিতে পারেন তাঁহাকে আয়ের জন্য তত কষ্ট পাইতে হয় না। যিনি ব্যয় সম্বন্ধে নিয়মিত, পরিমিত এবং বিবেচক তাঁহার অন্যান্য বিষয়েও তদ্রূপ অভ্যাস পাইয়া আইসে।—কিছু সঞ্চয় না রাখিয়া ব্যয় করা নির্ব্বোধের কার্য্য। যিনি ইহা না জানেন তিনি সংসার ও পৃথিবী বুঝেন না।—

২। বঙ্গদেশ বদান্যতা-প্রিয়; এজন্য এখানে অতিব্যয়শীলতা তত

দোষের বলিয়া বিবেচিত হয় না। কৃপণতা দোষ এদেশের অত্যন্ত ঘৃণাকর। কিন্তু কার্য্যে দেখা যায়, কৃপণতা অপেক্ষা অতি বদান্যতায় অধিক ক্ষতি হয়। অস্মদ্দেশে যিনি কৃপণ বলিয়া অভিহিত হয়েন, কোন পরিমিত ব্যয়শীল দেশে তিনি একজন বদান্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

৩। বিদেশে গেলে লোকে কৃপণ স্বভাব ঠাহরিয়া না লয় এজন্য প্রথমে একবার বদান্য খ্যাতি ক্রয় করা আবশ্যক। যেহেতু বদান্য ব্যক্তিকে সকলে ভাল বাসে ও তাহার বন্ধু হইতে চায় এবং বিদেশে বান্ধবের সহিত বাস করা নিতান্ত আবশ্যক ও সুখকর। যে সকল ব্যয় নৈমিত্তিক ও এককালীন তাহাতে বদান্য হইবে, কিন্তু যাহা নিত্য ও নিয়মিত তাহাতে যথাসাধ্য পরিমিত হইবে।

৪। যদি সময়ে সময়ে অল্প ব্যয় দ্বারা এক কালের বহু ব্যয় নিবারণ করা যায়, তাহা উচিত। কিন্তু যেখানে অল্প ব্যয় ধর্ত্তব্য হয় না সেখানে তাহা ঘুসের স্বরূপ হইয়া পড়ে। অধিক ব্যয়ের অল্পাংশে সাহায্য করা গ্রাহ্য হয় না; তাহাও ঘুসের স্বরূপ পরিগণিত হয়।

৫। ব্যয় সম্বন্ধে সমাজে তিন প্রকার প্রণালী অবলম্বিত দেখা যায়। কতকগুলি লোক অবস্থার বেশী চালে চলিতে চায়, কতকগুলি লোক অবস্থার অনুযায়ী চলিয়া থাকে, অপর কতিপয় লোক তাহার নীচে থাকে। নিজ অবস্থার বেশী চালে যাহারা চলিতে চায়, তাহারা অধিকাংশ ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যাহারা আশার উপর নির্ভর করে, তাহারা প্রায় ক্ষুধায় শুকাইয়া মরে। ভবিষ্যতে তাহারা যেরূপ হইতে চায়, এখন অবধি তাহারা সেই চালে চলিতে যায়। ভবিষ্যতে যে প্রকার লাভের প্রত্যাশা করে অগ্রেই তাহার কতক অংশের ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এপ্রকার লোকে ব্যবসায় বাণিজ্যে এককালে হত সর্ব্বস্ব না হইলেও ত্বরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। ইহারাই সময়ে সময়ে অতিদানশীলতা দেখাইয়া গাড়ী ঘোড়ার ধূমধামে চারিদিকে ক্ষুদ্র লোকের নিকট খ্যাতি বিস্তার করেন। তাহাদের বাহ্যাড়ম্বরের পরিসীমা নাই। কিছুকাল পরেই দেখা যায় তাহারা অতি সামান্য দীন হীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং একেবারে অধঃপাতে গিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহারা তাহারই, বিত্ত ভোগী হইয়াছিল,

তখন তাহারাই বলিয়া থাকে, আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম ইনি শীঘ্রই অধঃপাতে যাইবেন। ইহারা কিছুদিন থামিয়া চলিতে পারে না। হঠাৎ বড় মানুষ হইলে, কেহ কেহ এক দিনে জীবনের সমুদায় বাসনা পূর্ণ ও চরিতার্থ করিতে চাহে। এরূপ লোকেরও শীঘ্র পতন হয়। যাহারা অবস্থার নীচে থাকে তাহারা নীচ লোক। যাহারা তদনুসারে চলিয়া থাকে তাহারা বুদ্ধিমান। পাছে লোকে কৃপণ বলে, তজ্জন্য অবস্থার উপর চলা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য।

৬। এই প্রসঙ্গের অন্যান্য বিষয় বেকনের সন্দর্ভে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। বামাগণের হস্তে সংসার খরচের ভার প্রায়ই পড়িয়া থাকে এবং এই বিষয়ই তাহাদের বিবেচনা বুদ্ধির একটী প্রধান পরীক্ষা স্থল। কেহ কেহ এমত সিয়ানা আছেন, যে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সম্পন্ন করিয়া দুই পয়সা হাতে জমাইতে পারেন, কেহ কেহ দুই দিনে মুক্ত হস্তে সমুদায় ব্যয় করিয়া বসিয়া থাকেন। আবার অন্যের নিকট তাহাদিগকে অর্থ ভিক্ষা করিতে হয়।

৭। যে সংসারে দাস দাসী ও অধীনস্থ অপর লোকের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়; সেখানে প্রত্যহই খুজরা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা ভাল। ইহাতে দ্রব্য সামগ্রী মহার্য্য কিনিতে হয় বটে কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে, অপচয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িয়া থাকে। কিন্তু গৃহিণী যদি সাবধান হইয়া চলেন, তাহা হইলে এনিয়মের তত আবশ্যকতা নাই।

৮। ধার অপেক্ষা নগদ ব্যয়ে সংসার চালান ভাল। যিনি ধারে চালান, তাহার কখন ঋণ পরিশোধ হয় না; কিছু ঋণ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু নগদ ব্যয়ের লাভ এই ইহাতে অঋণী থাকা যায়। অর্থের অনাটন ওজর মাত্র। এস্থলে ধার করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে দোকানীরা অধিক মূল্য অথবা হিসাবের প্রতারণা করিয়া লইতে পারে না। তৃতীয়তঃ ইহাতে মিতব্যয়িতা অভ্যাস পাইয়া আইসে। নগদ মূল্য বাহির করিতে হইলে অনেক বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু যাহা ঋণ ও অবশ্য দেয়, তাহাতে আর বিবেচনা খাটে না।

৯। সামান্য ব্যয় হইলেও ব্যয় সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম এবং নিয়মিত হিসাব রাখা অত্যন্ত কর্ত্তব্য। হিসাব রাখিতে কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা না রাখিলে মিতব্যয়িতার অভ্যাস ও বিজ্ঞতা জন্মে না, প্রত্যুতঃ বিস্তর ক্ষতি হয় এবং সময়ে সময়ে অধিকতর কষ্টে পড়িতে হয়।

১০। সঞ্চিত মূলধনে শীঘ্র হস্তক্ষেপ করিবে না। হঠাৎ কোন উপরি ব্যয় উপস্থিত হইলে বরং কর্জ্জ করা ভাল, তবু সঞ্চিত অর্থে হাত দেওয়া ভাল নয়। এই ধার ক্রমে ক্রমে শুধিবে। কিন্তু সঞ্চিত ধনে হাত দিলে জানিবে যে সঞ্চয়ের তোমার বন্ধন খুলিয়া গেল। সঞ্চিত ধন ব্যয় করিবার সময় আছে। এবিষয়ের একটী আখ্যায়িকা আছে। কোন গৃহিণীর হাতে কিছু সঞ্চয় গুপ্ত ছিল। তাঁহার স্বামী কন্যাভার দায়ে তাহারই বাটী বন্ধক দিয়া পুত্রীকে পাত্রস্থ করিলেন, তথাপি স্ত্রীলোক টাকা বাহির করিলেন না। পরিণয় কার্য্য সকল সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়া গেলে দিন কয়েক পরে, গৃহিণী নিজবাটী টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে গৃহিণী স্বামীকে উত্তর করিলেন আমি পূর্ব্বে এই জন্য টাকা স্বীকার করি নাঁই যে তখন তাহা বাহির করিয়া দিলে ঐ টাকায় কার্য্যসমাধা হইত না, টাকা এবং বাটী উভয়ই খোয়াইতে হইত। অস্বীকার দোষ ধরিয়া স্বামী পত্নীকে তিরস্কার করিলেন বটে, কিন্তু তাহার চতুরতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

১১। স্বামী অপব্যয়ী ও অমিতচারী হইলে, পত্নীর হাতে ব্যয়ভূষণ ও অর্থ সঞ্চয়ের ভার থাকা উচিত। স্বামীর মনোমত না হইলেও এনিয়ম করা ভাল। ইহাতে সময়ে সময়ে দশ টাকা যোড়ার আস্ত্র খাইতে পাওরা যায় না বটে, কিন্তু নিঃসংশয় প্রতিদিন অন্ন জুটে।

১২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল নহে। দুই চারি টাকার ঋণ হইলে, হাতে অর্থ আসিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট টাকায় সংসার চালাইতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে যদি অকুলান পড়ে, পরে দুই এক টাকার ঋণ করা ভাল। তাহা হইলে

বাজার সম্ভ্রম বজায় থাকিবে, মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইবে, এবং শীঘ্র অঋণী হইতে পারিবে। নচেৎ প্রথমকার সেই দুই চারি টাকার ঋণ বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিছু না হয়, সুদ বাড়িতে পারে। ঋণ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিবে, নতুবা বাহিরে হয় ত বিলক্ষণ সম্ভ্রম আছে, ভিতরে ঋণে ঋণে তোমাকে এতদূর জীর্ণ করিয়াছে যে একদিন হঠাৎ তোমার সমুদায় সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যাইবে এবং তখন সকলের ভুর ভাঙ্গিবে। অধিক টাকার ঋণ হইলে, বেকনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিশোধ করা ভাল অর্থাৎ প্রতি মাসের আয় হইতে কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করিবে। তাহা হইলে তোমার মিতব্যয়িতা অভ্যাস পাইয়া আসিবে, অথচ ঋণ শোধ হইবে, এবং সংসার প্রতিপালনেরও অধিক কষ্ট হইবে না।

১৩। সঞ্চিত ধন নগদ টাকার চেয়ে অন্য রকমে রাখা ভাল। নগদ টাকার কর্পূরের ন্যায় গুণ আছে। যিনি যাহা বলুন আমরা নিজ পরীক্ষায় দেখিয়াছি, স্বর্ণালঙ্কার, কোম্পানির কাগজ, বন্ধকী প্রভৃতি উপায় দ্বারা অর্থ যেমন নিশ্চয় সঞ্চিত থাকে এমত নগদ টাকায় থাকে না। কারণ এরূপ স্থলে ব্যয়ের অনুরোধে আমরা প্রায়ই দশম পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

১৪। যে ব্যয়ে দুদিন দেরি সহে তাহাতে তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সময় এমত দেখা গিয়াছে, দুদিন দেরি করিয়া কোন কোন ব্যয় হইতে মুক্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যয় অনিবার্য্য, এবং যথাসময়ে সম্পন্ন না করিলে মান থাকে না, কেবল অর্থের মায়ায় সে ব্যয় না করা নীচতার কর্ম্ম।

১৫। অর্থ অধিক সঞ্চিত হইলে তাহা কেবল জমাইয়া রাখাতে লাভ নাই। ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ খাটাইয়া লাভ করা উচিত। ইহাতে টাকারও বৃদ্ধি হইবে এবং অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে।

১৬। পরমেশ্বর যাহাকে অধিক অর্থ দেন, তাহার নিকটে সৎকার্য্যের নিমিত্ত অধিক ব্যয়ের প্রত্যাশা করেন। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় দুঃখীর দুঃখ হরণ ও সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্যয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

তাহাতে কুণ্ঠিত হইলে কেবল ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া দুর্নাম হয় না, কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনের ত্রুটি হেতু পাপও হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

(৪র্থ ভাগ ৪৪ পৃষ্ঠার পর)।

স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শক্তি মনুষ্য চরিত্রের উপর বিশেষরূপে কার্য্যকারিণী। জনসমাজের অবস্থা তন্নিমিত্ত স্ত্রীজাতির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক মহত্ত্ব লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের অধিকাংশের মাতার একটী একটী অসাধারণ গুণের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। মাতৃ-প্রকৃতি যে এক আশ্চর্য্য নিগূঢ় শক্তি প্রভাবে সন্তানের হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে পুত্র ও কন্যা সন্তানের চরিত্রগত প্রভেদ দর্শন করিলেই ইহা নিঃসংশয় হইবে। কন্যাদিগের অপেক্ষা পুত্রদিগকে শৈশবাবস্থায় অতি অল্পকাল মাতৃ-তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বিদ্যালয়স্থ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। যে পুত্র যত শীঘ্র এইরূপ শিক্ষক হস্তে ন্যস্ত হয় তাহার উন্নতি সাধনের উপায় তত শীঘ্র অবলম্বিত হইল এইরূপ বিবেচনা করা হয়। শিক্ষকটীর বিদ্যা-বুদ্ধির সুখ্যাতি থাকিলেই তিনি শিশুর শিক্ষাভার গ্রহণে সম্যক উপযুক্ত বোধ করা হয়। সুনীতি শিক্ষা দ্বারা শিশুর চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে তিনি কিরূপ উপযুক্ত তদ্বিষয় বিবেচনার মধ্যেই গ্রহণ করা হয় না। বালক অল্পকালের মধ্যে যদি অনেক গুলি পুস্তকের পাঠ সম্পন্ন করিতে পারে তাহা হইলে শিক্ষকের উপযুক্ততা বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। শিশু একটী কর্কশ কথা বলিল কিম্বা ভগ্নীদিগের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিল, তাহা শিক্ষা-দোষের কোন লক্ষণ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কারণ পিতামাতার এইরূপ সংস্কার যে পুত্র সন্তানের ঐরূপ ব্যবহার দূষণীয় নয়। কিন্তু কন্যার যদি সেরূপ কোন অশিষ্ট

আচরণ মাতা দেখিতে পান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধনে তিনি তৎপর হন। কন্যা কিছু লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও যে মাতার নিকট তাহার চরিত্র সম্বন্ধীয় কোন দোষ পুত্রের দোষের ন্যায় উপেক্ষনীয় হয় তাহা নহে, প্রত্যুতঃ তদবস্থায় তাহার সেরূপ দোষ আরো অধিকতর ঘৃণাকর বোধ করা হয়। কন্যাকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিতে হইলে পিতামাতা অগ্রে শিক্ষকের স্বভাব কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। শিক্ষকের সমধিক বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক না হইলে তাঁহার হস্তে তাঁহার কন্যাকে অর্পণ করিতে চাহেন না। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এই কুরীতি এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে এমন বিদ্যালয় অতি দুর্লভ যাহাতে ছাত্রগণের জ্ঞানোন্নতি বিধান একমাত্র প্রধান লক্ষ্য না হইয়া ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার প্রতি যথোচিত যত্ন প্রদর্শিত হয়।

যাঁহারা পুত্রদিগের সুনীতি শিক্ষার প্রতি নিতান্ত ঔদাসিন্য প্রকাশ করা অনুচিত জ্ঞান করেন, তাঁহারাও যথোচিতরূপে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করেন তাহা নহে। মানসিক যে সকল অপ্রকাশ্য ক্ষুদ্র দোষ জনসমাজে পুত্রের মান প্রতিপত্তি লাভের কোন বিঘ্ন করিতে পারে না। কিন্তু তাহার আত্মার শান্তি ও পবিত্রার ব্যাঘাত করে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগ করা তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন না।

ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতির প্রকৃতিতে পাপ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইবার এবং তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার যদি কোন বিশেষ স্বতন্ত্র শক্তি প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগের বাল্যকালের অভ্যস্ত দুর্নীতি ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ও উন্নতির প্রতিবন্ধক না হইত তাহা হইলে এইরূপ আচরন কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারিত।

শৈশবকালে পুত্রদিগের শুদ্ধ জ্ঞানোন্নতির প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া অপরাপার মনোবৃত্তির যথাবিধি পরিচালনায় উপেক্ষা ও অমনোযোগ প্রকাশ করায় তাহারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই সকল অসংযত মনোবৃত্তির সহিত সংসার পথে পদার্পন করে তখন যে তাহাদিগের দ্বারা

পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি লাভের আশা অতি অল্পই থাকে তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ সেই সকল চঞ্চলপ্রকৃতি পুরুষ নানা কারণে সংসার সুখের বিষম শত্রু হইয়া দুঃখ ও দুর্দ্দশার একমাত্র হেতু হইয়া উঠে এবং আপনার ও অন্যের অকল্যাণ সাধন করে।

স্ত্রীর পক্ষে যে কার্য্য গুরু পাপ জ্ঞান করা হয়, পুরুষের পক্ষে সে কার্য্য সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য, এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কার নিবন্ধন পুত্র ও কন্যার মধ্যে এরূপ শিক্ষাপ্রণালীর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পুত্রী জন-সমাজে চিরকলঙ্কিত দুরপনেয় অপরাধে অপরাধী হয়েন, নিয়ত সেই ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও পুত্র তথাপি "ভদ্র আখ্যা-ধারী" হইয়া সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিয়াও যে অনেক বিষয়ে পুরুষদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে তাহাদিগের মানসিক শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি সকল পুরুষদিগের ন্যায় কুশিক্ষা দ্বারা সহসা বিকৃত হইতে পায় না। মাতৃ-প্রকৃতির স্বাভাবিক পালনী শক্তিতে তাহা যথাবিধি অনুসারে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কারণে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও ভ্রাতাদিগকে ধর্ম্মপথে ভগ্নীদিগের অপেক্ষা এত পশ্চাৎবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশবাবস্থা হইতে যে স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির অবিশ্রাম দাসত্ব করা হইয়াছে, তাহারা এক্ষণে হৃদয় রাজ্যকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া নিয়ত আধিপত্য প্রচার করিতেছে, তজ্জন্য ভ্রাতাদিগের হৃদয় ধর্ম্ম সাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া আছে।

বাল্যকালে যে দোষ অল্প আয়াসে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, পশ্চাৎ তাহা পরিত্যাগ করা বহু কষ্টসাধ্য হয়।

ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক আভ্যন্তরিক তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি রূপ শত্রুদিগকে পরাভূত করিতে না পারিলে বাল্যাভ্যস্ত পাপ সকল হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ ডাক্তার জনসন বলিয়াছেন যে ব্যক্তি অগ্রে সংখ্যা-রাশি গুলি শিক্ষা করে নাই, তাহার পক্ষে গণনা শিক্ষা যেমন সম্ভব, যে শিশু বাল্যাবস্থায় মাতার নিকট ধর্ম্মের ভাব কিছু শিক্ষা না পাইয়াছে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের পথে পদার্পণ করাও সেইরূপ সম্ভব। ইহা মাতৃ শক্তির এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে যে, যাঁহারা বহুকাল ভ্রম ও অসত্যের পথে থাকিয়া পুনরায় সত্যের ও ধর্ম্মের পথে আসিয়াছে তাঁহারা অনেকেই বলেন মাতার প্রদত্ত বাল্যোপদেশ তাঁহারা একেবারে কখনই হৃদয় হইতে দূর করিতে পারেন নাই। অতএব যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কন্যার ন্যায় পুত্রেরও শিক্ষাভার মাতার হস্তে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

অস্থায়ী বাত্যা।

যে সমুদায় বাত্যার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে অথবা যাহা হঠাৎ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অস্থায়ী বাত্যা বলে। ইহাদের কি দিক, কি সময়, কি স্থায়িত্বকাল, কি বেগ কিছুই নিয়মিত নাই। ইহার হেতু এই, ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ নিরূপিত নাই। বিভিন্ন প্রকার এবং আকস্মিক কারণ হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়। কোন প্রকারে বায়ুমণ্ডলের নৈসর্গ্য সংঘটিত হইলেই ইহার উৎপত্তি হয়। স্থান বিশেষে বৃষ্টি কিম্বা মেঘের আধিক্য হইলে বায়ুর নৈসর্গ্য ঘটিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন তাড়িত পদার্থই বায়ুমণ্ডলের সমতা বিনষ্ট করিবার প্রধান কারণ, এজন্য তাড়িতকেই অস্থায়ী বাত্যার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। অপর কতিপয় পণ্ডিত ঋতু পরিবর্ত্তনকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উত্তর-আফ্রিকা, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, সাইবিরিয়া, আরব এবং মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশে এই সকল বাত্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলি বাত্যা শীতল, অপর কতকগুলি উষ্ণ।

ইউরোপের দক্ষিণে যে উত্তর-বায়ু বহে তাহা অত্যন্ত শীতল ও তীক্ষ্ণ। অষ্ট্রিয়া, ডেলমেসিয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণ ফ্রান্স, এবং স্পেন দেশে কখন কখন ভয়ানক হিম-বায়ু বহিয়া থাকে। বৃহৎ বৃহৎ বালুকাময় প্রান্তরের সন্নিকটস্থ দেশেই উষ্ণ বাত্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এজন্য আফ্রিকা ও আসিয়া খণ্ডে ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা অত্যন্ত মারীজনক ও অনিষ্টকারী। ইহাদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বাত্যা প্রধান।

সাইমুম এবং স্যামেল। আফ্রিকা এবং আরবের উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে ইহাদিগের প্রাদুর্ভাব। ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও মারী-জনক। যে স্থান দিয়া বহিয়া যায় তথাকার এক প্রাণীমাত্র জীবিত থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহারা আসিবার পূর্ব্বে উষ্ট্রগণ অনেক দূর হইতেই কেমন অদ্ভুত সংস্কার প্রভাবে জানিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ ইঠাৎ প্রান্তর মধ্যে বসিয়া পড়ে। যখন, উহারা বহিয়া যায় উষ্ট্রগণ নিম্নতলস্থ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া যথাকষ্টে জীবন রক্ষা করে। আরোহীরা একেবারে ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করে। বাত্যা প্রবল ঝটিকা বেগে পলকমাত্রে চলিয়া যায়। স্যাহেল, বোগ্দাদের প্রান্তরেও দৃষ্ট হয়।

সিরক্কো। এই বাত্যা ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে, স্পেন, ইটালী ও সিসিলী দ্বীপে বহিয়া থাকে। আফ্রিকার মরুভূমি হইতে উত্থিত হইয়া কখন কিয়দ্দণ্ড কখন বা দুই তিন দিন ধরিয়া বহিতে থাকে। ইহা এরূপ ভয়ানক যে ইহার স্পর্শে সমুদায় উদ্ভিদ শুষ্ক হয়, পশু পক্ষিগণ বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ পতিত হয় এবং মানব দেহ অকস্মাৎ বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

হারমাটান। আফ্রিকাস্থ সাহারা নামক প্রকাণ্ড বালুকারণ্য হইতে উত্থিত হইয়া এই বাত্যা বরাবর আটলান্টিক সমুদ্রের দিকে বহিয়া থাকে। এই বাত্যার এরূপ ভীষণ উত্তাপ, যে ইহা গাত্রে স্পর্শ করিলে কখন কখন নিগ্রোদিগের দেহ চর্ম্মও একেবারে ফোস্কা হইয়া উঠে। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা স্বাস্থ্যকরও হইয়া থাকে। কোন কোন রোগ

ইহার স্পর্শে একেবারে তিরোহিত হয়, অপর কতক গুলির দমন হইয়া যায়।

চিত্তবিনোদিনী।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রজনীর বৃদ্ধির সহিত ইউরোপীয়গণের সাহসও বৃদ্ধি হইল। ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে সেই নৃশংস ব্যাপারের ভয়ানক চিহ্ন প্রকাশিত হইল। কোন স্থানে ছিন্ন হস্ত পদ ও মস্তকাদি কোন স্থানে রক্তাক্ত কবন্ধ দেহ দর্শকের মনে ভয় সঞ্চার করিল, কোন স্থলে অর্দ্ধকৃত শিশু তন্মাতার দৃষ্টপথে নিপতিত হইয়া হতভাগ্য জননীর হৃদয় একবারে বিদীর্ণ করিল, সাহসী ইউরোপীয়গণ যাঁহারা ভারতবর্ষে কোন ভয়ের কারণ কখন দেখেন নাই, এক্ষণে ভয়ে অভিভূত। ইউরোপীয় বিলাসিনীগণ কেহ পুত্রশোকে, কেহ স্বামীশোকে, কেহ বা মনোমত দ্রব্যাদি নাশে অধীরা হইলেন। মীরট শ্মশান তুল্য শোচনীয় স্থল হইয়া উঠিল! "সিংহী" আর 'মেষ পালনের মধ্যে নির্ভয়ে থাকিতে পারে না!

ইউরোপীয় পুরুষগণ স্বীয় স্বভাব গুণে শোককে অবিলম্বে ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় পরিণত করিলেন। বিদ্রোহীদিগের কাহাকেও না পাইয়া, এক মাত্র হতভাগ্য চাকর প্রতি বৈরনির্য্যাতনে ধাবিত হইলেন। গৃহমধ্যে আবদ্ধ না থাকিলে ক্ষিপ্তপ্রায় সাহেবেরা তাঁহাকে সে রজনীতে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত, বোধ হয়। সেনাপতি হেভিস্ এখনও নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার মতে তৎকালে আত্মরক্ষায় সম্যক্ ব্যস্ত থাকা উচিত। বৈরনির্য্যাতনের সময় এখনও অনেক দূর। বৃদ্ধ সেনাপতির সহিষ্ণুতা সাহেবগণকে ক্ষান্ত রাখিতে পারে না। অবশেষে "কল্য প্রাতেই চাকর দণ্ড হইবেক" এই আশ্বাস পাইয়া ক্রুদ্ধ আততায়ীরা কথঞ্চিৎ ক্ষান্ত রহিলেন।

অনতিবিলম্বে বিবি রেমণ্ড চাকর দুর্দ্দশা শ্রবণে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু রক্ষকগণ তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিল, যেহেতু

দুষ্টের সম্মুখে গমন নিতান্ত অবিহিত। চাকুকে তাহারা ভয়ানক হিংস্র জন্তুর ন্যায় ঘৃণ্য ও অপহার্য্য জ্ঞান করিতেছিল। বিবি কাহারও কথা না শুনিয়া রক্ষদ্বার হইতে চাকুর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে রেমণ্ড সাহেব উপস্থিত হইলেন। তিনি চাকুকে বিস্তর গালি দিয়া বিবিকে ঐ বিশ্বাসঘাতকের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেন। বিবি কহিলেন "ভয় কি? চাকু আমায় কি করিবে?" সাহেব উত্তর দিলেন "যে ব্যক্তি তাবৎ ইউরোপীয়ের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত, সে তোমার কি করিবে? তোমারও প্রাণনাশ করিতে পারে।" বিবি হাসিয়া কহিলেন "তোমার ভয় হইয়া থাকে আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।" উহাতে সাহেব বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

তখন বিবি চাকর বৃত্তান্ত শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন। চাকর প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হয় না। যাহা হউক নির্দ্দোষী অবিলম্বে ঈশ্বর কৃপায় তাবৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবেক বিবির ইহা দৃঢ় নিশ্চয় ছিল। আর তাঁহারই সাক্ষ্যে যে চাকুর মোচন হইবেক ইহাও মনে করিতেছিলেন। ক্রমে এমিও হেলেনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে চাকু একে একে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন। বিবি এতক্ষণ আশা করিতেছিলেন যে কন্যাদ্বয় গোরা ছাউনির কোন স্থলে আছে, এক্ষণে তাহাদের সেই শোচনীয় ঘৃণ্য অবস্থা শ্রবণে একেবারে হতাশা হইয়া যেমন একটি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইবেন, অমনি তাঁহার মস্তক গবাক্ষের লৌহরেলে সজোরে নিপতিত হইল এবং বিলক্ষণ আহত হইল। চীৎকার শুনিয়া রক্ষকগণ ও রেমণ্ড সাহেব নিশ্চয় বুঝিলেন দুরাত্মা বন্দী হতভাগ্য বিবির প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছে। আসিয়া দেখিলেন বিবি রেমণ্ড অচেতন এবং মস্তকে বিলক্ষণ আঘাতের চিহ্ন!

ক্রমে চাকুর কারাগৃহের সম্মুখে অগণ্য সাহেবের আগমন হইল। এবার চাকুর প্রাণ রক্ষা হওয়া সুকঠিন। এই গোলমাল শ্রবণে সেনাপতিও উপস্থিত হইলেন। আর তিনি সকলের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ চাকুর বিচার আরম্ভ হইল। এরূপ উত্তপ্ত সময়ে দোষাদোষ বিচার প্রত্যাশা করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বিজয় সিংহ,

রেমণ্ড সাহেব ও রক্ষকগণের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল চারু বিদ্রোহ দোষে দূষিত এবং বিবি রেমণ্ডের প্রাণ বধোদ্যোগী। বন্দীর উত্তর শুনিবার অবকাশ নাই—প্রয়োজনও নাই। প্রত্যুত বন্দীর নিকট হইতে সিপাহী প্রদত্ত দিল্লী যাত্রার অনুমতি পত্র প্রকাশ হইল। অমনি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রজনী শেষ হইতে না হইতেই মীরট যে চারু শূন্য হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। হায়, মনুষ্যের কি অদূর দৃষ্টি! বিবি রেমণ্ড মনে করিয়াছিলেন তাঁহারই অনুরোধে চারুর মুক্তি হইবে, এক্ষণে তাঁহারই জন্য চারুর প্রাণদণ্ড হইল। বিবি অচেতন, এসব বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না।

সংসারের এইরূপ বিপরীত বিচার! কখন কখন দুষ্টের জয় ও শিষ্টের পরাজয় হয়। বিজয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এবং হতভাগ্য চারুর নির্দ্দোষিতা কাহারও নিকট প্রকাশ হইল না।

নূতন সংবাদ।

১। বাবু কেশব চন্দ্র সেনের বিলাত গমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তথাকার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবি তাঁহাকে উৎসাহকর পত্র সকল লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্লিপটন নামক স্থান হইতে একটী খ্রীষ্টান রমণী এইরূপ লিখিয়াছেন। "আপনার এখানে আসিবার সঙ্কল্প শুনিয়া আমি অত্যন্ত উপকার প্রত্যাশা করিতেছি। ইহাতে ইংলণ্ডস্থ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকে ভারতবাসীদিগের অভাব সকল এবং তাহাদিগের মনের ভাব জানিবার উত্তম সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। ইংরাজেরা অভাব ও অবস্থা অবগত নয় বলিয়াই তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ঔদাস্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বৃত্তান্ত সকল জ্ঞাত হইলে তাঁহারা বিদেশী লোকদিগের প্রতি বিলক্ষণ সহৃদয়তা প্রকাশ করিবেন। ভারতবর্ষের যে সকল বিষয়ে ইংরাজেরা শত শত পুস্তক ও বক্তৃতা দ্বারা যেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন, একজন বুদ্ধিমান সদ্বক্তা ভারতবাসী এখানে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়

বলিলে তদপেক্ষা অনেক গুণে সুফল লাভ করিতে পারিবেন। অতএব আমি বিশ্বাস করিতেছি ঈশ্বর প্রসাদে আপনার আগমন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় হইবে। এইরূপে রাজ্য বিষয়ক ও সামাজিক ভাবে দেখিলে আপনি ঈশ্বর ইচ্ছায় এখানে নিরাপদে উপনীত হইয়া এবং সচ্ছন্দচিত্তে ও সুস্থ শরীরে থাকিয়া এখানকার প্রধান২ নগরে যদি বক্তৃতা করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার দ্বারা অনেক উপকার হইবে।

২। গত ২১এ পৌষ মুঙ্গেরে একটী উন্নত ও বিশুদ্ধ ভাবে ব্রাহ্ম-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীটী শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী শান্তিপুর নিবাসী শ্রীকিশোরী লাল মৈত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা। ইনি শৈশবাবধি পিতার যত্নে বিশুদ্ধ প্রণালীক্রমে প্রতিপালিত এবং বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ইংরাজী, বাঙ্গালা, শিল্পকার্য্য এবং ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিয়া ও বিবাহের উপযুক্ত চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। পাত্রটী হুগলী নিবাসী শ্রীযুত বাবু বিহারী লাল ঘোষ। ইনি কায়স্থ; কন্যাটী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত।

৩। ঢাকা প্রকাশ পাঠে জানা গেল, ১৫ মাঘ বরিশালে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুত বাবু স্বরূপ চন্দ্র দাস, বয়ক্রম ২৯ বৎসর, নিবাস বিক্রমপুর মধ্যপাড়া। পাত্রীর নাম শ্রীমতী অন্নদায়ী দেবী, বয়ক্রম ২৪।২৮ বৎসর, নিবাস বরিশালের অন্তর্গত গোরনদী ষ্টেশনের অন্তঃপাতী শোলক।

৪। ভুপালের বেগম নিরাশ্রয়া স্ত্রীদিগের সাহায্যার্থে দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীশিক্ষার ফল।

অজ্ঞান শৃঙ্খল পাশে বদ্ধ বামাগণ;
জ্ঞান লাভে সে বন্ধন করহ ছেদন।

নিয়োজিত কর মন বিদ্যাধন আশে,
নিষ্কৃতি পাইবে যাহে কুসংস্কার পাশে।
তোমাদের কাছে থাকি ভারত কুমার,
শিক্ষা পাবে অবিরত বিবিধ প্রকার।
বাল্যকালে শিশুগণ মাতার যতনে,
পালিত হয়েন তাঁর সস্নেহ নয়নে।
সেই যে সুহৃদ্ মাতা হইলে শিক্ষিত,
পুত্রের কোমল মন করেন বিনীত।
উন্নতি সাধয়ে পুত্র নিকটে থাকিয়া,
নাশয়ে কু আশাগণ জ্ঞানালোক দিয়া।
শিক্ষা কার্য্যে বামাগণ পরিণতা হলে,
শুভকর ফলচয় অবিরত ফলে।
কুসংস্কার পাশে বদ্ধ ভারতের বালা,
সহিতে না হবে আর এই সব জ্বালা।
বৃথা কার্য্যে ব্যস্ত হয়ে কাটে বাল্যকাল,
অবিদ্যা রাক্ষসী গ্রাসে হইয়ে করাল।
শিক্ষা তরবারী লয়ে ছেদহ রাক্ষসী,
সুকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে নাশ মনমসী।
পিটুলি চিত্রিত করি ভূতলে রাখিয়া,
অর্চ্চন করহ তাহা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
সে কার্য্যে কি ফল বল বৃথা দিনপাত?
চক্ষু নাহি মিলে যথা জগতের নাথ।
জ্ঞান রজ্জু সংযোজিত করিলে হৃদয়ে,
বধিতে পারিবে দুষ্ট মোহ দুরাশয়ে।
অজ্ঞান প্রভাবে নারী পশুর আকার,
মজিয়াছে মজায়েছে কত পরিবার।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮০ সংখ্যা। চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৬। ৫ম ভাগ।

বামাবোধিনীর আত্মবিবরণ।

প্রায় ৭ বৎসর হইতে চলিল, করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে এই বামাবোধিনীর যখন প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন আমরা ইহার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছিলাম "এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুরই প্রত্যাশা করি না, কর্ত্তব্য সাধনই আমাদিগের উদ্দেশ্য।" এদেশীয় বামাগণ যাহাতে বিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহ পান, অল্প সময়ে অল্প আয়াসে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত করিয়া আপনাদিগের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করেন এইরূপ কোন উপায়ের নিতান্ত অভাব বোধ হইয়াছিল এবং "শুভকার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল" এই ভাবিয়া আমরা পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক কারণ আমরা কোন বৃহৎ কার্য্য দেখাইব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। প্রত্যুত আমাদিগের যে সামান্য লক্ষ্য, তাহাও সম্যক্ সাধন করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। তবে আমাদিগের সান্ত্বনার বিষয় এই

যে আমাদিগের বিবিধ ত্রুটী সত্ত্বেও বামাবোধিনী দ্বারা আশাতীত ফল লাভ দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেছি। 'ঈশ্বর সামান্য যন্ত্র দ্বারা যে মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লয়েন' ইহা কেবল তাহারই একটী উজ্জ্বল উদাহরণ। বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী হউন্ অনেকের যে ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের যথেষ্ট পুরস্কার।

এক্ষণে বামাবোধিনীকে দীর্ঘজীবিনী দেখিতে যদি অনেকের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপায় চিন্তা করাও আবশ্যক হইতেছে। আমরা বার বার বলিয়াছি আবারও বলিতে হইল যে বামাবোধিনীর যে আয়, তাহাতে ইহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না এবং এরূপ করিয়া ইহার অধিক কাল কাটান কঠিন হইবে। ইহার মূল্য আমরা এই আশায় যৎসামান্য করিয়াছিলাম যে গ্রাহক সংখ্যা দ্বারা তাহার অভাব পূরণ হইবে। কিন্তু এতদিনের পরীক্ষায় সে আশায় আর আমরা প্রতারিত হইতে পারি না। অনেক গ্রাহক মহাশয়ের অস্নেহ ব্যবহারে বামাবোধিনীকে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য মধ্যে ইহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে এতদিন ইহার জীবিত থাকিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু হিতৈষী বন্ধুগণকে নমস্কার, যে তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্যে ইহার একটী মহৎ ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে ইহা অধিক দিন বাঁচিবে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আমরা গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা বামাবোধিনীকে স্থায়ী করিবার অনুরোধে এবারটী আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আগামী বর্ষ হইতে বামাবোধিনীর বার্ষিক মূল্য একটী টাকা করিয়া অধিক দিতে হইবে, তাহা হইলে ইহা আর এক ফরমা কলেবর বৃদ্ধির সহিত সচ্ছলে বাহির হইতে পারে। আমরা ইহার অন্তর ও বাহিরের যে কিছু শোভাবর্দ্ধন করিতে পারি, তাহার শিথিলতা করিব না। আয়ের অসচ্ছলতা নিবন্ধন আমরা অনেক বিষয়ে ইহার উন্নতির ইচ্ছা করিয়াও সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না, এক্ষণে তাহার সুবিধা হইতে পারিবে এবং ইহার বিতরণাদি বিষয়ে যে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে তাহাও সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইতে পারিবে। ফলতঃ গ্রাহকগণ মনে রাখিবেন ইহার যে কিছু অর্থের সচ্ছলতা হইবে, তাহা ইহার হিতার্থেই নিয়োজিত হইবে এবং আমরা অনেক বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবিত মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধিত হইয়াছি।

অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উৎসাহ দান জন্য আমরা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। এ কার্য্যটী যেমন উপকারী সেইরূপ কঠিন। ইহা আমরা নিজে ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন করিতে পারি না, ইহার জন্য আমাদিগকে পদে পদে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা পরীক্ষার পুস্তক সকল নির্ব্বাচন করিতে পারি, শিক্ষার উপায় কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিতে পারি, পাঠোন্নতির বিবরণ চাহিতে পারি, পরীক্ষার প্রশ্ন দিতে পারি এবং পারিতোষিক দানেরও সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারি। এই সকল বাহিরের উপায় আমাদিগের হাতে আছে কিন্তু এ সকল দ্বারা অপরে কে কতদূর উপকার গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহারা নিজেই বলিতে পারেন। যাঁহারা আমাদিগের সহিত উদ্দেশ্য বিষয়ে একমত হন এবং আপনা আপনি যত্নশীল হইয়া ইহা সম্পন্ন করিতে চাহেন তাঁহাদিগের মধ্যেই এই নিয়ম কার্য্যকর হইতে দেখা যায়। সুতরাং আমাদিগের এই অন্তঃপুর পরীক্ষার সীমা যে অল্পপরিমিত, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা যতদূর প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়াছি, তাহাতে ইহা দ্বারা এই সীমার মধ্যে মহোপকার সম্পন্ন হইয়াছে এবং সেই আশায় ইহাকে চিরস্থায়ী করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এক্ষণে বৎসর শেষ হইয়াছে, চৈত্রের শেষ সপ্তাহে প্রশ্ন সকল প্রদত্ত হইবে। আমরা কতকগুলি পাঠিকার নিকট হইতে পাঠ বিবরণ পাইয়াছি এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি পারিতোষিকের জন্য কিছু কিছু দান করিতেছেন এবং করিতে প্রস্তুত আছেন। অবশিষ্ট পরীক্ষার্থিনীগণ যতদূর প্রস্তুত হইতে পারিয়াছেন, তাহার বিবরণ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যাহাতে আমাদিগের হস্তগত হয় এরূপ করিবেন। যে সকল বন্ধু এবিষয়ের উৎসাহদাতা, তাঁহারাও

এবিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আমরা আগামী বর্ষ হইতে এই পরীক্ষার একটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

পুরাতন বর্ষের বিদায় গ্রহণ।

দেখ, দেখিতে দেখিতে আমি চলিয়া গেলাম। আমি কোথা হইতে আসিয়াছিলাম, আর কোথায় চলিলাম কেহ কি বলিতে পার? দেখ আমার নিজের দাঁড়াইবার সাধ্য নাই, আর আমার দেখা পাইবে না—গুটিকত কথা বলিয়া যাই পৃথিবীর নর নারীগণ শ্রবণ কর।

আমি এক বৎসরের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, তোমাদিগের প্রহরী ও সেবক হইয়া যত্নের সহিত তোমাদিগের সেবা করিয়াছি। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস আমার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং আমি তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য দিবাকালে সূর্য্যের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছি এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাতে জগৎকে ভাসাইয়াছি। বায়ু প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাদিগের অঙ্গে চামর ব্যজন করিয়াছি এবং বৃষ্টি ধারাপাত করিয়া ধরাতলকে স্নিগ্ধ করিয়াছি। আমি তোমাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস গণনা করিয়াছি এবং প্রত্যেকের ক্ষুধার সময় আহার, তৃষ্ণার সময় জল, ক্লান্তির সময় বিশ্রাম, রোগের সময় ঔষধ, শোকের সময় সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছি। এই সকল এবং আরও কত অসংখ্য উপকার তোমাদিগের উপর বর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু এ সকলের বিষয় তোমরা কি কোন দিন স্মরণ করিয়াছ? আমি তোমাদিগের অনন্ত করুণার সাগর স্বর্গীয় পিতার অজস্র দান তোমাদিগকে দিতে আসিয়াছিলাম দিয়া গেলাম, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে বিস্মৃত হইওনা।

আমি তোমাদিগের সহিত প্রথম যে দিন সাক্ষাৎ করি, মনে করিয়া দেখ সেই একদিন আর এই একদিন। অনেকে হাসিতেছিলে কাঁদিতেছ, অনেকে কাঁদিতেছিলে হাসিতেছ। আমার অদ্ভুত কার্য্য—যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাব নাই, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। অনেক নির্দ্ধনকে ধনী,

হীনকে উচ্চ, দুঃখীকে সুখী করিয়াছি; আবার ধনী মানী ও সুখীদিগকে দরিদ্র, হতমান ও বিপন্ন করিয়াছি। কত মাতার ক্রোড়শূন্য, কত রমণীর বৈধব্য সংঘটন, কত বন্ধুর বিচ্ছেদ আমা হইতে ঘটিয়াছে এবং আমিই আবার কত জনকে নব নব স্নেহ ও প্রণয় সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিয়াছি। এ সকলের জন্য কাহার নিকটে নিন্দার ভয়, কি প্রশংসার আশা রাখি না। আমি একজনের কল্যাণকর আদেশে এসকল সংঘটন করিয়াছি এবং কিছুতেই ভাল বই অণুমাত্র মন্দ করি নাই যখন জ্ঞানোদয় হইবে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ সকল হইতে সংসারের অনিত্যতা ও বিপর্য্যয় কি কিছু বুঝিতে পারিতেছ? নিত্য ধন কোথায়, শান্তি কোথায়, তত্ত্ব করিতে পারিতেছ? আমার আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। আমি অনেককে সুখের স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া নির্যাতন করিয়াছি, অনেককে দুঃখের তীব্র ঔষধ দিয়া শান্তি ও স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছি! যদি বুঝিতে চাও তবে সুখ দুঃখ কেবল কথার কথা মাত্র, প্রকৃত সুখ দুঃখ অল্প লোক চিনিতে পারিয়াছে।

এখন বাহিরের কথা ছাড়িয়া দি, আর আমার বিলম্ব করিবার সময় নাই। সকলকে এক একবার জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করি। পৃথিবীতে যে এতদিন জন্মিয়াছ, কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ন্যায় তোমাদিগকেও এখান হইতে বিদায় লইবার জন্য ত্বরান্বিত হইতে হইবে, এখন সম্বল কি করিতে পারিয়াছ? আমি তোমাদিগকে অনেক অবসর দিয়াছি, সুখে দুঃখে নানা উপায়ে তোমাদিগকে সচেতন করিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি এবং যত প্রকার সুযোগ সাহায্য করিতে হয় করিয়াছি এখন বল তোমাদিগের পিতার নিকটে কাহার কি বার্ত্তা লইয়া যাইব? তোমরা কি পিতার এত করুণা বিফল করিয়াছ, আমার এত শ্রম পণ্ড করিয়াছ, সময় অমূল্য ধন হেলায় হারাইয়াছ এই সমাচার লইয়া তোমাদিগের নিকট হইতে দুঃখের সহিত বিদায় লইব? না তোমাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মধনে ধনী দেখিয়া সুখী হইয়া যাইব? আমি সংবৎসর কাল তোমাদিগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম, যাহার যত সেবা করিবার করিলাম যাহার নিকট যে ফল পাইবার তাহাও পাইলাম। আমার আর দোষ

নাই শেষ কথা তোমাদিগকে বলিয়া যাই, যদি চৈতন্য থাকে ইহার উচিত যাহা হয় করিও।

" একাকী জনমে নর একা হয় মৃত,
একা ভুঞ্জে আপনার সুকৃত দুষ্কৃত।"

লাহোরে রাজকুমারের শুভাগমন।

পঞ্জাবে আসিবে কোন অপরূপ জন?
কেন বা গবর্ণমেণ্ট করে আয়োজন?
রঞ্জিত সিংহের সেই প্রস্তর নির্ম্মিত
সফেদ বৈটক, এবে কেন সুমার্জ্জিত?
" সালেমার " নামে সেই ত্রিতল উদ্যান,
বাদশা আমলে যাহা হয়েছে নির্ম্মাণ,
মধ্যে মধ্যে কেন তায় সাদা চুনখাম;
পথ কুঞ্জ ফোয়ারার নবীন সুঠাম?
কেন সুসজ্জিত সব; কিবা প্রয়োজন?
আসিবেন দেখিবারে অপরূপ জন:
লাহোর বেষ্টনকারী সরকারী বাগে (ক)
প্রাচীর ফটক ভাঙ্গা, রঞ্জিত সুরাগে।
কেন সুসজ্জিত দেখি এই সব স্থান?
আসিবেন দেখিবারে কোন ভাগ্যবান:
সদর " আশয়-কলি " (১) দোকান নিচয়,
শ্বেত লাল নানা রঙ্গে অতি শোভাময়।
নবীন কঙ্করে, জীর্ণ রাজ-পথ চয়
কেন আজি সযতনে সংস্কৃত হয়?
" দিল্লী গেট " সহরের কেন সুশোভন?
ভিতর পিঠের কিন্তু নাহি বিবর্ত্তন:

(ক) বাগানে (১) লাহোরের উপনগর।

তাহার উলটা দেখি " গেট রোসনাই "
বাহির পিঠেতে তার চুনখাম নাই!
প্রবেশ প্রস্থান দ্বার সম্মুখ সজ্জিত
পশ্চাৎ বিভাগে নহে কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত,
কি হবে তখন? হায় যদি ফিরে চান,
সেই অপরূপ জন;—ভাঙ্গিবেক মান!
এ দুই গেটের পথ-পার্শ্ববর্ত্তী যত
দোকান পসারি সবে, রাজ আজ্ঞামত
যতনে করিছে নিজ নিজ গৃহ সব
কর্দ্দম উপরে চুনখামে ধব ধব:
লাহোর সহরে এবে জুড়াল নয়ন
শ্বেতবর্ণ হেরি! ধন্য ধন্য সেই জন,
যার তরে হইতেছে এত আয়োজন!
রাভীর (২) মাঠেতে কেন তাম্বু শত শত
সারি সারি নিবেশিত ক্ষুদ্র গ্রাম মত?
অশ্ব গজ পদাতিকে পূর্ণ চতুর্দ্দিক।
লাহোরে হইবে কোন কাণ্ড অলৌকিক!
আসিয়াছে রাজগণ লয়ে আসবাব
' পাটীয়ালা ' ' কপুর্থলা ' ' ভাওল ' নবাব।
আর যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দার রইস (৩)
ঘোড়া চড়ি ফিরিতেছে পোইস পোইস।
প্রধান স্বাধীন রাজা কাশ্মীরাধিরাজ
" শাতেরে " (৪) লস্কর ছাড়ি লাহোরে বিরাজ।
কামান হইতে হলো ঊনিশ আহ্বান;
প্রধান সাহেবগণ হলো আগুয়ান;
পরিপূর্ণ রাজপথ অশ্বগজ জনে

(২) ঐরাবতী নদী। (৩) লাহোরের সর্দ্দারগণ।
(৪) জাহাঙ্গির বাদসাহের গোরস্থানের নিকটস্থ গ্রাম।

তাহাদের পদরজঃ ছাইল গগণে।
গাড়ি চাপা মরিলেক হতভাগ্য এক!
কে তার সন্ধান লয়? দ্রষ্টব্য অনেক!
সামান্য বাটীতে রাজা হন অধিষ্ঠান,
খরচে কৃপণ কিংবা অতি বুদ্ধিমান।
বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী জনেকে বেষ্টিত;
নাহি তাম্বু নাহি তোপ গজ সুসজ্জিত:
আসিবেন এথা মহারাণীর কুমার,
নাবিক-নায়ক নাম, বিখ্যাত তাঁহার,
ডিউক আলফ্রেড ধন্য! দেখিতে শ্রীমুখ
আসিয়াছে রাজগণ তেয়াগিয়া সুখ!
কেন আজি ইষ্টেসনে ধূম ধাম এত,
সারি সারি করীদল সুসজ্জা সমেত
দাঁড়ায়ে রয়েছে দ্বারে? চিত্রময় কর,
ভালে রৌপ্য তক্তি, কর্ণে মুক্তার ঝালর,
মখমলে সাঁচ্চা কাজ অঙ্গ আভরণ,
পৃষ্ঠেতে সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য গজাসন;
গলে রৌপ্য ঘণ্টা বলী, মুকুট মস্তকে,
রূপার ইংগট (৫)অঙ্গে, ফলকে ফলকে!
অশ্ব পৃষ্ঠে কিংখাপ, ঝমকা শ্রবণে;
হারায়েছে অলঙ্কার—প্রিয় নারীগণে!
আসিবেন রাজপুত্র বাষ্পময় যানে,
আগুসারি লইবেন, সমূহ সম্মানে,
হেন আশে রাজগণ, সাহেব প্রধান;
অগণ্য সামান্য লোক, পূরিয়াছে স্থান।
"হইবেন রাজসুত না জানি কিবা অদ্ভুত
বেশ ভূষা গুণ আর রূপে।

(৫) ধাতুখণ্ড।

ভাবিতে ভাবিতে কত, তীর্থের কাকের মত,
দর্শক চাহিছে চুপে চুপে।
হেনকালে আচম্বিত, "রাজপুত্র প্রকাশিত,"
শুভ রব চৌদিকে ছুটিল;
আনন্দে সাহেবগণ, খুলি শির আবরণ,
জয় নাদে অম্বর পূরিল।
কেহ বা কহিছে কই? কেহ বা কহিছে অই,
রাজপুত্র অপরূপ জন;
মস্তকে ধুচনী টোপ, নাহি অঙ্গে কার চোপ,
পরিধান সামান্য বসন!
দর্শক কহিছে, ভাই; দর্শনে তো দেখি নাই,
কিসে ইনি মনুষ্য প্রধান।
লৌকিক পদের মান, করিলাম সম্প্রদান,
করি এবে স্বস্থানে প্রস্থান!

অদ্ভুত দেশাচার।

এ দেশে সামান্য সামান্য এমন অনেক আচার ব্যবহার আছে যে আমরা তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সে সকলকে কুসংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, সাধারণ লোকে, তাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যত্ন পূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যার্থী ব্যক্তিদিগের জানা উচিত যে, কোন ব্যবহার জন সমাজে অকারণে চলিয়া আসে নাই সুতরাং তাহার প্রকৃত কারণ অবধারণ করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকেরও উচিত যে যে আচার ধরিয়া চলেন, তাহা কেবল 'ভূতের বোঝা বহা' অথবা যথার্থ উপকারী, জানিতে চেষ্টা করেন। একটী সামান্য প্রাচীন প্রথার মধ্যে প্রাচীনকালের অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়। সমাজের যে অবস্থায় যে কারণে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল, এখন সে অবস্থা ও সে কারণ বিদ্যমান আছে কি না,

জানিতে পারিলে কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় এবং সদাচারকে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া আদরের সহিত রক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদিগের শাস্ত্রে আছে "যস্মিন্ দেশে যদাচারং পারম্পর্য্যং বিধীয়তে" যে দেশের যে আচার, পুরুষ-পরম্পরা তাহার অনুসরণ করিবেক। কিন্তু সেই শাস্ত্র আবার বলেন "যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে" যুক্তি না ধরিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে ধর্ম্মহানি হয়। ফলতঃ অন্ধ হইয়া কোন ব্যবহারের সেবা করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয় এবং বুদ্ধিজীবী মনুষ্যেরও কর্ত্তব্য নয়; তাহাই কুসংস্কার, তাহাই পরিত্যাজ্য। এস্থলে একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছি। মাতৃক্রোড় হইতেই আমরা শুনি, কেহ হঁাচিলে "জীব" বলিয়া থাকে। ইহার কারণ আমাদিগের নিকট কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু এক সময়ে এই প্রথা প্রায় সমুদায় পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। ডিস্‌রেলি সাহেব ইহার একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।—

অতি প্রাচীনকালে কয়েক বার মারীভয় উপস্থিত হয়। তাহাতে হঁাচিই মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মারী কি আসিয়া, কি ইউরোপ উভয় খণ্ডেই লক্ষিত হইত। সময়ে সময়ে ইহা দ্বারা অনেক লোকারণ্য জনস্থান উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহুদীরা বলেন "জেকবের পূর্ব্বে মনুষ্যেরা আজন্ম কখন হঁাচিত না। যখন কেহ হঁাচিত, তখনই তাহার মৃত্যু হইত। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, জেকবের পূর্ব্বে স্বাভাবিক রোগে মনুষ্য পঞ্চত্ব পাইত না। জেকবই প্রথম প্রাকৃতিক পীড়ায় নিধন প্রাপ্ত হন।" অনন্তর, তালমদে * লিখিত আছে, নৃপতিগণ প্রচার করিয়া দিলেন, লোকে হঁাচিলেই উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহাকে 'জীবিত থাক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। তদবধি এই বিধি ইহুদী জাতি মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তালমদের সমস্ত ইতিহাস সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না বটে, কিন্তু কোন কালে ক্ষুৎক্রিয়া অর্থাৎ হঁাচিই যে মানবের মৃত্যু লক্ষণ ছিল ইহা নিঃসংশয় সপ্রমাণ হয়।

অতি পূর্ব্বকালে ইউরোপ খণ্ডে এই মারী দৃষ্ট হইত। ক্যাথলিক

* তালমদগ্রন্থ—বা, বো ১৪ সং ১৯২ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীর খৃষ্টানেরা বলেন, এই জন্য সুবিখ্যাত পোপ গ্রিগরি, হঁাচির পর একটী নির্দ্দিষ্ট আশীর্ব্বাদ উচ্চারণের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। আরিস্টটল প্রণীত গ্রন্থেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব সুপ্রাচীন গ্রীক জাতি মধ্যেও যে এই প্রথার প্রচলন ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রিগরির কতকাল পূর্ব্বে রোমক ইতিহাসবেত্তা এক স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামক ফরাসী সমাজ হইতে নূতন পৃথিবীর যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহাতে লিখিত আছে এই প্রথা আমেরিকাতেও দৃষ্ট হয়। মনমোটেগা দেশের ভূপতি যখন হঁাচিতেন, তৎকালে একটী অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইত। তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহাকে অমনি উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিতেন। এই আশীর্ব্বাদ ধ্বনি যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইত তাহাকেই স্বতন্ত্র আশীর্ব্বাদ করিতে হইত। এজন্য ভূপালের প্রত্যেক ক্ষুৎক্রিয়ার পর রাজ্য মধ্যে সর্ব্বস্থানেই ঘোর রোলে মহা আশীর্ব্বাদ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিত।

যাত্রার সময় হঁাচি পড়িলে এদেশে কুযাত্রা বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়। এস্থলে ইহার কারণ অনায়াসে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে কালে ক্ষুৎক্রিয়াই মারীর সূচনা ও মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত, তখন সেই কার্য্যের পর কাহার আর স্থানান্তরিত এবং গৃহত্যাগ করিতে সাহস হইতে পারে? পক্ষান্তরে ইহাও আশ্চর্য্য বলিতে হইবে যে এই ক্ষুৎক্রিয়াকেই দেশ বিশেষ শুভলক্ষণ বলিয়া গণনা করিতেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার প্লুটার্ক রণপণ্ডিত থেমিস্‌টক্লিশের জীবনচরিতে লেখেন এই ক্রিয়া তাঁহার দেশে সামুদ্রিক যুদ্ধ বিশেষের শুভ সূচনা বলিয়া গ্রাহ্য হইত।

যাহা হউক আমরা জিজ্ঞাসা করি এখন হঁাচিলে 'জীব' বলিবার প্রয়োজন কি? যদি না থাকে তবে মৃত দেশাচারকে শ্মশানে দগ্ধ করাই শ্রেয়স্কর।

বাঘিনী কর্ত্তৃক মনুষ্য-শিশুর পালন।

রোমের ইতিহাসে লেখে যে রোমনগরের সংস্থাপক রমুলাস্ ও তাঁহার যমজ ভ্রাতা রিমস্ উভয়ে এক বাঘিনীর স্তনপান করিয়া লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব গল্প বলিয়া প্রায় সকলে উড়াইয়া দেন, কিন্তু বাঘিনী দ্বারা মনুষ্যশিশু পালনের কয়েকটী বাস্তবিক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল, অযোধ্যায় ১৮ মাস বয়সের একটী শিশু হারা যায়। তথায় নেকড়িয়া বাঘের অত্যন্ত উপদ্রব, সুতরাং বালকটীর মাতা পিতা স্থির করিলেন যে সন্তানটীকে ঐ হিংস্র জন্তুরা বধ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতকালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অনেক স্থানে ইহাদিগের দ্বারা অসংখ্য শিশুর প্রাণ নাশ হইয়া থাকে।

বালকটী হারাইবার প্রায় সাত বৎসর পরে একজন শিকারী জঙ্গলের মধ্যে একটী বাঘিনী ও তাহার কয়েকটী ছানা দেখিতে পাইল এবং সেই সঙ্গে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটী জন্তু দৃষ্টিগোচর করিল। ইহা মনুষ্য সন্তানের ন্যায়, কিন্তু চারি পায়ে দৌড়িতেছে। শিকারী উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, কিন্তু সমকক্ষ হইতে পারিল না। পরে সেই ব্যক্তি অন্বেষণ করিয়া একটী গর্ত্ত দেখিতে পাইল এবং তাহা হইতে উহাকে বাহির করিল। উহা ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শিকারীকে কামড়াইবার উপক্রম করিল। বাঘিনী শাবক দিগের সহিত অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিল এবং ধৃত জন্তুটীকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু শিকারীর হস্তে অস্ত্র শস্ত্র থাকাতে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না— অরণ্যে ফিরিয়া গেল। ধৃত জন্তুটী লক্ষ্ণৌ নগরে আনীত হইল এবং সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শেষে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ তাহাকে লইয়া পিঁজরায় বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না এবং এক প্রকার বিকট ও কর্কশ ডাক ভিন্ন আর কোন শব্দ করিতে পারিত না, তথাপি সে যে মনুষ্য, তৎপক্ষে কাহার সন্দেহ রহিল না। সে রন্ধন করা কোন খাদ্য আহার করিত না, কেবল কাঁচা

মাংস পাইলে আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাস করিত। তাহাকে পরিধেয় বস্ত্র দেওয়া হইল, কিন্তু দন্তদ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ এক প্রকার ছোট পাতলা লোমে আবৃত ছিল এবং লোমকূপ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। এই গন্ধ নেকড়িয়ার গায়ের গন্ধের ন্যায়। সে শক্ত হাড় বড় ভাল বাসিত এবং তাহা পাইলে কুক্কুরের ন্যায় চিবাইয়া খাইত। সংক্ষেপে বলিতে হইলে সে তাহার পালিকা বাঘিনীর সকল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রতিদিন অসংখ্য লোক এই অদ্ভুত জন্তু দেখিতে আসিত. একদিন সাত বৎসর পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকের সন্তান হারাইয়াছিল, তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীরের কোন বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তিনি তাহাকে আপনার সন্তান বলিয়া জানিলেন, কিন্তু তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা হইল না। প্রত্যুত তিনি তাহাকে দেখিয়া যার পর নাই ভয় ও বিরক্তি প্রকাশ করেতে লাগিলেন।

উক্ত বালকটীকে বশীভূত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল. কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া সে কেবল বিমর্ষ ভাবে থাকিত এবং নিতান্ত ক্ষুধার জ্বালা না হইলে কোন খাদ্য স্পর্শ করিত না। তাহাকে পিঞ্জরের বাহির করিতে ভয় হইত; কারণ বন্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাহাকেও দুর্দ্দান্ত দেখা যাইত। তাহাকে কথা কহাইবার জন্য অনেক কৌশল করা হইয়াছিল, কিন্তু নেকড়িয়ার ন্যায় ডাক ভিন্ন তাহার মুখে আর কিছু শুনা যাইত না। সে এক বৎসর বাঁচিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই অস্থি চর্ম্মসার হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে কেবল এই কয়েকটী কথা মাত্র কহিয়াছিল, "শিরদরদ করতা" মাথা-ব্যথা করিতেছে।

অল্পদিন হইল, মোজফ্ফরনগর জেলায় একটী জন্তু ধৃত হইয়া মিরাট নগরে আনীত হইয়াছিল। সেটী পাঁচ বৎসর বয়সের বালক কিন্তু তাহার মত কিম্ভূত কিমাকার আর দেখা যায় না। তাহার হাতের চেটো এবং পায়ের তলা ঘোড়ার খুরের মত শক্ত হইয়াছিল। সে বানরের মত দ্রুত গমন করিতে পারিত। কতক গুলি বিলাতী কুকুর বালকটীকে

দেখিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহাদিগকে নিরস্ত করা হইল। বালকটী আবার কুকুরদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দন্ত দেখাইতে লাগিল, যেন ইহা দ্বারাই আত্মরক্ষা করিবে। এ বালকটীও কাঁচা মাংস ভিন্ন আর কিছু খাইত না এবং তাহাও মনুষ্যের সম্মুখে স্পর্শ করিত না।

এই দুইটী অদ্ভুত বিবরণ ভিন্ন এরূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি, শিক্ষা এবং সংসর্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমরা প্রত্যেকে মনুষ্য সমাজে না থাকিলে আমাদিগেরও কি শোচনীয় অবস্থা হইত!

বাত্যা।

উপসংহার।

স্থায়ী অস্থায়ী এবং সাময়িক এই কয়েক প্রকার বাত্যার বিষয় বলা গিয়াছে। প্রলয় ঝড়, জলস্তম্ভ, স্থলস্তম্ভ, বালুস্তম্ভ প্রভৃতি আর কয় প্রকার বাত্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের কারণ এপর্য্যন্ত নিঃসংশয় রূপে প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ ঘূর্ণী বাত্যাকেই জলস্তম্ভের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতেরা তদ্বিপরীতে বলেন, যে, ইহা ঘূর্ণীবাত্যা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না—তাড়িত পদার্থের কার্য্য দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে ইহাদিগের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে না। সচরাচর, ও বহুক্ষণ স্থির ভাবে দেখিবার সুযোগ নাই বলিয়া ইহারা সহজে বিজ্ঞানের আয়ত্ত হইতেছে না। ইহাদিগের শক্তি দেখিলেই সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তি অন্তরে উদিত হয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের কি কি মহান উদ্দেশ্য ইহারা সাধন করিতেছে তাহা সম্যক রূপে প্রকাশিত না হইলেও ইহাদিগকে তাঁহার শক্তির কথঞ্চিৎ প্রমাণ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহার অনন্ত শক্তি ভাবিয়া মনে মনে কেবল স্তম্ভিত হইতে হয়।

বায়ু দ্বারা আমাদিগের যে অসংখ্য উপকার সাধন হইতেছে, তদ্বিষয়

একবার স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বাত্যা সমুদায় পৃথিবীতে না থাকিলে আমরা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টির কৌশল অবলোকন ও বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতাম না। বাত্যা সকল পৃথিবীর সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ ঝাঁটা স্বরূপ। তাহারা দেশ বিশেষের অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় অবিশুদ্ধ বাষ্পাদি ঝাঁট দিয়া কোথায় লইয়া ফেলিতেছে; মহাসমুদ্রের বারি রাশিকে আন্দোলিত করিয়া তাহাদিগের যেন শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করিতেছে। মেঘজাল ইহাদিগের দ্বারাই চালিত হইয়া সর্ব্বদেশে অমৃত স্বরূপ বারি ধারা বর্ষণ করিতেছে। বাত্যা না থাকিলে উষ্ণতা ও শীত দ্বারা পৃথ্বীতল এরূপ নিপীড়িত হইত যে, ইহা কোন প্রকার প্রাণীরই বাসযোগ্য হইতে পারিত না। সামুদ্রিক ও স্থলীয় অনিল দ্বারা দ্বীপপুঞ্জ এবং পার্ব্বতীয় উপকূল সমূহকে কেমন মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। অস্মদ্দেশীয় বসন্তকালীন মলয়ানিল কি সামান্য সুখকর পদার্থ! পশ্চিমে আটলান্টিক সমুদ্রের স্নিগ্ধ অনিল যদি ইংরেজদিগের বাসভূমি ব্রিটেন দ্বীপে প্রবাহিত না হইতে এবং তথায় যদি পূর্ব্ব মহাদেশ হইতে স্থলীয় শুষ্ক বায়ু ধাবিত হইত; তাহা হইলে উহা এককালে মনুষ্য বাসের যোগ্য হইত কি না সন্দেহ স্থল। এমত কি ভীষণ উত্তপ্ত পরিশুষ্ক হারমাটান বাত্যাও মনুষ্যের স্বাস্থ্যকর হইয়াছে এবং আমাদিগের দেশে মধ্যে মধ্যে যে ঝড় সকল বহিয়া তুমুল কাণ্ড করিতেছে, তাহা দ্বারাও মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে।

জগদীশ কোন অমঙ্গল পদার্থ হইতে না আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতে পারেন? আশ্চর্য্য, জগদীশ, তোমার করুণা, আশ্চর্য্য তোমার সৃষ্টি কৌশল। প্রতিপদে তোমার করুণা দেখিয়া আমাদিগের মন কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি রসে বিগলিত হইয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে খাঁটুরা গ্রামের কোন ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুর মধ্যে তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া জনৈক বিধবা রমণীর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমে অনেক গুলি ভদ্র কুল-

বালার বিদ্যানুশীলন হইতেছে। চারি বৎসর কাল হইল, উক্ত মহিলা এই মহোপকারী শিক্ষাদান ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। এতাবৎকাল পল্লীস্থ অন্তঃপুরিকাগনের মধ্যে আহার অন্তে যখন যিনি পুস্তক লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তিনি যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। সময়ে সময়ে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় শিক্ষা কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষা স্থান অন্তঃপুর ও শিক্ষাদাত্রী এক জন পরিচিত ভদ্রকুল রমণী তজ্জন্য তাহাতে এককালে সকলের পড়া বন্ধ স্থগিত হয় নাই। যাহারা পড়া করেন, কিছুদিন পরে আবার তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে তাঁহার শিক্ষাধীনে ১৫ টী মহিলা আছেন। ইহাঁদিগের অধিকাংশ বিবাহিত এবং কাহার কাহার সন্তান হইয়াছে। বালিকা কেবল দুইটী আছে। প্রথম ভাগ হইতে বোধোদয়, ধারাপাত, পর্য্যন্ত ছাত্রীদিগের পড়া হইতেছে। যত দিন শিক্ষা চলিতেছে তাহার অনুরূপ পাঠের উন্নতি দেখা যায় না। তাহার কারণ পাঠানুশীলনে নিয়মিত অভ্যাস শিক্ষা করিতে অনেক সময় গিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহার প্রথম সূত্রপাতে অনেক প্রতিবন্ধক পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে সম্পূর্ণ আশা হইতেছে ছাত্রীগণের যে পাঠের শীঘ্র উন্নতি হইবে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকে শুভানুষ্ঠানটীর সমূলে বিনাশ করিতে পারিবে না।

এই গ্রামে কয়েক বার বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় কিন্তু বালিকাদিগের অভিভাবকগণের অযত্ন ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি কারণে তাহা চির স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু উক্ত অন্তঃপুর শিক্ষার কার্য্য উত্তম রূপেই হউক বা সামান্যভাবে হউক এক প্রকারে বরাবর চলিয়া আসিতেছে। অতএব এই প্রণালীর শিক্ষা-ফল আমরা চারি বৎসরে বরাবর যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয় অপেক্ষা অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উপযোগী এবং স্থায়ী ফলদায়ক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

২। আমেরিকার বষ্টন নগরে "স্বাধীন ধর্ম্মসমাজ" নামে একটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে সকল প্রকার ধর্ম্ম মতাবলম্বী লোক গিয়া স্বাধীন ভাবে আপনার আপনার মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারেন। ইহাতে একটী বিশেষ উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে যে অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যাবতী মহিলা পুরুষের ন্যায় উদ্যোগী হইয়া উহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনে অনেক বিদ্বান ও স্বাধীনচিত্ত পুরুষ যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে বলিয়াছিলেন, তেমনই অনেকগুলি ধর্ম্মপরায়ণা বিদ্যাবতী মহিলাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সহকারী সভাপতি ও সহকারী সম্পাদকের পদে দুইটী বিজ্ঞ রমণী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং একজন মহিলা অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইয়াছেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের আশ্চর্য্য উন্নতির কথা শুনিলে আমাদিগের মহিলাগণকে অবাক্ হইতে হয়।

৩। আমরা আশা করিতেছি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিলাত গমন দ্বারা যে সমস্ত মহোপকার সাধিত হইবে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় বামাকুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন একটী প্রধান কার্য্য। কারণ ইউরোপ হইতে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে উৎসাহকর পত্রসকল লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের অংশ অল্প নয়। ইউরোপীয় রমণীগণের উন্নতি সাধন কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও যত্নের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় উক্ত বাবু স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে তথায় অধিক উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং তাঁহার মুখে বঙ্গীয় ভগ্নীগণের হীন অবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আর ঔদাস্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতের হীনাবস্থ ভগ্নীগণের প্রতি তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর সংশয় নাই।

৪। কয়েক মাসাবধি আমাদিগের বহুমানাস্পদ বঙ্গ-রমণীকুলভূষণ রাণী স্বর্ণময়ীর দান-শীলতার বিষয় আমরা কয়েকখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া অসীম আনন্দ লাভ করিতেছি। তিনি আর আর অনেক দানের মধ্যে বর্দ্ধমান অঞ্চলের পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে ১০০০ একসহস্র এবং স্বদেশে একটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থে ৫০০০ পাঁচ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অসাধারণ বদান্য রমণীকে 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারত তারক নামে মহিমাসূচক উপাধি দেন অনেকের অনুরোধ। আমাদিগের প্রিয় অবলা বান্ধব ইহার প্রথম প্রস্তাব করেন দেখিয়া আমরা আরও সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি কিছু বিবেচনা করিতেছেন? এক জন স্ত্রী-

লোকের রাজত্ব কালে সভ্য গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার উজ্জ্বল গুণবতী রমণীর যদি সমাদর না করিতে পারিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরই অনুদারতা প্রকাশ পাইবে। আমাদিগের রাণীর সৎকীর্ত্তিই তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার।

বামাগণের রচনা।

কোন নারীর প্রার্থনা।

হে নাথ! তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া সূর্য্য সমস্ত দিবস প্রখর কিরণ বিস্তার করত জগতের আনন্দ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং আনন্দে লোহিত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলে প্রস্থান করিতেছেন, দিবা অবসান হইয়াছে দেখিয়া জীব জন্তু সকল আপনাপন বাসস্থানাভিমুখে গমন করিতেছে, শিশুরা প্রফুল্ল মনে মাতার ক্রোড়ে সুখে স্তনপান করিতেছে, ধর্ম্ম পরায়ণ মনুষ্যগণ তোমার মঙ্গলময় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সুস্থচিত্তে প্রার্থনায় উৎসুক হইয়াছেন, পৃথিবী ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এক্ষণে রজনী আগত হইতেছে দেখিয়া চন্দ্র সমগ্র তারামণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিতেছেন, পবনও তব আজ্ঞানুসারে ধীরে ধীরে বায়ু সঞ্চালন করিয়া জগৎকে সুখী করিতেছেন। নাথ! ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, কিন্তু হে পিতঃ! আমি এই সংসারের অলিক সুখে মত্ত থাকিয়া এক দিনও মনের সহিত তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি না, পাপ রূপ অন্ধকূপে পতিত থাকিয়া নিরর্থক জীবনক্ষেপণ করিতেছি; দুর্দ্দান্ত শমন ক্রমে নিকটে আগত হইতেছে, তাহার বিকট মূর্ত্তি মনে করিয়া ভয়ে অভিভূতা হইয়াছি। পিতা এক্ষণে তোমার সেই চরণের আশ্রয় ব্যতিরেকে তব অবাধ্যা তনয়ার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। নাথ! কৃপা করিয়া এ অধীনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্ত কর, তোমার সেই অপার করুণাবারি অজস্র ধারে বর্ষণ করিয়া আমার হৃদয়ের পাপ তাপ মালিন্য প্রক্ষালন কর, এবং তোমার নিয়ম রজ্জুতে আমার মন দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ কর, আমার হৃদয়াসন অধিকার কর, ছায়ার ন্যায় আমাকে তোমার সঙ্গিনী কর। হে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর! তোমা বিনা এসংসারে আমার আর কেহই নাই; নাথ! শরণাগত জনের মনের সাধ পূর্ণ কর, তোমার মহান্ বলে আমার হীন মলিন আত্মাকে বলী কর, এবং আমার এই অপবিত্র আত্মাকে ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত কর, যেন অন্যান্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও তোমাতে মনোনিবেশ করিয়া সুখী থাকিতে পারি, তোমাকে নিকটে জানিয়া পাপে বিরত হই, একান্ত ভক্তি সহকারে তোমার যথার্থ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া সুখে দিন ক্ষেপণ করিতে সক্ষম হই, কৃপা করিয়া অধীনীর এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমা বিনা আমার আর গতি নাই। হে নাথ! তোমা বিনা আমার পরিত্রাণের আর উপায় নাই। দয়াময় অভয় দান কর, যেন তোমার সেবাতেই জীবন যাপন করি। তুমিই আমার মনের মন, আমি যেন তাহা ভুলিয়া না যাই এই আমার প্রার্থনা। কৃপা পূর্ব্বক অধীনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শ্রীরামমতি
কৃষ্ণনগর।

সতীত্ব নারীর ভূষণ।

পাঠিকাগণের কাছে করি নিবেদন।
দোষ পরিহরি সবে করিবে পঠন॥
লিখিবারে ইচ্ছা আছে নাহিক শকতি।
যা পারি লিখিব কিছু সতীর ভারতি॥
বিদ্যাহীনা নারী আমি নাহি কিছু জ্ঞান।
মন দুখে হয়ে আছি সদা ম্রিয়মান॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে সতী নারীগণ।
কতকষ্ট সয়েছিল পতির কারণ॥
পতির চরণে দৃঢ় ভক্তি থাকে যার।
পরকালে পতিসহ স্বর্গেবাস তার॥
পরম দেবতা পতি পরমার্থ দাতা।
নারীর কারণে ইহা সৃজেন বিধাতা॥
ভজন সাধন যাগ যজ্ঞ আদি যত।
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিনা সব হয় হত॥
অসতী হইলে হয় নরক গামিনী।
অশেষ প্রকারে শাস্তি দেন চিন্তামণি॥
অসতী পরশ অন্ন ভোজন যে করে।
বিষম পাতক তার শরীরে সঞ্চারে॥
পতি বিনা সতীর নাহিক অন্য ধন।
পতিহীনা হলে প্রাণ ধরা কি কারণ?
যমেরে করিয়া জয় সাবিত্রী যুবতী।
কত কষ্টে বাঁচাইল সত্যবান পতি॥
দময়ন্তী সতী ভীম ভূপতির কন্যে।
কলির কুচক্রে পতি হারায়ে অরণ্যে॥

বনে বনে একাকিনী অনাথিনী হয়ে।
ভ্রমণ করিল কত নানা কষ্ট সয়ে ॥
রাখিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম ধর্ম্মের কৃপায়।
পাইল সে গুণবতী পতি পুনরায় ॥
মহালক্ষ্মী সীতা দেবী শ্রীরাম কামিনী।
রাবণ হরিল বনে পেয়ে একাকিনী ॥
লয়ে গিয়া অবলায় লঙ্কার ভিতর।
মিষ্ট ভাষে তুষিবারে সাধিল বিস্তর ॥
তার বাক্যে না ভুলিল জনক-নন্দিনী।
নিয়ত করিত মুখে রামরাম ধ্বনি ॥
সতীত্বে পাইল সতী পতি দাশরথি।
সবংশে হইল নাশ রাবণ দুর্ম্মতি ॥
ভারতে শুনেছি পূর্ব্বে অপূর্ব্ব কাহিনী।
গান্ধারী নামেতে সতী গান্ধার নন্দিনী ॥
অন্ধপতি হবে সতী শুনিয়া শ্রবণে।
পতি যদি অন্ধ হবে কি কাজ নয়নে ॥
পতির দুখের দুখি হইবার মনে।
শত পুরু পট্ট বস্ত্র বান্ধেন নয়নে ॥
পতির নিধনে দেখ হয়ে দুঃখান্বিতা।
কাদম্বরী বনচারি আর মহাশ্বেতা ॥
বিষম কঠোর তপ করি আচরণ।
উভয়ে পাইল পতি, বাহুল্য বর্ণন ॥
ভরত জননী দেবী নাম শকুন্তলা।
তাঁর পতি তাঁরে ভোলে হয়ে রাজভোলা ॥
কত অপমান সহ্য করিল সুন্দরী।
ক্ষমিল পতির দোষ যাতনা পাশরি ॥
শ্রীবৎস্য রাজার রাণী চিন্তা নামে সতী।
শনির প্রকোপ পড়ে হারাইল পতি ॥
কত কষ্ট সয়ে ছিল কহনে না যায়।
বহু কষ্টে বহু দিনে পুন পতি পায় ॥
অবলার সার ধর্ম্ম পতিপ্রতি মন।
না জানিলে হয় নারী অযশ ভাজনে ॥
শুনগো ভগিনীগণ আমার মিনতি।
সদত সরল মনে সেব প্রাণপতি ॥

নম্রভাবে সদা রাখ স্থির করি মন।
সুমেরু সমান ধর্ম্ম না কর লঙ্ঘন ॥

শ্রী ভা * * দেবী
কোন্নগর।

৫ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা ক্রমে সূচী পত্র।

বৈশাখ—৬৯ সংখ্যা।

		পৃষ্ঠা
১।	নববর্ষ	১
২।	শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ	৩
৩।	চিত্ত বিনোদিনী	১৩
৪।	নূতন সংবাদ	১৯
৫।	বামাগণের রচনা	২০

জ্যৈষ্ঠ—৭০ সংখ্যা।

		পৃষ্ঠা
১।	শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ	২১
২।	চিত্তবিনোদিনী	২৯
৩।	ভাবি মঙ্গল আশা (পদ্য)	৩৬
৪।	নূতন সংবাদ	৩৭
৫।	বামাগণের রচনা	৩৮
৬।	বিজ্ঞাপন (অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা)	৪০

আষাঢ়—৭১ সংখ্যা।

		পৃষ্ঠা
১।	স্ত্রীজাতি	৪১
২।	চিত্তবিনোদিনী	৪৯
৩।	গ্রন্থ সমালোচনা	৫৭
৪।	নূতন সংবাদ	৫৯

শ্রাবণ—৭২ সংখ্যা।

		পৃষ্ঠা
১।	অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা	৬১
২।	স্ত্রীলোকের গুণে রোমনগরের পরিত্রাণ	৬২
৩।	চিত্তবিনোদিনী	৬৫
৪।	স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী	৭১
৫।	অবলা বান্ধব	৭৩
৬।	নূতন সংবাদ	৭৪
৭।	বামাগণের রচনা	৭৭
৮।	অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা উপযোগী পরীক্ষা পুস্তক	৭৮

ভাদ্র—৭৩ সংখ্যা।

		পৃষ্ঠা
১।	বামাবোধিনীর ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব	৮১
২।	হিংসা	৮৫
৩।	পতিব্রতা ধর্ম্ম	৮৮
৪।	খদ্যোত (পদ্য)	৯০
৫।	নারী শিক্ষা	৯২
৬।	রাণাঘাট বালিকা বিদ্যালয়	৯৪
৭।	নূতন সংবাদ	৯৫
৮।	বামাগণের রচনা	৯৯

আশ্বিন—৭৪ সংখ্যা।

		পৃষ্ঠা
১।	স্ত্রী বিদ্যালয়	১০১
২।	পতিব্রতা ধর্ম্ম	১০৯
৩।	সময় (পদ্য)	১১২
৪।	দাম্পত্য প্রেম	১১৩

		পৃষ্ঠা
৫।	নূতন সংবাদ	১১৭
৬।	বামাগণের রচনা	১১৮

কার্ত্তিক—৭৫ সংখ্যা।

১।	পতিব্রতা ধর্ম্ম	১২১
২।	রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়ার আশ্চর্য্য সাহসিকতা	১২৪
৩।	চিত্ত বিনোদিনী	১৩২
৪।	সরলা ও জ্ঞানদার রাত্রিতে আকাশ দর্শন	১৩৪
৫।	নূতন সংবাদ	১৩৭
৬।	বামাগণের রচনা	১৩৯

অগ্রহায়ণ—৭৬ সংখ্যা।

১।	নারী রচিত	১৪১
২।	আর্টিমিসিয়ার আশ্চর্য্য সাহসিকতা	১৪৬
৩।	পতিব্রতা ধর্ম্ম	১৪৯
৪।	উটপক্ষী	১৫১
৫।	শুক শারী সংবাদ (পদ্য)	১৫৩
৬।	বাত্যা	১৫৪
৭।	উপন্যাস	১৫৬
৮।	নূতন সংবাদ	১৫৭
৯।	বামাগণের রচনা	১৫৯

পৌষ—৭৭ সংখ্যা।

১।	গৃহ চিকিৎসা	১৬২
২।	নারী চরিত	১৬৩
৩।	উট পক্ষী	১৬৮
৪।	আমার জননী (পদ্য)	১৭১
৫।	স্থায়ী বাত্যা	১৭৩
৬।	কথোপকথন	১৭৬
৭।	নূতন সংবাদ	১৭৯
৮।	বামাগণের রচনা	১৮০

মাঘ—৭৮ সংখ্যা।

১।	চিত্ত বিনোদিনী	১৮১
২।	শিশুপালন	১৮৮
৩।	সাময়িক বাত্যা	১৯১
৪।	সিংহের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত	১৯৪
৫।	রাজকুমারের শুভাগমন (পদ্য)	১৯৭
৬।	গৃহ চিকিৎসা	১৯৮
৭।	নূতন সংবাদ	১৯৯
৮।	বামাগণের রচনা	২০০

ফাল্গুন—৭৯ সংখ্যা।

১।	স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব	২০১
২।	মৃতদিগের বিচার	২০৩
৩।	ব্যয়	২০৬
৪।	স্ত্রী জাতির বিশেষ কার্য্য	২১১
৫।	অস্থায়ী বাত্যা	২১৪
৬।	চিত্ত বিনোদিনী	২১৬
৭।	নূতন সংবাদ	২১৮
৮।	বামাগণের রচনা	২১৯

চৈত্র—৮০ সংখ্যা।

১।	বামাবোধিনীর আত্মবিবরণ।	২২১
২।	অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা পরীক্ষা	২২৩
৩।	পুরাতন বৎসরের বিদায় গ্রহণ	২২৪
৪।	লাহোরে রাজকুমারের শুভাগমন (পদ্য)	২২৬
৫।	অদ্ভুত দেশাচার	২২৯
৬।	বাঘিনী কর্ত্তৃক মনুষ্য-শিশু পালন	২৩২

		পৃষ্ঠা
৭।	বাত্যা-উপসংহার	২৩৪
৮।	নূতন সংবাদ	২৩৫
৯।	বামাগণের রচনা	২৩৮
১০।	৫ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যাক্রমে সূচীপত্র	২৪১
১১।	ঐ বিষয় অনুসারে সূচীপত্র	২৪৩

৫ ম ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

১। বাৎসরিক।

	পৃষ্ঠা
নববর্ষ	১
পুরাতন বৎসরের বিদায় গ্রহণ	২২৪
বামাবোধিনীর ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব	৮১
বামাবোধিনীর আত্ম বিবরণ	২২১

২। নারী-চরিত।

মেরী লভেল ওয়ার	১৪১
ঐ	১৬৩

৩। ইতিহাস।

স্ত্রীলোকের গুণে রোম নগরের পরিত্রাণ	৬২
রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়ার আশ্চর্য্য সাহসিকতা	১২৪
ঐ	১৪৬

৪। বিজ্ঞান।

সরলা ও জ্ঞানদার রাত্রিতে আকাশ দর্শন	১৩৪
বাত্যা	১৫৪
স্থায়ীবাত্যা	১৭৩
সাময়িক বাত্যা	১৯১
অস্থায়ী বাত্যা	২১৪
বাত্যা উপসংহার	২৩৪

৫। নীতি ও ধর্ম্ম।

হিংসা	৮৫
পতিব্রতা ধর্ম্ম	৮৮
ঐ	১০৯
দাম্পত্য প্রেম	১১৩
পতিব্রতা ধর্ম্ম	১২১
ঐ	১৪৯
উপন্যাস	১৫৬
কথোপকথন	১৭৬
স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব	২০১
ব্যয়	২০৬
স্ত্রী জাতির বিশেষ কার্য্য	২১১

৬। ঐতিহাসিক উপন্যাস।

চিত্তবিনোদিনী	১৩
ঐ	২৯
ঐ	৪৯
ঐ	৬৫
ঐ	১২৭
ঐ	১৮১
ঐ	২১৬

	পৃষ্ঠা
৭। দেশাচার।	
স্ত্রী জাতি	৪১
স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী	৭১
মৃতদিগের বিচার	২০৩
অদ্ভুত দেশাচার	২২৯
৮। প্রাণিবিদ্যা	
উটপক্ষী	১৫১
ঐ	১৬৮
সিংহের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত	১৯৪
বাঘিনী কর্ত্তৃক মনুষ্য-শিশু পালন	২৩২
৯। গৃহ-চিকিৎসা।	
গৃহচিকিৎসা	১৬২
ঐ	১৯৮
শিশুপালন	১৮৮
১০। পদ্য।	
ভাবি মঙ্গল আশা	৩৬
খদ্যোত	৯০
সময়	১১২
শুকশারী সংবাদ	১৫৩
আমার জননী	১৭১
রাজকুমারের শুভাগমন	১৯৮
লাহোরে ঐ ঐ	
১১। স্ত্রী-শিক্ষা।	
শিক্ষাসংক্রান্ত বিবরণ	৩
ঐ	২১
অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার বিজ্ঞাপন	৪০
অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা	৬১
ঐ উপযোগী পরীক্ষা পুস্তক	৭৮
স্ত্রী-বিদ্যালয়	১০১
অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার পরীক্ষা	২২৬
১২। বামাগণের রচনা।	
মনের প্রতি উপদেশ (পদ্য)	২০
দয়া	৩৮
শিক্ষকের প্রতি ব্যবহার	৭৭
মধ্যাহ্ন বর্ণন (পদ্য)	৯৯
সন্ধ্যা (ঐ)	১১৮
বামাবোধিনী ও বামাগণ	১৩৯
মনের প্রতি উপদেশ	১৫৯
স্ত্রী-শিক্ষার ফল (পদ্য)	১৮০
ঐ	২০০
কোন নারীর প্রার্থনা	২৩৮
সতীত্ব নারীর ভূষণ	২৩৯
১৩। বিবিধ।	
গ্রন্থসমালোচনা (সাবিত্রীচরিত)	৫৭
অবলা বান্ধব	৭৩
নারীশিক্ষা	৯২
রাণাঘাট বালিকাবিদ্যালয়	৯৪
১৪। নূতন সংবাদ।	
নূতন সংবাদ	১৯
ঐ	৩৭
ঐ	৫৯
ঐ	৭৪
ঐ	৯৫
ঐ	১১৭
ঐ	১৩৭
ঐ	১৫৭
ঐ	১৭৯
ঐ	১৯৯
ঐ	২১৮
১৫। সূচীপত্র।	
৫ম খণ্ড বা. বো. সংখ্যাক্রমে	২৪১
ঐ ঐ বিষয় অনুসারে	২৪৩